# নবীনের সংসার

[ গার্হস্থ্য উপন্যাস ]



মানস-সরোবর, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, প্রফুল্ল-নির্ম্মাল্য, হৃদয়-লহরী,
মানস-কুঞ্জ, কুম্ভকর্ণী-নিদ্রা, পাঁচ-ইয়ার, জলপ্লাবন,
সবিতারাধনা, প্রবাসীর প্রত্যাগমন, শুভকর্ম্মে
গদ্য ও পদ্য প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রাবণ, ১৩২৫।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ ও কলিকাতা।

 মূল্য এক টাকা।

Printed by Dwijendra Nath De
at the
SWARNA PRESS
*107, Mechuabazar Street,*
CALCUTTA.

Published by
D. N. BHATTACHARYYA
OF BHATTACHARYYA & SON
*65, College Street,*
CALCUTTA.

# উৎসর্গঃ।

স্বর্গগত রাজচন্দ্র চন্দ্র

সমীপেষু—

বিশ্বসেবাব্রতধরো ভগবদ্ভক্তসত্তমঃ
নিষ্ণাতো মাতৃভাষায়াঃ সাহিত্যামৃতবারিধৌ ॥
ধর্ম্মপ্রাণঃ সুহৃৎপ্রাণঃ সোদরাভিন্নবান্ধবঃ।
ত্বমেব মে রাজচন্দ্র ত্বদীয় করপঙ্কজে—
উৎসৃষ্টোঽয়ং ময়া গ্রন্থো গৃহাণ কৃপয়া সখে ॥

ত্বদীয়—

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ

# প্রথমবারের নিবেদন।

নানা বিঘ্ন বাধা ও দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া "নবীনের সংসার" প্রকাশিত হইল। আজ প্রায় তিনবৎসরের কথা, প্রথম যখন "গল্প-লহরীতে" প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে "নবীনের সংসার" বাহির হয়, তখন "গল্প-লহরীর" পাঠক পাঠিকাবর্গের ইহা পাঠ করিবার জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া সেই সময়েই ইহা স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আমার মনে বলবতী হয়; কিন্তু নানা বিপদ বশতঃ এ যাবৎ সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। অবশেষে বন্ধু বান্ধবের বিশেষ অনুরোধে এবং "গল্প-লহরীর" সহস্র সহস্র পাঠক পাঠিকার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে "নবীনের সংসার" প্রকাশিত করিতে হইল।

মাতৃভাষায় অভাব কি? কত মাতৃভক্ত সন্তানের কৃতিত্বে আজ মা আমার সৌন্দর্য্য-সম্পদে বিভূষিতা; কিন্তু তথাপি "নবীনের সংসার" মায়ের চরণে উৎসৃষ্ট না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই দুঃসময়ে যখন কেবল ভিন্ন দেশীয় প্রেম-কাহিনী বঙ্গীয় নায়ক নায়িকায় রূপান্তরিতা হইয়া অবাধ চলনে বঙ্গ-সাহিত্য দিন দিন অসার আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ করিতেছে, সে সময়ে এরূপ খাঁটি, নিখুঁত, আমাদের নিজের পুষ্করিণীর কুমুদ কহ্লার মায়ের চরণে অর্পণ করিতে কাহার না সাধ হয়? এই উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে জানি না "নবীনের সংসার" কোথায় স্থান পাইবে? তবে শ্রীযুত মুনীন্দ্রপ্রসাদ প্রতিভাবান কবি ও ঔপন্যাসিক। সাহিত্য-সংসারে

P



তিনি সুপরিচিত। এই জন্যই আমার যাহা কিছু আশা ভরসা। আর একটা কথা—যে সামগ্রী বঙ্গের গৃহে গৃহে শোভিত হওয়া উচিত, আমি কেন তাহা কেবল "গল্প-লহরীর" ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখি! সেই কারণেই নবসাজে সাজাইয়া "নবীনের সংসার" মায়ের চরণে অঞ্জলি দিলাম।

প্রতি বঙ্গগৃহে প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, যাহার প্রভাবে কত সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে, তাহা বঙ্গের প্রত্যেক নর-নারীকে একবার কেন, সহস্রবার চক্ষে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক দেখান উচিত। প্রতিভাবান কবি তাহাই তাঁহার সরল মধুর অননুকরণীয় ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন। কুটীল ও কুটীলার কুটচক্রে বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রের পরিণাম, লেখকের নিপুণ তুলিকায় এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তাহা পাঠে কাহারও নেত্র নিরশ্রু থাকিতে পারে না। সমাজের এই অধঃপতনের দিনে "নবীনের সংসার" সুফল প্রসব করিবে বলিয়া আমাদের আশা আছে। এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণ "নবীনের সংসার"কে প্রীতির চক্ষে দেখিলেই, আমাদের সকল আশা ও সকল শ্রম সার্থক হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক, "গল্প-লহরী"।

## দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

"নবীনের সংসারের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। "নবীনের সংসারের" দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদৃত হইলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

# মুনীন্দ্রবাবুর পুস্তকাবলী।

## উপন্যাস।

জলপ্লাবন ১৲

হালদার বাড়ী ||০

নবীনের সংসার
( দ্বিতীয় সংস্করণ ) ১৲

দেশের বড়দা' ১।০

## নাটক।

সবিতারাধনা ১৲

## কবিতা।

মণিকণা ( স্কুলপাঠ্য ) ||০

মুরজ-মুরলী ||০

মানস-সরোবর ||০

মানস-কুঞ্জ ||০

সময়ে সেবক (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

এয়ী

## গান।

হৃদয়-লহরী ।০

## কাব্য।

প্রবাসীর প্রত্যাগমন ১৲

## প্রবন্ধ।

শিক্ষা-বিস্তার
( স্কুলপাঠ্য ) ||০

জীবন-বীমা /০

কুম্ভকর্ণী-নিদ্রা ৵০

গঙ্গাস্নানে মৃত্যু

## জীবনী।

প্রফুল্ল-নির্ম্মাল্য ।৵০

## ভ্রমণ।

পাঁচ-ইয়ার ||৵০

## নীতি-পুস্তক।

হিতবাণী—( টেক্সট্ বুক
কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত) ।০

---

## বিবাহের কবিতা।

শুভকর্ম্মে গদ্য ও পদ্য— ... ... ।০

## চম্পুকাব্য।

গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস— ... ... ।৵০

## রঙ্গ।

পুতুলের বিয়ে

## ইংরাজী কবিতা।

Rambling Thoughts— ... ... ॥০

মুনীন্দ্রবাবুর অন্যান্য উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনী ও ইংরাজী গদ্য সাহিত্য—শীঘ্রই বাহির হইবে। পাঠকবর্গ তাহার সন্ধান রাখুন।

# নবীনের সংসার।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

"বলি, তোর হ'ল কি?"

যাহার উদ্দেশে বৃদ্ধ প্রশ্নকর্ত্তা, এই প্রশ্ন করিলেন, সে তাহার উত্তর দিল না—ঘাড় বাঁকাইয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে শিশির, কথার উত্তর দিবি, না আমাকে জ্বালা'বি? ব্যাপারটা কি, না বুঝ্‌লে, না শুন্‌লে, কেমন ক'রে কি প্রতীকার করি, বল্? এখন কথা ক'বি?"

শিশিরকুমার ইহাতেও কথা কহিল না। সে বাম করে কপাল টিপিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। বৃদ্ধ পিতা তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া কহিলেন—"যাস্ কোথা', দাঁড়া। —আমার এই বৃদ্ধ বয়সে কি এমন ক'রে কষ্ট দিতে হয়! তোদের মুখ চেয়েই এখনো পর্য্যন্ত সংসারে আছি। তোরাই যদি জ্বালা'বি, তবে আর আমার সংসারে থাকায় লাভ কি—বেঁচে থাকারই বা আবশ্যক কি? বল্ বাবা, বল্, কি হয়েছে বল্।"

প্রস্থানোদ্যত শিশিরকুমার মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল—"বাবা, আমার আদৌ ইচ্ছা নয় যে আপনি আমার জন্য কষ্ট পান্; কিন্তু ঘটনাচক্রে তা'ই হ'য়ে পড়্ছে। আমি কেমন ক'রে তা'র প্রতিরোধ করি ?"

পিতা মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"তোদের ইংরাজী রকমের ভদ্রতা তোদেরই কাছে শোভন! সে কথা যা'ক; এখন তোর দুঃখটা কিসের, তা' আমায় বল্ দেখি।"

শিশিরকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিতে লাগিল—"দুঃখ আমার অশেষ—যে দিন স্নেহময়ী জননী স্বর্গলাভ করেছেন, সেইদিন হ'তেই আমার দুঃখের সীমা নাই। আজ ছয় বৎসর কাল অনন্ত দুঃখই ভোগ ক'রে আস্ছি। কিন্তু সে কথার আন্দোলনে কোনও ফল নাই। আপনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন—আমায় জিজ্ঞাসা ক'রে আর কষ্ট দেন কেন—কষ্ট পান কেন ?"

স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতিতে বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। পত্নীর মৃত্যুর পর হইতেই, বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রের সংসারে যে সকল পারিবারিক অশান্তি ঘটিয়া গিয়াছে, বিদ্যুল্লতার মত সে ঘটনাস্রোত-গুলি তাঁহার হৃদয়াকাশে চম্‌কাইয়া গেল। তিনি আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেন—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শিশির-কুমার তাহা বুঝিল—বুঝিয়া ব্যথিত হইল। পিতার তুষ্টি সাধনার্থ পুত্র তাড়াতাড়ি বলিল—"বাবা, আমি না বুঝে আপনার মনকষ্টের কারণ হয়েছি। ক্ষমা করুন, আর ও সকল কথায় কাজ নাই।

পিতা একচক্ষে হাসি, অন্য চক্ষে অশ্রুজল রাখিয়া পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন করতঃ কহিলেন—"লোকে বলে, আমার চারি পুত্রের মধ্যে তুই দুরন্ত। কিন্তু সুখ, শান্তি, আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা আমার যা' কিছু—তা' তুই। তবে তোর চণ্ডাল-রাগ। এই কারণে সময়ে সময়ে আমি তোর জন্য চিন্তিত হই।"

শিশিরকুমার পিতার পরিহিত বস্ত্রখণ্ডের উপর আপতিত একটি বৃহদায়তনের কীট ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে দিতে কহিল—"লোকের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দুই এক কথা ব'লে থাকি—কাজেই আমি দুষ্ট লোক। কিন্তু উপায় কি ?"

নবীন। সে কথা যা'ক্। তুই এতটা রাগ ক'রে আমার কাছে কেন এসেছিলি, তা' আমায় বল্ দেখি ?

শিশির। বড় বৌদি' আপনাকে লক্ষ্য ক'রে আজ অনেক অপমানের কথা বলেছে। তাই আপনার কাছে—

নবীনচন্দ্র তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"সে ত নিত্যই বলে, তার জন্য দুঃখই বা কিসের, আর রাগই বা কিসের ? হাঁ—তা'র কথা আমার গা সওয়া হ'য়ে গিয়েছে।"

শিশিরকুমার মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—"আপনার হ'তে পারে, কিন্তু আমার হয় নাই।"

নবীন। আজ না হোক্—দু'দিন পরে হ'বে। সংসারে থাকতে হ'লে অনেক উৎপাতই সহ্য করতে হয়।

শিশির। তা' পা'রছি না—সংসার আর ভাল লাগছে না। তাই আপনার কাছে বলতে এসেছি—আপনি আমার জন্য যে

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছেন, সেটা ভেঙ্গে দিন্। আমি বিবাহ কর্‌তে পা'র্‌ব না।

চকিত, ভীত, স্তম্ভিতনেত্রে বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র বলিলেন—"এ্যাঁ, তুই বলিস্ কি রে!" বৃদ্ধের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। শিশির তখন ফুলিয়া ফুলিয়া, "ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া" আপনার হস্ত আপনি মোচ্‌ড়াইতেছে, আর বলিতেছে—"বড় বৌ বলে, বড় দাদা দয়া ক'রে এই বিবাহের সমস্ত খরচ দিবেন। বলুন দেখি বাবা, এ দয়ার উপর আমি কেমন ক'রে বিবাহ করি?"

পিতা, পুত্রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন—"ওরে আমি যে ভদ্রলোককে কথা দিয়ে বসেছি। সে কথা রক্ষা না হ'লে যে আমার মুখ দেখান ভার হ'বে। তুই কি আমায় লোক-সমাজে অপমান কর্‌বি শিশির?"

শিশির কহিল—"আপনি কি আমায় ভিক্ষার উপর বিবাহ কর্‌তে বলেন?"

নবীনচন্দ্র সাশ্চর্য্যে কহিলেন—"ভিক্ষা কি?" শিশিরকুমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার নামোল্লেখ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা বৃদ্ধের কর্ণে স্থান পায় নাই। সুতরাং শিশিরকুমারকে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে হইল। সে কথা শ্রবণান্তর বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র ক্রোধকম্পিত-কলেবরে কহিলেন—"বটে, এতদূর! আয়, তা'র ব্যবস্থা ক'র্‌ছি।"

পিতা দ্রুতপদে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। ধীর পদ-বিক্ষেপে পুত্র তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভা বিনোদিনীর সুন্দরাননে অস্তমিত সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মি পড়িয়া তখন নবীনচন্দ্রের বাটীসংলগ্নস্থ উদ্যান সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। চঞ্চলবায়ুবিতাড়িত বিনোদিনীর অঞ্চল কখনও গোলাপ বৃক্ষাগ্রভাগে জড়াইয়া, যাইতেছিল, কখনও বা তাহা ভূমিতলে লুটাইতেছিল। আলুলায়িতকুন্তলা বিনোদিনী, পবনদেবের অসভ্যতা ও লজ্জাহীনতা দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। সম্মুখে কাচখণ্ড সদৃশ মনোহর সরোবর। বায়ু-বিকম্পিত স্ফটিকজলে বিনোদিনীর ছায়া পড়িয়া কম্পিত হইতে-ছিল। সে ছায়ায়, মলয় মারুতের অত্যাচারপ্রপীড়িত আপনার অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া লজ্জাবনতা বিনোদিনী বাপীতটে বসিয়া পড়িল।

বিনোদিনী কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিল। পিত্তল কলসে গাত্রমার্জ্জনী বন্ধন করিয়া অন্যমনে সান্ধ্যগগনের রৌদ্রদীপ্ত খণ্ড-বিখণ্ড মেঘমালা দেখিয়া সে ভাব-তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছিল; আর ভাবিতেছিল—ঐ অনন্ত আকাশের মহাশূন্যে, পলকমাত্রে হয়, হস্তী, বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতির অনুরূপ মেঘখণ্ড কেমন করিয়া ছুটাছুটি করে। নীড়ে প্রত্যাগমনশীল বিহঙ্গকুল সেই উদার অনন্ত আকাশ শব্দায়মান

করিয়া বিনোদিনীর সৌন্দর্য্য উপলব্ধির স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছিল এবং নীড়ে প্রত্যাগত দ্বিজকুলের মধুর কাকলী, বিনোদিনীকে ভাব-রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া দিতেছিল।

এমন সময়ে পশ্চাদ্ভাগ হইতে, একটি স্ত্রীলোক বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"মর্ ছুঁড়ী, গলায় গামছা বেঁধে ভাব-সাগরে ডুব্‌বি নাকি? এত যদি, তবে পুরুষগুলার মত কবি হ'য়ে জন্মালিনি কেন?"

লজ্জিতা বিনোদিনী ত্রাস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া কহিল—"আমি তোমাদেরই অপেক্ষায় ব'সে ব'সে ভাব্‌ছিলাম্ দিদি। গাম্‌ছাখানা উড়ে যা'বে বলে' কলসীতে বেঁধে রেখেছি। কৈ, মেজ্‌দি এলেন না?"

নবাগতা রমণী নবীনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। তাহার নাম চপলা। বিনোদিনী তৃতীয়া পুত্রবধূ। দ্বিতীয়ার নাম মাধবী। অন্যান্য দিন বৈকালে তিনজনে একত্রে আসিয়া উদ্যানস্থ সরোবরে গাত্র ধৌত করিয়া যায়; অদ্য তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া বিনোদিনী সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ, মেজ্‌দি এলেন না?"

চপলা উত্তর করিল—"না, সে আজ আস্‌বে না। কর্ত্তা, আহ্লাদে গোপালকে 'সেখো' ক'রে কোমর বেঁধে তোর বট্‌ঠাকুরের সঙ্গে লড়াই দিতে এসেছিলেন। সে কি হাঙ্গাম্! কর্ত্তা বল্লেও যেমন, শুন্‌লেও তেমন। মাধু তা'ই দেখে শুনে একবারে ভির্মি গেছে। সে একে বড়লোকের মেয়ে, তা'র উপর তা'র ইষ্টিরস! সে কি অত চেঁচামেচি সইতে পারে!"

স্তম্ভিতা বিনোদিনী ধীরে ধীরে কহিল—"বড়্‌দি একি সত্যি?"

চপলা। কি সত্যি?

বিনোদিনী। এই—বাবার সঙ্গে বট্‌ঠাকুরের ঝগড়া!

চপলা। সত্যি না ত মিছে নাকি? বলে, আমি না থাক্‌লে আজ একটা খুনোখুনিই হ'য়ে যেত।

বিনোদিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অর্দ্ধোক্তিতে বলিল—"কি লজ্জা, কি ঘৃণা!"

ভ্রূ ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চপলা কহিল—"মিছে নয়; অমন উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে বুড়ো ঢেঁকির লজ্জাবোধও হ'ল না!"

বিনোদিনী। ঝগড়াটা হ'ল কেন?

চপলা। আদরের দুলালের জন্য যেমন হয়! দুলাল আব্‌দার ধরেছেন, এ বাড়ীতে আমি থাক্‌তে তিনি বিয়ে কর্‌বেন না। আমি যেন কা'র' বুকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়েছি। মুখে আগুণ ছোঁড়ার—আর তা'র কথাও ত বুড়ো শোনে!

"শোনে বৈ কি। না শুন্‌লে তোমাদের মত রাক্ষসীর হাতে যে সগোষ্ঠীর এতদিন প্রাণ যেত।"—এই কথা বলিতে বলিতে শিশিরকুমার সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

শিশিরকুমারকে দেখিয়া চপলা জ্বলিয়া গেল! সে সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিতে করিতে কহিল—"তোর লজ্জা করে না ছোঁড়া, মেয়েমানুষের পাছু পাছু ঘাটে এসেছিস্?"

শিশির। দেখ বড় বৌদি'—

হাত মুখ ঘুরাইয়া ব্যঙ্গ করিয়া চপলা কহিল—"আর বৌদিদিতে কাজ নাই।

রোষ-কষায়িত নেত্রে শিশিরকুমার বলিল,—"ভাল, বড়বৌ, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক বিতর্ক করতে চাই না। তোমার কাছে আমার ঘরের চাবী আছে, তাই নিতে এসেছি; ফেলে দাও, চলে যাচ্ছি।"

চপলা। ন্যাকামির আর জায়গা পায় নি—উনি ঘাটে এসেছেন চাবি নিতে!

শিশির। হ্যাঁ বড়বৌ, চাবি নিতেই এসেছি। কেন জান!—

উপেক্ষার হাসি হাসিয়া চপলা চীৎকার করিয়া বলিল—"তা' আর জানি না! অসচ্চরিত্র কুলাঙ্গার।"

শিশিরকুমারের মুখ আরক্তিম হইল। সে ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"সাবধান বড়বৌ।"

চপলা ঘৃণার সহিত বলিল—"সাবধান তুই! জানিস্, চেঁচাচেঁচি ক'রে লোক জড় করলে তোর কি শাস্তি হয়!"

"তবে রে রাক্ষসী"—বলিয়া শিশিরকুমার চপলার দিকে ধাবমান হইল। মর্ম্মভেদী চীৎকার করিতে করিতে চপলা গৃহাভিমুখে ছুটিয়া পলাইল। বিনোদিনী শিশিরকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া অতি শান্তভাবে, অতি করুণস্বরে, প্রগাঢ় স্নেহমমতায় বলিল—"ঠাকুরপো, ছি!"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিল্বগ্রাম হুগলি জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী। সেই গ্রামে অন্যান্য বৃক্ষাপেক্ষা বিল্ববৃক্ষই অধিকতর দৃষ্ট হয়। বিল্ববৃক্ষের সংখ্যাধিক্য বশতঃ সেই স্থানের নাম বিল্বগ্রাম হইয়াছে কিনা সে কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, সে কথায় আমাদের কোনও প্রয়োজনও নাই।

বিল্বগ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। তন্মধ্যে বসু বংশই প্রাচীন ও স্থানীয় ভূস্বামীর বংশ বলিয়া সে বংশের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে। নবীনচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ এককালে পূজা পার্ব্বণ, দান ধ্যান, ক্রিয়া কলাপ করিয়া সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম লোকহিতৈষিতা প্রভৃতিতে বসুবংশ একদিন অগ্রণী ছিল। "সদাব্রতের বাটী" বলিয়া আপামর সাধারণে বসুবংশকে সম্মান করিত। কালপ্রবাহে সে বংশ এখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু মহতের মহত্ত্বের স্মৃতি মানব-হৃদয়ে অনেকদিন জাগরূক থাকে বলিয়াই লোকসমাজে বসুবংশ এরূপ দুর্দ্দিনেও সম্মানিত।

নবীনচন্দ্র বসুর চারি পুত্র, দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ সনৎকুমার, মধ্যম অশ্বিনীকুমার, তৃতীয় অজিতকুমার ও চতুর্থ পুত্র শিশির-

কুমার। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে মানসী, তিনটি সন্তানের মাতা হইয়া শ্বশুরালয়ে আছে; সরসী বিধবা—সে একটি খঞ্জপুত্র লইয়া পিত্রালয়েই বাস করে।

নবীনের তিনটি পুত্র বিবাহিত—কেবল শিশিরকুমারের বিবাহ হয় নাই—বিবাহের কথাবর্ত্তা চলিতেছে। পুত্রবধূদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও তৃতীয়ার দর্শন পাঠকবর্গ ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। মধ্যমা—মাধবী; তাহার দর্শনও অচিরে পাওয়া যাইবে।

এতদ্ভিন্ন নবীনচন্দ্রের অনেকগুলি পোষ্য আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব আর কেহবা অজ্ঞাতকুলশীল আশ্রিত মাত্র। বসু পরিবারে দাস দাসীরও অভাব নাই। এতগুলি প্রাণী যে স্থানে একত্রে বাস করে, সে স্থান কলহশূন্য হইতে পারে না। সুতরাং নবীনচন্দ্রের গৃহ নির্জ্জন নহে।

কলহ বিবাদের 'ছড়া', তাণ্ডব নৃত্য, উল্লম্ফন, আস্ফালন মধ্যে মধ্যে প্রতিবাসীবর্গকে জানাইয়া দেয় যে বসুবংশ এখনও পূর্ণ তেজে বিল্বগ্রামে আধিপত্য করিতেছে। বসুবংশ স্থানীয় জমীদারের বংশ। বিবাদ বিসম্বাদ জমীদারকুলের একপ্রকার ভূষণ ও বিলাসিতা। তাহা হইতে বসুবংশ বঞ্চিত নহে।

বসুবংশে যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছে তাহার আভাষ পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। এক্ষণে বস্ত্রের অগ্নি আর হস্তে নিবাইবার উপায় রহিল না। এই অগ্ন্যুৎপাতই অনেক বংশের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। তাহা দেখিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়াও যে লোকে সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করে—তাহাই সম্যক্ বিস্ময়ের বিষয়!

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্রের গৃহে আজ তুমুল কাণ্ড—ভয়ঙ্কর কোলাহল। চপলা, পুষ্করিণী হইতে গৃহে প্রত্যাগতা হইয়া শিশিরকুমারের সহিত তাহার যে বাদানুবাদ হইয়াছিল তাহা অতিরঞ্জিত ভাবে স্বামীর নিকট বর্ণনা করিয়াছে। সেই বিষয় লইয়াই নবীনচন্দ্রের বাটীতে এই তুমুল কাণ্ড!

ক্রোধে কম্পিত-কলেবর সনৎকুমার, অনুপস্থিত শিশিরকুমারের উদ্দেশে বিস্তর কুবাক্য কহিয়া পিতৃসমীপে অভিযোগ করিতেছে যে তাহার কনিষ্ঠের অত্যাচারে ভদ্রলোকের ভদ্রতা রক্ষা করা দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথে ঘাটে স্ত্রীলোককে একাকিনী পাইয়া শিশিরকুমার যখন তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করে ও চেষ্টা পায়, তখন পৃথিবীতে এমন কি মহাপাপ আছে, যাহা শিশির-কুমারের দ্বারা সাধিত হইতে না পারে? এই মুহূর্ত্তেই শিশিরকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য—নচেৎ মান, খ্যাতি, বংশমর্য্যাদা রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

সনৎকুমার যখন এই সকল কথা বলিতেছিল, তখন নবীনচন্দ্র অনিমেষলোচনে জ্যেষ্ঠপুত্রের ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সেইখানে শিশিরকুমারের অন্যান্য ভ্রাতাগণও উপস্থিত ছিল। কিন্তু

কেহই কোন কথা কহে নাই। সনৎকুমার একাই তথন এক সহস্র—অন্যের সাহায্যের আবশ্যকতা তাহার আদৌ ছিল না।

সমস্ত কথা শ্রবণানন্তর পিতা কোন কথাই কহিতেছেন না দেখিয়া ক্রোধের মাত্রা বাড়াইয়া, চীৎকার করিয়া সনৎকুমার কহিল—

"আপনি চুপ্ ক'রে রইলেন যে?"

"তা' ভিন্ন আর উপায় কি বাপু?"

"কি রকম! আদুরে ছেলের আব্দার আপনি সহ্য কর্তে পারেন; কিন্তু অপরে সহ্য কর্বে না!"

"তা' কর্বে কেন!"

"আপনার ভাব গতিক কিছু বুঝা যাচ্ছে না। আপনার কুল-বধূর উপর এই অত্যাচার হয়েছে; তা' কি আপনি উপেক্ষা ক'রে আদুরে ছেলের—"

"আমি ত এমন কথা বলি নাই বাপু! তুমি মনে মনে লঙ্কা ভাগ কর্‌ছ কেন? শিশির আসুক্—কি হয়েছে শুনি। তা'রপর ত বিচার?"

"বটে! শিশির না বল্‌লে আপনি কোনো কথাই শুন্‌বেন্ না?"

"তা' কেমন ক'রে শুন্‌ব? যে দোষ করেছে, বিচারক্ষেত্রে তা'র উপস্থিত থাকা আবশ্যক।"

"আর সে যা' বল্‌বে, তাই বেদবাক্য হ'বে—আমাদের কথা ভেসে যা'বে?"

"আমি এমন কথা বলি নাই বাপু।"

  

"আর বাকীই বা রাখ্‌লেন কি ? অশ্বিনী, অজিত, তোরা ত সব শুন্‌লি। আর আমার দোষ নাই ; বাপ্‌ যখন শত্রু, তখন তাঁর কাছে সুবিচার আশা করা একান্তই মূর্খতা।"

এতক্ষণ অশ্বিনীকুমার ও অজিতকুমার চুপ্‌ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই সকল কথা শুনিয়া আর চুপ্‌ করিয়া থাকিতে পারিল না। উভয়েই একসঙ্গে বলিল—"দাদা, কর কি ?"

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সনৎকুমার উদ্ধতভাবে কহিল—"করি কি, তা' সকলেই দেখ্‌তে পা'বি। আজ শিশিরের রক্তে এই হাত রঞ্জিত কর্‌ব।"

অশ্বিনীকুমার, সনৎকুমারের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল। অজিতকুমার মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"দাদা, বৌএর জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করা ভাল দেখায় না। বিশেষ, এই বয়সে—আর বাবার সাম্‌নে। এখন চল, তোমার রাগ পড়্‌লে এসব কথা কহা যা'বে।"

সনৎকুমার অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"কি রে, তুইও শিশিরের দলে ভর্ত্তি হয়েছিস্‌ নাকি ? তা' ভাল, কিন্তু পাড়ায় আরও পাঁচজন আছে ত ;—তা'দেরও ডাকি—তা'রাই বা কি বলে দেখি।"

অজিতকুমার বলিল—"ঘরের ঝগড়া আর বাহিরে যাওয়া কেন ? একেই ত বংশের খুব সুনাম বাহির হয়েছে।"

সনৎকুমার। তুই চুপ্‌ করে থাক্‌—

অজিতকুমার। তা' থাক্‌ব, কিন্তু তোমায় কিছুতেই অন্যায় কর্‌তে দিব না।

এই সময়ে—"কি অন্যায়, ছোড়্‌দা"—বলিয়া শিশিরকুমার সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শিশিরকুমার বলিতে লাগিল—"বড় বৌদি' যে আজ একটা বিভ্রাট ঘটা'বে, তা' আমি পূর্ব্বাবধিই জা'ন্‌তেম্। কিন্তু বড়দা'ত বিজ্ঞ, বৌদি'র কথা শুনে, তা'ই বিশ্বাস ক'রে এতটা বাড়াবাড়ি করা কি উচিত হয়েছে? একবার বাহিরে গিয়ে দেখে এস ছোড়্‌দা—লোকের কি ভীড়ই হয়েছে।"

সনৎকুমার বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"বদ্‌মাইস্ ছোঁড়া, আবার সাউথোড়্ সেজে ভাল মান্‌ষী জানা'তে এসেছিস্! ছোঁড়ার এখনি গলা টিপে ধর্‌ব—জানিস্!"

ধীরভাবে শিশিরকুমার বলিল—"তা ধর না বড়্‌দা—কিন্তু বাহিরের লোক হাসাও কেন? দোষ ক'রে থাকি, উচিত মত শাস্তি দাও—তা'তে আমার ওজর আপত্তি নাই। বড় বৌদি'র পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি, চল। কিন্তু লোক হাসিও না বড়্‌দা।"

সনৎকুমার। তুই আজ পুকুরঘাটে বড় বৌএর সঙ্গে কি করেছিলি?

শিশির। যা' করেছি, তা' আমি বল্‌লে তোমার বিশ্বাস হ'বে না। আমার সাম্‌নে বড়বৌদি'কেই সব কথা বল্‌তে বল। আর 'সেজ'ও সেখানে ছিল। তা'কেও সব কথা জিজ্ঞাসা করা হ'ক। তা' হ'লেই সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

সনৎকুমার। তুই—তুই তা'র—

শিশির। ছি বড়্দা'—দুঃখিত হ'লেম্। আমি তোমাদের ছোট ভাই, অসংখ্য দুষ্টুমি ক'রে থাকি, কর্‌তেও পারি। রাগ ক'রে থাক, আমায় বাড়ী থেকে বার করে দাও, আমার মুখ দেখ না। কিন্তু তা'ই ব'লে যা' তা' মুখে এনে একটা মহাপাপের বোঝা আমার ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিও না। শিশির দুরন্ত, শিশির রাগী, শিশির মূর্খ—কিন্তু শিশির পশু নয়।

বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র শিশিরের কথায় আনন্দানুভব করিতেছিলেন। বৃদ্ধ শিশিরকুমারকে বড়ই ভালবাসেন। তাহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমার ও অজিতকুমার তিনজনেই নিঃশব্দে শিশিরের কথা শুনিতেছিল। শিশিরকুমারের মিষ্ট কথায় সনৎকুমার তখন অনেক নরম হইয়া গিয়াছে।

শিশির বলিতে লাগিল—"দাদা, বউদিদি আজ আমায় বড় গালি পেড়েছিলেন। তা'তেই রেগে উঠে আমি তা'কে অপমান কর্‌তে গিয়েছিলেম্। দোষ করেছি দাদা, চল, এখনি 'বড় বউদি'র পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আস্‌ছি!"

বৃদ্ধ পিতা আনন্দবিগলিত হইয়া ডাকিলেন—"শিশির!"

সনৎকুমারও শিশিরের হস্ত ধারণ করিয়া ডাকিল—"শিশির!"

সেই সঙ্গে অশ্বিনীকুমার ও অজিতকুমারও ডাকিল—"শিশির!"

প্রতিধ্বনি 'শির্ শির্' করিয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

গৃহ নিস্তব্ধ। যে সকল লোক নবীনচন্দ্রের গৃহে বিবাদের সুর-লয়তানে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আনন্দানুভব করিতেছিল, তাহারা নিতান্ত হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল; আর যাহারা পারিবারিক বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য বন্ধুগৃহাভিমুখে তাড়াতাড়ি আসিতেছিল, বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহারাও আনন্দিত হইয়া মধ্যপথ হইতেই ফিরিয়া গেল।

একটি রমণীরত্ন কেবল শয্যাতলে পড়িয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল—সে মাধবী, অশ্বিনীকুমারের পত্নী। তাহার হিষ্টিরিয়া রোগ তখন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিয়াছে। তখন রজনী গভীরা।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড় বৌ চপলাসুন্দরী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া চরণ দুইখানি লম্বা করিয়া ছড়াইয়া দিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে। সনৎকুমার খাটের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে। তাহার সহিত তাহার পিতৃদেবের আজ ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে—তাহার জন্য তাহার দারুণ অনুতাপ আসিয়াছে। বিশেষ, যখন তাহারই পত্নীর কথা লইয়া এতটা বকাবকি ঝকাঝকি,—এরূপ ক্ষেত্রে সনৎকুমারের কথা কহা উচিত ছিল না—লোকে শুনিলেই বা কি বলিবে! কিন্তু যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে—তাহার আর উপায় কি? ভবিষ্যতে আপনাকে সংযত করিবার জন্য সনৎকুমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল।

কিন্তু চপলার এখন অভিমান ভাঙ্গে কেমন করিয়া? সে ত মুখ ভার করিয়া ভূমিতলে বসিয়া আছে। তাহার এখন উপায় কি?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সনৎকুমার অর্দ্ধ ভয়ে অর্দ্ধ সাহসে—সস্নেহে ডাকিল—"চপলা।"

চপলা নিরুত্তর।

চপলা "ফোঁপাইতে" আরম্ভ করিল। সনৎকুমার লম্ফপ্রদান করিয়া খাট হইতে নামিয়া আসিল এবং খুব মিষ্টস্বরে বলিল—

"কাঁদ কেন?"

চপলার বুকভরা দুঃখ এইবার আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া বাহির করিল,—নয়ন জলে তাহার বয়ান ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সনৎকুমার চপলার হস্ত দুইখানি ধরিয়া আবেগের সহিত বলিল—"বল চপল, এখন কি কর্‌লে তোমার দুঃখ দূর হয়, আমি তা'ই কর্‌তে প্রস্তুত। তোমার জন্য আমি পিতার সহিত তর্ক বিতর্ক করে থাকি, সহোদর সহোদরাকে পর ক'রে দিয়েছি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মুখাবলোকনও করি না। তোমার সুখ-শান্তির জন্য আমি আমার সুখ-শান্তি ত্যাগ করেছি, স্ত্রৈণ নামে সমাজে পরিচিত হয়েছি। তোমার তুষ্টিসাধনার্থে পৃথিবীতে এমন কি কর্ম্ম আছে যা' আমি কর্‌তে পশ্চাৎপদ? কিন্তু তথাপি তোমার মন পাই না—এই বড় দুঃখ। ভাল, তুমিই বল চপল, কি কর্‌লে তোমার ঐ চির-সুন্দর মুখে চির-হাসি দেখ্‌তে পাই!"

চ'খের নেশায় সনৎকুমার তখন টলমল করিতেছে, আর মুখে খই ফুটিতেছে। সনৎকুমার যুবক নহে—প্রবীণ। চপলাও যুবতী নহে—প্রবীণা। যৌবনে তাহারা প্রেমের কথায় যে কত কবির কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। হরি! হরি! প্রেমের কি প্রতাপ!

যাহা হউক চপলার মুখে এইবার কথা ফুটিল। সে বলিল—"তোমরা লেখা পড়া শিখেছ, অনেক কথাই অনেক রকম ক'রে বল্‌তে জান। কিন্তু কোনো কথা ত কাজে দেখ্‌তে পাই না।"

"কি চপলা কি—কোন্ কথা আমি কার্য্যে পরিণত কর্‌তে পারি নাই, বা করি নাই?"

"এই যে ঘরে ঢুকেই বল্‌লে—শিশ্‌রে আমার পায়ে ধ'রে মাপ্‌ চাইতে রাজী। ছোঁড়া কোথায়, তা'র ঠিক নেই। তুমি আমায় মিষ্ট কথা ব'লে ভুলা'তে চেষ্টা কর্‌ছ—কিন্তু আমিত কচি খুকী নই! সে আমার পায়ে ধ'রে মাপ্‌ চাইবে, তা'র ব'য়ে গেছে! সে তেমনি শিষ্ট সুবোধ বটে!"

"না চপলা, শিশির কোপন-স্বভাব, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মিথ্যা বল্‌তে জানে না। সে যখন বলেছে পায়ে ধ'রে মাপ্‌ চাইবে, তখন সে তা' কর্‌বেই কর্‌বে। আজ না করে, কাল কর্‌বে।"

"আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না—থাক্‌তেও পারি না। কোন্‌ দিন ছোঁড়া আবার কি কাণ্ড কর্‌বে।"

চপলার পিত্রালয় ছিল না। থাকিবার মধ্যে তাহার এক অনাথা বিধবা মাতৃস্বসা ছিল। তাহার দক্ষিণ হস্তের যোগাড় চপলাকেই করিয়া দিতে হইত। তথাপি চপলা পিত্রালয়ের নাম মুখে আনিতেও লজ্জা বোধ করিল না। সে পিত্রালয়ের মর্য্যাদা বাড়াইয়া বলিল, "আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।" সনৎকুমার সমস্তই জানিত ও বুঝিত। তথাপি সে কথার উল্লেখ না করিয়া সনৎকুমার বলিল—"রাগ কর কেন; সে না আসে, আমি তা'র ঘাড়ে ধ'রে এনে তা'কে দিয়ে মাপ চাওয়া'ব।"

"সে কখনই তা' কর্‌বে না। ছোঁড়া বলে কিনা আমি এ বাড়ীতে থাক্‌লে সে বিয়ে কর্‌বে না—এত বড় আস্পর্দ্ধা?"

"এ কথা ত সে বলে নাই! সে বলেছে সে বিবাহ করবে না। তা'তে তোমার—"

চপলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—সনৎকুমার একবারে কোঁচ্‌কাইয়া গেল। এমন সময়ে দ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল। সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

"আমি শিশির।"

সনৎকুমার দ্বার খুলিয়া দিয়া খাটের উপর আসিয়া গম্ভীর ভাবে শয়ন করিল। শিশির গৃহে প্রবেশ করিয়াই চপলার চরণ ধারণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিল—"বৌদি' তুমি আমার উপর রাগ করেছ?"

চপলা পা গুটাইয়া লইল—কোন কথা বলিল না।

শিশিরকুমার কাতরভাবে বলিল—"বল বৌদি' তোমার রাগ পড়েছে কি না বল। ভেবে ভেবে আমি সমস্ত রাত্ ঘুমা'তে পারি নাই। তাই ছুটে এসেছি, বল, আমার উপর তোমার রাগ পড়েছে?"

"আমি বাড়ীর একটা দাসী বাঁদী বই ত নয়—আমার আবার রাগ কি?"

"তবে এখনো আমার উপর তোমার রাগ আছে। বৌদি' আমি যদি একটা অন্যায়ই ক'রে থাকি, তা'র কি আর মাপ্ নাই? এই যে শচী তোমায় এত বিরক্ত করে, তা'কে কি তুমি ফেলে দিতে পেরেছ?"

শচীন্দ্রনাথ সনৎকুমারের পুত্র।

শিশিরকুমার পুনরায় বলিতে লাগিল—"বৌদি', আমি তোমার চেয়ে অনেক ছোট, বুদ্ধি শুদ্ধিও অল্প। আমার মা নাই, তোমরা আমার উপর রাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথা' ?"

চপলা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ত স্ত্রীলোক বটে! স্নেহ সম্ভাষণে চপলা বলিল—"যাও ঠাকুরপো শোও গে। এমন ধারা ছেলে মানুষী ক'রে বড় ভাজকে কি যা' তা' বলতে আছে ?"

"না, আর কিছু বল্‌ব না, বৌদি'। বল, তুমি আমায় মন থেকে মাপ্ করেছ ?"

"হাঁ, হাঁ করেছি—যাও তুমি শোও গে।"

শিশিরকুমার যখন হাসিমুখে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল, তখন সনৎকুমার গদগদভাবে ডাকিল—"শিশির !"

শিশিরকুমার অতি করুণ স্বরে উত্তর দিল—"দাদা।" কিন্তু শিশিরকুমার আর ফিরিয়া দাঁড়াইল না। সে দ্রুতপদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সনৎকুমার ভাবিতে লাগিল—শিশির এত কোমল, এত মহৎ, এত উদার !

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী বলিয়া মাধবীর একটা খ্যাতি আছে। তবে সে খ্যাতি সকলের নিকট নহে—যাহারা মাধবীর ধোপদুরস্ত সৌজন্যে গলিয়া যাইত কিম্বা যাহারা মাধবীর নিকট কোনো কিছুর প্রত্যাশা রাখিত, তাহারাই কেবল মাধবীকে "রূপবতী ও গুণবতী" আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

মাধবী কুৎসিতাও নহে, রূপবতীও নহে—মাঝামাঝি। কিন্তু তাহার শরীরের গঠন আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর। সহসা দেখিলে মাধবীকে অপরূপ সুন্দরী বলিয়াই মনে হয়। সেই জন্য অনেকেই বিদ্রূপ করিয়া মাধবীকে 'হঠাৎ সুন্দরী' বলিয়া ডাকিয়া থাকে। কিন্তু শিশিরকুমার তাহার নাম দিয়াছে 'বগী'। তাহার কারণ মাধবীর গলাটা খুব লম্বা, আর পা দুইটাও সেই ওজনের। যাহা হউক, দেবরের কৌতুকানন্দে, কোনো দিনই মাধবীর বিরক্তি বা ক্রোধের ভাব দেখা যায় নাই।

রন্ধন-গৃহের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে শিশির-কুমার বলিল—"শুনেছ 'বগী', বৌদি'র তেমন রাগটা এক কথায় কেমন জল ক'রে দিয়েছি?" শিশিরকুমার চপলাকে কখনও "বড় বৌদি" বলিয়া ডাকে, কখনও বা শুধু "বৌদি" বলে।

মাধবী মৃদু-মধুর হাস্য করিয়া অঞ্চলবদ্ধ চাবির তাড়াটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"তুমি বীর কেমন! তা' ভাই তোমাদের ঝগড়াও যেম্‌নি ভাবও তেম্‌নি।"

"কেন, তোমার সঙ্গে কি কখনও ঝগড়া হয় না?"

"আমার সঙ্গে হ'বে কেন ভাই? আমি কা'র কিসে আছি বল? তোমাদের সংসারের কোনও কথায় কি আমি থাকি?"

"যাক্, যাক্,—সে কথা থাক্। এখন তোমায় একটা কাজ করতে হচ্ছে যে!"

"আমার দ্বারা আর কি কাজ হ'বে ভাই!"

শিশিরকুমার হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল—"হাস্‌লে যে?"

শিশিরকুমার হাসিয়াই বলিল—"তোমার সম্বন্ধে অনেক দিনের একটা পুরাতন কথা মনে পড়ায় হেসে ফেলেছি; কিছু মনে ক'র না বগী।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাধবী বলিল,—"আমার সম্বন্ধে পুরাতন কথা! কি কথা বল না ছোট্ ঠাকুরপো?"

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া শিশিরকুমার বলিল—"তোমার সে কথা শুনে কাজ নাই। এখনি বল্‌বে—খোঁটা দিচ্ছে।"

মাধবীর কপালে তখন চিন্তা-রেখা পড়িয়াছে। সে কহিল—"বুঝেছি। আমার অসুখের সময় তুমি সেবা শুশ্রূষা কর, তোমার দাদার ফায়ফরমাসটা খাট, সেই কথাই তুমি বলছ। তা' ভাই, করাই বা কেন আর বলাই বা কেন?"

কৌতুকের হাসি হাসিতে হাসিতে শিশিরকুমার উত্তর করিল—"যা'র যেমন মন সে তেমনি কল্পনা ক'রে লয়। তা' সে কথা থাক্, এখন তুমি আমার কাজটা করতে প্রস্তুত আছ?"

"না শুনে কেমন ক'রে প্রতিজ্ঞা করি বল ?"

"ইস্—বগীর 'কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা' আজ কাল খুব টন্‌টনে দেখ্‌ছি। তা' ভাল—তবে কাজটার কথা শোন। দেখ, নানা কারণে বিয়েটা করা আমার ভাগ্যে ঘটে উঠ্‌ছে না। আমি দেখ্‌ছি, আমার বিয়ের কথা নিয়েই যত গোল বেধেছে। তা' চিরকুমার থাকাটা মন্দ নয়। খরচপাতিও কম হয়, আর—"

মাধবী বিশুষ্ক মুখে তাড়াতাড়ি বলিল—"কেন কেন, আমরা কি তোমায় বিয়ে কর্‌তে মানা করেছি ? এসব কথা তুমি আমায় বল্‌ছ কেন ? তুমি কি মনে ভাব, আমরা তোমার শত্রু ?"

হাস্যোদ্দীপক অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া শিশিরকুমার বলিতে লাগিল—"কি মুস্কিল, তুমি যে আমায় জেরায় মার্‌তে চাও! আমি বল্‌ছি এক—তুমি বু'ঝ'ছ আর। বিবাহটা আমিই কর্‌তে চাইছি না; মানা আবার কর্‌বে কে ? এই যে 'সেজ' এসেছে, ভালই হয়েছে।"

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—"কি ঠাকুরপো, হাত্ পা নেড়ে অত কিসের বক্তৃতা হচ্ছে?"

শিশিরকুমার ঝটিতি বলিল—"তোমাদের গুণের।" বিনোদিনী হাসিতে লাগিল, মাধবীর গাম্ভীর্য্য কিন্তু তাহাতে নষ্ট হইল না। শিশিরকুমার পুনরারম্ভ আরম্ভ করিল—"আমার কপালে বিয়েটা লিখ্‌তে বিধাতা ভুলে গেছেন, সুতরাং সে পথে আমার কাঁটা। এখন ভাব্‌ছি, সংসারের একটা বন্ধনও ত রাখা চাই—নহিলে বাঁচি কেমন ক'রে ?"

বিনোদিনী প্রগল্‌ভার মত কহিল—"তা' ত বটেই। মানুষীর

সঙ্গেই না হয় তোমার বিয়ের সম্বন্ধটা বিধাতার বিধানে নাই ; কিন্তু বান্দরীর সঙ্গে হ'লে ত বিধাতার বিধান ওল্টাবে না ? তা'ই কর না ঠাকুরপো !"

চাপা হাসিতে শিশিরকুমারের চ'খ, মুখ, অধর-প্রান্ত ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—"তিনটি বাঁদরীকে বাবা ইতিমধ্যেই ঘরে স্থান দিয়েছেন। চতুর্থীর আর আবশ্যক হ'বে না। তিনটির কিচ্‌মিচিতেই গৃহস্থ ও প্রতিবাসী পালাই পালাই ডাক্ ছেড়েছে। তা'র উপর আবার একটি হ'লে, গ্রামে ত আর কেউ টেঁক্‌তেই পার্‌বে না। স্মুতরাং—লোকহিতে আমি সে সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌লেম্।"

বিষম অপ্রতিভ হইয়া বিনোদিনী নথ খুঁটিতে লাগিল। অপ্রস্তুত হইলে সে নথ্ খুঁটিতেই থাকে। মাধবীর গোলাল মুখখানা একটু লম্বা হইয়া গেল। তাহার মুখেও আর কথা ফুটিল না। সেই সময়ে নবীনচন্দ্র বাহির হইতে ডাকিলেন—"শিশির ?"

"যাই বাবা"—বলিয়া শিশিরকুমার তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

শিশির চলিয়া গেলে মাধবী বিনোদিনীকে বলিল—"সেজ বৌ, ঠাকুরপোর একবার আক্কেলটা দেখ্‌লি ত ! বাবু আমাদের সকলকেই যেন শত্রু মনে করেন।"

শান্ত শিষ্ট হরিণ-শিশুর মত বিনোদিনী, মাধবীর ক্রোড়ের নিকট আসিয়া বলিল—"না মেজ্‌দি', ঠাকুরপো তেমন লোকই নয়—আমোদ ক'রে অনেক অ-কথা কুকথা মুখে বলে বটে, কিন্তু ঠাকুরপোর মনের ভিতর কোনো কোর্-কাপ নাই।"

"তা' হ'তে পারে। কিন্তু তুই তা'র অত করিস্, অত মন যুগিয়ে চলিস্, তবুও ত তোর খোয়ার কর্‌তে ছাড়ে না। বড়দি' না হয়, তা'র সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করে, বট্‌ঠাকুরের সঙ্গেও তা'র বনে না। কিন্তু আমার, কি তোর সঙ্গে ত কখনও ঝগড়া বিবাদ হয় না। তবুও ত আমাদের উপর তা'র বাক্যবাণ কম্ বর্ষিত হয় না।"

"তা'তে রাগ দুঃখ কর্‌বার কি আছে মেজদি'? হিংসা ক'রে ঠাকুরপো ত আর আমাদের কিছু বলে না—যা' বলে, তা' আমোদ ক'রেই বলে।"

"ও আমোদের ভিতর অনেক মৎলব লুকান আছে। নিজে বিয়ে করবে না—কিন্তু ভাবটা এমনি জানায় যেন আমরাই শত্রুতা ক'রে ওর বিয়েটা হ'তে দিচ্ছি না।"

"তা' ত বুঝ্‌তে পারি না।"

"তুই এখনো ছেলে মানুষ—কি ক'রে বুঝ্‌বি বল্। আমাদের বয়স পা'—তবে ত সব বুঝ্‌বি, শিখ্‌বি। এ বাড়ীতে ঢুকে অবধি আমার হাড় কালি, মাস কালি হ'য়ে গেল। ভাগ্যে, বাবা মাসে মাসে কুড়ি টাকা ক'রে আমায় পাঠান, তাই খাবার পর্‌বার কষ্ট বুঝ্‌তে পারি না। না হ'লে তা'ও কপালে ঘট্‌ত।"

কথাটা বিনোদিনীর ভাল লাগিল না! মুখে কিন্তু সে কিছু বলিল না। ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাধবীও বিনোদিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে চপলার গৃহের দিকে চলিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী আপন কক্ষে একাকিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিল— "কেন এমন হয়! দশরথ তুল্য শ্বশুর, লক্ষ্মণ তুল্য দেবর, পরিজনবর্গও প্রিয়—তবুও এ সংসারে এমন অশান্তি কেন?"

দোষ কাহার? গৃহস্থের—না ভাগ্যের? বিনোদিনী তাহার স্বামীর নিকট শুনিয়াছে যে এ সংসারে সুখ শান্তি একদিন সবই ছিল। বড়বৌ দাসীর মত সংসারে খাটিত, শ্বশুর শাশুড়ীর আজ্ঞাবাহিনী ছিল—এক কথায়—কুলকামিনীর যেমন হইতে হয়, সে তেমনই ছিল। কিন্তু মাধবী এ সংসারে বধূরূপে আসিবার অব্যবহিত কাল পর হইতেই সে সকল বিধির ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে। অথচ 'মেজদিদি' ত আদৌ ঝগড়াটে নহে। তাহাকে কেহ কোন রূঢ়বাক্য বলিলেও সে তাহার উত্তর দিতে জানে না। তবে মেজদিদির উপরেই 'ঘরভাঙ্গা' দোষটা অর্পিত হয় কেন? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও বিনোদিনী কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিল না। ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া সে ভূমিতলেই শয়ন করিল।

অজিতকুমার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার আদরের বিনোদিনী ভূমিতলে পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া কি এক নিদারুণ বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। সে পত্নীর নিকট নিঃশব্দে যাইয়া তাহার মাথাটী তুলিয়া ডাকিল—"বিনোদ।"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। অঞ্চল দ্বারা অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে সে বলিল—"কেমন একটা ফিক-ব্যথা ধরেছে, তাই মাটিতেই শুয়ে পড়েছিলেম্।" অজিতকুমার ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়, কেমন ক'রে ফিক্-ব্যথা ধর্‌ল ?" বিনোদিনী বলিল—"ব্যথা ধরেছিল, এখন আর নাই।"

অজিত। আঃ বাঁচা গেল! তোমায় বারণ করি, যে এই কাহিল শরীরের উপর অত ব্রত উপবাস কর্‌বার আবশ্যকতা নাই। তা' তুমি শুন্‌বে কি ?

বিনোদিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অজিতকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগা তোমাদের সঙ্গে শিশিরের আবার কি ঝগড়া হয়েছে ? শিশির তোমাদের কি অ-কথা কু-কথা বলেছে ?"

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেমন চমকিত হয়, সেইরূপ চমকিতা হইয়া বিনোদিনী অর্দ্ধভগ্নস্বরে বলিল—"ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া! কবে ? কে বল্‌লে ?"

"কবে তা' জানি না। মেজ্‌দা বল্‌ছিলেন—শিশিরটা আবার পেজোমী আরম্ভ করেছে।"

শশব্যস্তা বিনোদিনী স্বামীর হস্ত দুইখানি আপন করপল্লবের মধ্যে স্থাপিত করিয়া অতি করুণভাবে বলিল—"না গো না, ঠাকুরপো ঝগড়া বিবাদের লোকই নয়; যা' বলে তা' আমোদ করেই বলে। মেজ্‌দি বুঝ্‌তে পারেন্ নাই বোধ হয়—তাই মনে করেছেন, ঠাকুরপো অ-কথা কু-কথা বলেছে।"

"কি ব্যাপারটা কি ?"

বিনোদিনী সেদিনকার তর্ক বিতর্কের বিষয় আদ্যোপান্ত স্বামীর নিকট প্রকাশ করিল। সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া—অজিতকুমার ক্ষুব্ধভাবে বলিল—"মেজবৌই দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশের মূল। বড়বৌটা গাধা। তা'কে যে যা' বুঝায়, সে তাই বুঝে। আর তাই বুঝেই বড়দাদাকে যা' তা' বলে—বড়দা'ও তাই শোনেন। মেজদা' ত মেজবৌএর ছাঁকা গোলাম্—বড়দা'ও প্রায় তাই। আঃ—কাট্‌-কুড়ুনী মাগীগুলোর কি প্রতাপ! হ্যাঁ বিনোদ, তুমি যে এখনও 'ঘর-ভাঙ্গানী' হও নাই?"

বিনোদিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অজিতকুমার বুঝিল—মুক্তাকাশে নিরুপদ্রবে ভ্রাম্যমানা বিহঙ্গিনী সংসার-অনভিজ্ঞা। তাহাকে জালবেষ্টিতা করিতে যাওয়া নিতান্ত নির্দ্দয়তার কার্য্য। অজিতকুমার আদর করিয়া বিনোদিনীকে বলিল—'আমি তামাসা ক'রে তোমাকে ও কথা বল্‌ছিলেম্, তুমি দুঃখ ক'র না।"

বিনোদিনী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—"দেখ, বাবার মনের অবস্থা বড়ই খারাপ হ'য়ে পড়ছে। তাঁ'কে সুখী করা যায় কেমন ক'রে?"

"সবই জানি বিনোদ; কিন্তু উপায় কি? চেষ্টা ত সাধ্যমতই করি। কিন্তু রাক্ষসীদের জ্বালায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর শিশ্‌রেটাও হয়েছে তেম্‌নি—ওটা যদি মানুষ হ'ত, তা' হ'লে কি বড়বৌ, মেজবৌ সংসারে এতটা অশান্তি ঘটা'তে পা'রত!"

বিনোদিনী, একথার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল—"এ সংসারে কেন এমন হয়!"

অজিতকুমার বলিতে লাগিল—"শুনেছ বিনোদ, তোমার ঠাকুরপোর বিয়ে? সে বাবার কাছে স্পষ্ট বলেছে, সে কিছুতেই বে করবে না।"

বিনোদিনী বলিল—"তা'ত ঠাকুরপো চিরকালই ব'লে আস্‌ছে। সেটা আর নূতন কি?"

"অন্য সময় হ'লে নূতন হ'ত না। কিন্তু এখন কন্যাপক্ষের সঙ্গে বাবা যে কথাবার্ত্তা সব স্থির ক'রে ফেলেছেন। এখন বেঁকে দাঁড়া'লে লোকসমাজে বাবার অপমান হ'বে।"

"তা' ঠাকুরপো বিয়ে করতে কেন চায় না বল দেখি?"

"সে বিষয়ে ত আমার সঙ্গে সে পরামর্শ করে নাই। তবে এই বুঝি যে সেটা তা'র একগুঁয়েমি। সে ভাব্‌ছে বোধ হয়, সংসারের ত এই হাল্‌চাল্। পরের মেয়ে গলায় ক'রে আবার একটা নতুন বিপদ জড়ান কেন?"

"তা' সে বুদ্ধিও ভাল!"

"তা' ভাল বৈকি। কিন্তু তা'তে যে বাবার মনে বড়ই কষ্ট দেওয়া হয়। তিনি বলেন, তাঁ'র বয়স হয়েছে; কবে বল্‌তে কবে তিনি কাশীবাসী হ'বেন। সব ছেলেরা সংসারী হয়েছে। শিশুরে হ'লেই তিনি নিশ্চিন্তমনে ভগবানের নাম করতে পারেন। শিশুরেটা ত কিছুতেই তা' বু'ঝবে না!"

বিনোদিনী আপন মনে ভাবিতে লাগিল—"এ সংসারে কেন এমন হয়! এমন সোনার সংসার কেন ভেঙ্গে পড়্‌ছে!"

ভৃত্য আসিয়া অজিতকুমারের হস্তে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া

গেল। তাহা পাঠান্তে অজিতকুমার চীৎকার করিয়া উঠিল— "শিশুরে সর্ব্বনাশ করেছে।"

পত্রখানি হস্তে লইয়া অজিতকুমার দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

বিনোদিনী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল – "এ আবার কি বিপদ!"

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

চপলা ও মাধবী "মুখোমুখী" হইয়া বসিয়াছিল। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই।

অনেকক্ষণ পরে মাধবী কহিল—"বড়দি', ভেবে আর কি হ'বে? বট্‌ঠাকুরকে বল, যা' কর্‌তে হয় তিনি কর্‌বেন।"

চপলা তাহাতেও কোন কথা কহিল না। মাধবী পুনরায় কহিল—"চুপ্ ক'রে রইলে যে?"

চপলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"কি আর কর্‌ব!"

"কি আর কর্‌বে কিগো? এইবেলা পুরুষ মানুষদের বল, তা'রা যা' হয় একটা উপায় কর্‌তে পার্‌বে। জিনিষগুলো ত কম টাকার নয় যে চুরিটা অগ্রাহ্যের মধ্যে ফেল্‌বে।"

"কিন্তু নিলে কে? আমার ঘরে চাকরবাকর ত বড় কেউ আসে না।"

"যে নিয়েছে, সেই জানে—আর ভগবান জানেন—কে নিয়েছে তা' যদি জানবেই, তা' হ'লে ত লেঠা চুকেই যেত।"

"এখন তাঁ'কে বল্‌তে গেলে তিনি ত চুপ্ করে থাক্‌বেন না। এখনই পুলিশ ফুলিশ এনে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড কর্‌বেন।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ তা' হলেই ত জিনিষটা বা'র হ'য়ে পড়্‌বে। তুমি ভারী নির্ব্বোধ বড়দি'। তা' না' হ'লে তুমি ছোট্‌ঠাকুরপোর কাছে অমন গাল মন্দ খেয়েও আবার কথা কও!"

"কই সে ত কখনই গালমন্দ দেয় না। আমি বরং তা'কে যা' ইচ্ছা তা'ই বলি।"

"তুমি নিজে ভাল, তাই কা'র কথা বড় গায়ে মাখ না। কেউ মন্দ বল্‌লেও তুমি মন্দ মনে কর না। ছোট্‌ঠাকুরপো কা'র উপর অত্যাচার না করে? আমাদের উপর যা' হয়, হাড়ী বাগ্‌দীর মেয়েদের উপরও তা' কেউ কর্‌তে সাহস করে না। ডাইনি, রাক্ষসী, বাঁদ্‌রী এসব গাল ত আমাদের অঙ্গের ভূষণ। আমরা না হয় ঘরের লোক, তাই সহ্য করি; পরে সইবে কেন? সেদিন আমার মা, বোন, ভাই ভা'জ এসেছিল। তা'দের উপরও মদ্দানিটা খুব ফলান হয়েছে। তোমার মাসীমার উপরও কি কম মদ্দানি হয়? তা'র কিছু খবর রাখ কি?"

"মাসীর" উপর শিশিরের অত্যাচারের কথা শুনিয়া চপলা একটু উত্তেজিতা হইয়া উঠিল এবং বলিল—"তা' বড় মিছে নয়, ছোঁড়া কা'কেও বাদ দেয় না।"

মাধবী মনে মনে হাসিয়া বলিল—"তবে আর বল্‌ছি কি। আমার বাবা একজন বড় উকীলের ডান্‌-হাত-বাঁ-হাত, তা' তুমি জান ত দিদি? তাই বাবুর বলা হয়,—আমার বাবা উকীলের দালাল। হুঁ, আবার কথায় কথায় বলা হয়, দালালের মেয়ে ঘরে এসে সংসারটা উচ্ছন্ন দিলে। কেন তোমাকেও যে বলে—ওটার ত্রিকুলে কেউ নেই, ওটা ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ে।—ওঃ বাবু যেন তেজচন্দ্র!"

"তা' বৈ কি!"

"তবে তুমি শিশির শিশির ক'রে অমন ন্যাকামি কর কেন?"

"করি কি সাধে ? কোলে পিঠে ক'রে যে ছোঁড়াকে মানুষ করেছি ! কাজেই ওর অত্যাচার একটু সহ্য করতে হয়।"

"সহ্যেরও একটা সীমা আছে ত ?"

"তা আছে বৈ কি।"

"তোমার আর তোমার মেজঠাকুরপোর দেখ্‌ছি এক ধাত। সব কথা বোঝ, সব কথা জান, অথচ কা'র মুখের উপর কিছু বল্‌তে পার না। তা'তেই এমন সব অঘটন ঘটে। তোমরা যদি ছোট ঠাকুরপোকে ভাল ক'রে শাসিত করতে, তা' হ'লে কি সে অত দুর্দ্দান্ত হ'তে পারত ?"

"আমরা শাসন করবার কে ভাই ? কর্ত্তা রয়েছেন—"

"ভালরে ভাল, উনিই ত ছেলেটির মাথা চিবিয়ে খেয়েছেন। আমার মা কি বাবা হ'লে অমন ছেলেকে পাঁশ পেড়ে কাটতেন।"

"মিছে নয়। কিন্তু ছোঁড়া লিখ্‌তে পড়্‌তে বেশ। সকলেই ত ছোঁড়ার লেখা পড়ার খুব সুখ্যাতি করে। তবে বুদ্ধি শুদ্ধি অমন কেন ?"

"অমন লেখা পড়ার মুখে ছাই। যা'র বুদ্ধি নাই, হিতাহিত জ্ঞান নাই, তা'র আবার লেখা পড়া কিসের ? বুদ্ধি বল্‌তে হয়, আমার ভায়েদের—মুখে একটু রা নাই।"

"তোমার ভাই কটা পাশ করেছে মাধু ?"

মাধবী সে কথার উত্তর দিল না।

চপলা দ্বারের পানে চাহিয়া বলিল—"সেজবৌ অত তাড়াতাড়ি আস্‌ছে কেন বল দেখি ?"

"ও বোধ হয় এতক্ষণে চুরির কথা শুনেছে। তাই তাড়াতাড়ি আস্‌ছে। না শুনে থাকে, ওকেও শুনিয়ে দাও না।"

বিনোদিনী গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতেই মাধবী বলিল ;—

"শুনেছিস্ সেজবৌ, বড়দিদির গয়নার বাক্স চুরি গিয়েছে ?"

বিনোদিনী অন্যমনস্কভাবে বলিল—"তা' যাক্। এদিকে আর এক সর্ব্বনাশ হয়েছে। ওঁকে চিঠি লিখে রেখে ঠাকুরপো, কোথায় যে চ'লে গিয়েছে—তা'র ঠিক্ ঠিকানা নেই—কি হ'বে বড়দি ?"

বিনোদিনীর কণ্ঠস্বরে দারুণ কাতরতা ছিল। চপলা তাহাতে একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যাইতেছিল। মাধবী চপলার গা টিপিয়া বলিল—"বড়দি', এতক্ষণে চুরিটার একটা সন্ধান পাওয়া গেল।"

চপলা, মাধবীর সঙ্কেত বুঝিতে পারিল। কিন্তু বিনোদিনী সে কথার অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শিশিরের গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া চপলা উৎকণ্ঠিতা হইল—কিন্তু মাধবীর মুখ দেখিয়া মনে হইল সে যেন সাতিশয় আনন্দিতা হইয়াছে।

## নবম পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্র একখানা মোটা চাদরে গাত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমার, অজিতকুমার এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। কাহারও মুখে সাড়া শব্দ নাই। গৃহ নীরব—নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কেবল নবীনচন্দ্রের মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস, কাতরতা ও হাহুতাশ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। সকলেরই মুখে গভীর বিষাদের ছায়া পতিত—সকলেই নির্ব্বাক—কোনো কথা কহিতে কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না।

তখন সূর্য্যালোক নিবিয়া গিয়াছে—অন্ধকারের ক্ষীণ ছায়া দিক্ দিগন্ত সমাচ্ছন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে পা বাড়াইতেছে। দুই একটা নক্ষত্র উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সূর্য্যাস্ত-সংবাদ সংগ্রহের তখন চেষ্টা করিতেছে; আর দুই চারিটা খদ্যোৎ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। কুলায় প্রত্যাগত, নবপল্লবাচ্ছাদিত নীড়ে, বিহগকুলের মধুর কাকলী তখন নীরব প্রায়—ঝিল্লীরবে সন্ধ্যা-সঙ্গীত তখন সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তখন দেবালয় ও গৃহস্থের গৃহ হইতে সন্ধ্যারাত্রির প্রথম শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে।

সনৎকুমার দুই তিনবার কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু

কিছুই বলিতে পারিল না। বহু চেষ্টার পর বিজড়িত স্বরে সে অবশেষে বলিল—"বাবা, সন্ধ্যার সময় একটু উঠে বসুন।"

পিতার কর্ণে সে কথা পশিল না। সনৎকুমার অজিতকুমারকে সঙ্কেত করিল। অজিত, পিতার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিয়া বলিল —"একটু উঠে বসুন্ না বাবা, সন্ধ্যা হয়েছে যে!"

স্বপ্নরাজ্য হইতে প্রত্যাগত আবিষ্টের মত নবীনচন্দ্র বলিলেন— "হাঁ উত্তর লিখে দিচ্ছি। লেখত গিন্নি—লেখত। তাই ত এ যে দারুণ অন্ধকার! লিখ্‌বেই বা কেমন ক'রে!"

বৃদ্ধের অসংলগ্ন বাক্যে সকলেই ভয় পাইল। ভৃত্য তখনও গৃহে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিয়া দিয়া যায় নাই। তাহাকে ডাকাইয়া গৃহে আলোক আনীত হইল।

আলোক দেখিয়া নবীনচন্দ্র উঠিয়া বসিলেন। চক্ষে তাঁহার পলক পড়িতেছে না। তিনি জানালার মধ্য দিয়া কাহাকেও যেন দেখিতেছেন, কাহারও যেন আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অজিতকুমার ডাকিল—বাবা!

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—হাঁ, পড়্‌ত রে চিঠিখানা—আবার পড়্‌ত রে!

অজিতকুমার পত্র পাঠ করিতে লাগিল—

রেলওয়ে ষ্টেশন, মঙ্গলবার।

ছোড়্‌দা,

তোমরা যখন এই চিঠিখানা পাইবে, তখন আমি অনেক দূরে যাইয়া পড়িব। সুতরাং আমাকে অন্বেষণ করা তোমাদের বৃথা হইবে।

কোথায় যাইতেছি, তাহা আমি নিজেই জানি না। স্রোতের কুটার মত যেখানে ঠেকিব, সেইখানেই আশ্রয় লইব। আমি যে বাবাকে ও তোমাদের সকলকে ছাড়িয়া যাইতেছি—তাহার জন্য আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। কিন্তু কি করিব—উপায় নাই। আমার গৃহত্যাগের কারণ তোমরাও যে না বুঝিবে এমন নহে। অতএব সে কথার পুনরুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

যে বাটীতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, সে বাটীতে আমি সন্ন্যাসী সাজিয়া গিয়াছিলাম। তাহাদের বলিয়া আসিয়াছি যে তাহাদের কন্যার সহিত যেন কোনও মতে শিশিরকুমারের বিবাহ না হয়—হইলে কন্যাকে বাল-বিধবা হইতে হইবে। কথাগুলি এমনি ভাবে তাহাদের বলিয়াছিলাম যে তাহারা তাহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহারা আপনারাই এ বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবে। অতএব পিতৃদেবের মর্য্যাদা হানি হইবার আর কোনো আশঙ্কা নাই। ইহাতেই আমার সুখ।

আশা করি, আমার গৃহত্যাগে তোমাদের সংসারে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আরও আশা করি, বৃদ্ধ পিতার সেবার ক্রটী হইবে না। আমি অকৃতী ও অধম—পিতৃসেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম। স্নেহময় পিতৃদেব যেন আমায় ক্ষমা করেন। আমি তোমাদের সংসারের মঙ্গলার্থে জরাভারাক্রান্ত পিতা, জন্মভূমি এক মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিলাম। পিতৃচরণোদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। তুমি, বড়্দা, মেজ্দা, বৌদি', বগী প্রভৃতি আমার শেষ প্রণাম জানিবে ও অন্যান্য সকলকে জানাইবে। সমবয়স্কদিগকে

স্নেহালিঙ্গন, কনিষ্ঠদিগকে স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবে। 'সেজ' যেন আমায় মাঝে মাঝে মনে করে।

ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইয়াছে—বিদায়।

হতভাগ্য—শিশির।

যতক্ষণ অজিতকুমার পত্রপাঠ করিতেছিল, বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র ততক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। পত্রপাঠ সমাপ্ত হইতেই তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"বাছা আমার সংসারের মঙ্গলের জন্যই সংসারের মায়া কাটা'ল—অভিমানে আমাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চ'লে গেল। উঃ—বাবা শিশির রে—"

বৃদ্ধের মুখ হইতে আর কোনো কথা নির্গত হইল না। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

অশ্বিনীকুমার বালকের মত ক্রন্দন করিয়া উঠিল—অন্যান্য সকলে ব্যস্ততা সহকারে বৃদ্ধের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

## দশম পরিচ্ছেদ

পুষ্করিণীর চাতালে বসিয়া চপলা ও মাধবী কথোপকথন করিতেছে। চাতালের নিম্নে একটা চওড়া সিঁড়িতে কতকগুলি উচ্ছিষ্ট বাসন পড়িয়া আছে। ঘাটের উত্তর পার্শ্বে আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থানে একটা পিঙ্গলবর্ণ বৃহদাকারের দেশী কুক্কুরী ভুক্তাবশিষ্ঠ অন্ন ও রোহিত মৎস্যের কাঁটা প্রভৃতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিতেছে। দুই একটা নির্ভয়প্রকৃতি-বায়স কুক্কুরীর মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় এক একবার ভোক্তার অতি সন্নিকটে নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছে। কিন্তু কুক্কুরীর গর্জ্জন শুনিয়া তাহারা হটিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। কিছুতেই যখন দুই এক দানা অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন বায়সের দল উড়িয়া ক্ষুন্নমনে আম্রশাখার উপরে গিয়া বসিল। তবে তাহাদের মধ্যে যেটি বিশেষ সাহসী, সেটি কেবল এক একবার বুক্ ফুলাইয়া গ্রীবা বক্র করিয়া কুক্কুরীর পৃষ্ঠদেশে বসিয়া কা-কা রবে আপন বীরত্ব জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কিন্তু কুক্কুরীর ঘন ঘন লাঙ্গুল-সঞ্চালন এবং মুখ-ব্যাদানের ঘটা দেখিয়া দুঃসাহসী বায়সরাজকেও ভীতি-বিহ্বল হইতে হইল। বায়সরাজ বোধ হয় কোনও কালে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। 'যঃ পলায়তি, স জীবতি' ভাবটা বায়স মস্তিস্কে উদয় হইতেই সে শূন্যমার্গে উড়িয়া গেল। কুক্কুরীটা লম্ফ প্রদান

করিয়া বায়সরাজকে ধরিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু তাহাতে সে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

বেলা তখন তিনটা। প্রথম আশ্বিনের সুখদ রৌদ্রকিরণ অত্যুচ্চ তিন্তিড়ী বৃক্ষের ঘন পত্রাবলীর ফাঁক দিয়া চপলা ও মাধবীর মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। চক্ষের উপর রৌদ্র পড়ায় মাধবী হস্তে ঢাকিয়া তাহা নিবারণের চেষ্টা করিতেছিল। তাহাতে তাহাকে অতিশয় সুন্দরী দেখাইতেছিল। এই সৌন্দর্য্য মাখিয়াও তাহার অন্তরের কলঙ্ক মুছিয়া যায় নাই। সে চপলাকে কহিল—

"আমি আর তোমাকে কত বুঝা'ব! বুঝিতেছ না, গোপালের বেড়া'তে যাবার সখ্ হ'য়েছে, তাই সে তোমার গহনাগুলি নিয়ে সটান স'রে পড়েছে। গহনাগুলিতে তা'র পথ-খরচ অনেক দিন চল্‌বে।"

চপলা গম্ভীরভাবে বলিল—"আমি শিশিরের সম্বন্ধে সব বিশ্বাস কর্‌তে পারি মেজবৌ; কিন্তু ঐটে বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। শিশির দুরন্ত হ'তে পারে—কিন্তু চোর নয়।"

"ঐ বিশ্বাসেই ত সে তোমার মাথা খেয়েছে। ভাল, একবার পুরুষদের ব'লেই দেখ না। অতগুলা জিনিস—থামকা থামকা যা'বে!"

"যায়, আর কি কর্‌ব বল? শিশিরকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। সে যদি একটা অন্যায়ই ক'রে থাকে, তা' হ'লেই বা আর কি কর্‌ছি বল?"

মাধবী, ঘৃণা ও বিরক্তির হাসি কোমলতার আবরণে ঢাকিয়া বলিল—

"হঠাৎ তা'র উপর এতটা দয়া হ'ল কেন? যখনই সে কোন অন্যায় ব্যবহার করেছে, তখনই ত তুমি তা'কে তিরস্কার কর্‌তে ছাড় নাই। আজ আবার একি ঢং ধর্‌লে?"

উত্তেজিত স্বরে চপলা কহিল—"শিশির যে তিরস্কৃত হ'ত সে তোমারই পরামর্শে। আমি ইচ্ছা ক'রে কখনও তা'কে কিছু বলি নাই। শিশিরকে আমি পুত্রাধিক স্নেহ কর্‌তেম। তুমিই তা'র উচ্ছেদ ক'রে দিয়েছ—তা' কি জান না?"

মাধবী স্থির হইয়া চপলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চপলা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল—

"সে আমার এখন চক্ষের অন্তরালে। তাহার শৈশবের হাসি, শৈশবের খেলাধূলা, শৈশবের উচ্ছৃঙ্খলতা সব একে একে আমার মনে পড়্‌ছে। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। আর আমায় কিছু বলিস্ নি মেজবৌ। তোর কথা আর আমি কিছু শু'নব না।"

মাধবী দেখিল, তাহার মন্ত্রৌষধি ব্যর্থ হইয়া যায়। সে তাড়া-তাড়ি বলিল—

"আমি যা' করেছি, যা' বলেছি, তা' তোমারই ভালর জন্য। তুমি যদি তা' বুঝ্‌লে না, আর আমি কি করব, !—আমারই অদৃষ্ট মন্দ!"

এই বলিয়া অনুনাসিক স্বরে মাধবী ফোঁপাইতে লাগিল। নয়নজলে তাহার বয়ান ভাসিয়া গেল।

মাধবীর দক্ষিণ হস্তখানি চপলা আপনার বামহস্তের মধ্যে

চাপিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে রোদনাতুরার চিবুক নাড়িয়া আদর করিয়া বলিল—

"আমি ত তোকে কোন শক্ত কথা বলি নাই মেজবৌ।"

মাধবীর অশ্রুপ্রবাহ সে আদরে থামিল না—বরং বাড়িল। সে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—

"যা'র জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর।"

সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া চপলা কহিল—"ভাল, তোকে আর কিছু বল্‌ব না মাধু।"

ঠিক্ সেই সময়ে একটা ক্ষুদ্র পক্ষী করুণবিলাপে 'চ'খ গেল, চ'খ গেল' রবে আকাশ প্রান্তর কাঁপাইয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

চপলা মাধবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিল—"তা' হ'লে গহনা চুরির কথা ওঁর কাছে বল্‌ব নাকি?"

মাধবী উদাসীন ভাবে বলিল—"সে তোমার ইচ্ছা।"

"এখন বলিই বা কেমন ক'রে বল্? বাড়ীতে এই বিপদ! কর্ত্তার এখন অসুখ!"

"সে তোমার ইচ্ছা।"

"বলি, ভেবে চিন্তে ত একটা কিছু বল্‌তে হ'বে?"

"সে তোমার ইচ্ছা।"

"এ ত ভাল ইচ্ছায় পড়া গেল দেখ্‌ছি!"

মাধবী চুপ করিয়া রহিল।

"কি হয়েছে, মেজদি"—বলিয়া বিনোদিনী মাধবীর পার্শ্বে

আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও মাধবীর চক্ষে জল, বদনমণ্ডলে কাতরতা প্রকাশ পাইতেছিল।

বিনোদিনী ভাবিল, তাহার "ঠাকুরপোর" জন্য বোধ হয় মেজদি' নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সে মাধবীকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চপলাকে কহিল—

"বড়দি,' বাবার অসুখ যে বড় বেশী বেড়েছে!"

চপলা। তা' জানি। কাছে এখন কে আছে রে?

বিনোদিনী। বট্‌ঠাকুরঝি, ছোট্‌ঠাকুরঝি দু'জনেই আছেন।

চপলা। আর কেউ নাই?

একটি ছোট্ট 'না' বলিয়া বিনোদিনী তাহার হস্তস্থিত বাসনগুলি চাতালের উপর রাখিল। বাসনগুলি রাখিয়া অতি কাতরভাবে সে বলিল—

"কি হ'বে বড়দি—ঠাকুরপোর জন্য ত বাবা একবারে অস্থির হ'য়ে পড়েছেন। আবল্ তাবল্ বক্‌ছেন, আর ঠাকুর-পোর নাম ধ'রে কাঁদ্‌ছেন।"

চপলা। তা'ত হ'বেই বোন। আমাদেরই বলে কি হচ্‌ছে তা'র ঠিক্ নেই।

বিনোদিনী সে কথায় যেন সন্তুষ্ট হইল না। সে মাধবীর দিকে কাতরভাবে চাহিয়া আবার বলিল—

"মেজদি,—কি হ'বে মেজদি?"

মাধবী ক্ষীণ করুণস্বরে কহিল—"ছোট্‌ঠাকুরপো রাগ ক'রে গেছে, আবার ফিরে আস্‌বে। তোর ভয় কি—কর্ত্তা আবার সেরে উঠ্‌বে।"

মাধবী শ্বশুরকে কখনো "বাবা" বলিত না। শুনিতে পাওয়া যায় মাধবীর মাতাঠাকুরাণী তাহা বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যবতী কন্যা মাতৃ-আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। চপলা প্রথমে শ্বশুরকে 'বাবা' বলিয়াই ডাকিত। মাধবীর নিকট হইতে শ্বশুরকে সে কর্ত্তা বলিতে শিখিয়াছে।

চপলা বলিল—"কর্ত্তার বায়ুরোগ হয়েছে। ওঁর কাছে শুনেছি, ডাক্তারেরা বলেছে, ভয়ের কোনো কারণ নাই।"

মাধবী। ভয় আবার কি ?

বিনোদিনী সে কথায় যেন কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইল। সে বলিল—"তা'ই হ'ক দিদি, তা'ই হ'ক। আমার কিন্তু বড় ভয় করছে—কি জানি কেন ? ঠাকুরপো যদি না ফিরে আসে !"

মাধবী। তোর সবেতেই ভয়। অমন বয়সে ছেলে ছোক্‌রারা অনেকেই বাড়ী থেকে পালায়! বিশেষ বিয়ের সময়। মদ্দরা ভারী বীর। বীরেরা কিন্তু আবার ফিরেও আসে, আবার বিয়েও করে, আবার বউগুলোর ভেড়োও হয়। একজনের কথা শুনিস্ নি। বিয়ের নাম শুনে, তিনি নাকি কালাপাণিতে ঝাঁপ্ দিতে গিয়েছিলেন। আবার ফিরেও এলেন, আবার বিয়েও করলেন। পুরুষগুলোর দশাই ঐ।

এই দারুণ দুঃখের সময় মাধবীর এই কথাগুলা বিনোদিনীর একটুও ভাল লাগিল না। বাসনগুলি জলে ভিজাইয়া ছাই দিয়া সে মাজিতে বসিল। চপলাও বিনোদিনীর কার্য্যের অনুসরণ করিল।

মাধবী তাহার 'বেলফুল,' 'চামেলী', 'গঙ্গাজল', 'দেখন-হাসি' প্রভৃতি আসিতেছে দেখিয়া তাহাদের দিকে চলিয়া গেল।

চপলা ও বিনোদিনী আপনাপন কার্য্য সারিয়া, বাসনগুলি লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। বিনোদিনী, মাধবীর বাসনগুলিও মাজিয়া লইয়া যাইতে ভুলিল না। এরূপ কার্য্য বিনোদিনীকে প্রায়ই করিতে হয়। বিনোদিনী তাহাতে অসন্তুষ্টা নহে।

মাধবী নানা ভণিতা করিয়া তাহার সখীবৃন্দের নিকট দেবরের পলায়নসংবাদ ও তদ্ধেতু কর্ত্তার শোকের কথা বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞাপিত করিল। শিশিরকুমার যাইবার সময় 'বড়দি'র বাক্স ভাঙ্গিয়া যে কতকগুলা গহনা গাঁটুরি বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, সে কথাও বলিতে মাধবী ভুলে নাই। সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে রাষ্ট্র হইল, "নবীনচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র শিশিরকুমার তাহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়া পলাতক হইয়াছে। পুলীশ হইতে শীঘ্রই তাহার নামে "হুলিয়া বাহির হইবে।"

একথা যে প্রচার করিল, তাহার নাম প্রকাশ হইল না। হিংসা নিন্দা ও গ্লানির সহস্র জিহ্বা, নিরুদ্দিষ্ট শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে অসংখ্য জনরব সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে জনরব, শয্যা-শায়ী বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রের কর্ণেও পৌছাইয়াছিল। বৃদ্ধের কাতরতার আর সীমা রহিল না।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

বালুকাময় বেলাভূমে বসিয়া একটী যুবক সমুদ্রের ভীম-ভীষণ-নিনাদ শ্রবণ করিতেছিল। সম্মুখেই অপার জলধি। নীল-সিন্ধুর ঊর্ম্মিময়, ফেণময় নৃত্য উল্লম্ফন দেখিয়া যুবক ভাবিতেছিল, ঐ অনন্ত বারিধির ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে কত দূর দূরান্তরে যাইতে পারা যায়! কিন্তু তাহা ত আত্মহত্যা! যদি আত্মহত্যা করিতে হয়, তবে ত তাহার অনেক উপায় ছিল। সমুদ্রবক্ষে পড়িয়া সে কার্য্য করিতে হইবে কেন?

তখন ঊষা—তপনদেব স্বর্ণথালার আকার ধারণ করিয়া লম্ফে লম্ফে যেন সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছেন। একটু দূরে মেঘমালা, পর্ব্বতমালার ন্যায় নিশ্চলভাবে জমাট বাঁধিতেছিল—আর দুই চারি খণ্ড মেঘ একত্রিত হইলে সূর্য্যদেবকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিবে।

'লুণিয়া' বালক ও যুবকেরা তখন জাল স্কন্ধে করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর হইতে বাহির হইতেছে। কেহ কেহ বা তাহাদের 'বোট' বংশখণ্ডে ঝুলাইয়া টানাটানি করিয়া জলে ভাসাইতেছে। তখন প্রাতঃসমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে—সমুদ্রের বর্ণ তখনও ধূসর হয় নাই, স্নানার্থীগণ তখন সমুদ্রের 'ঢেউ খাইতে' ভয় পাইতেছে না—কেবল স্ত্রীলোকেরা সমস্ত দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া বালুময় 'গোস্পদ' জলের উপর "উপুড়" হইয়া পড়িয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। ইঁহাদের ধারণা—সে প্রদেশস্থ সমুদ্রের ঢেউ খাইলে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

যুবক যে স্থানে বসিয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল, তাহার অনতি-দূরেই ‘স্বর্গদ্বার।’ স্বর্গদ্বারে লোকের ভীড়, হুড়াহুড়ি, ডাব্ ছোঁড়া, মন্ত্র পাঠ, পাণ্ডাগণের চীৎকার, উপদ্রব প্রভৃতি দেখিয়া সে ভাবিল—এই ত স্বর্গদ্বার! এখানে স্নান করিলে না কি মহাপাতক খণ্ডন হয়! একবার চেষ্টা করিব নাকি? কিন্তু কি হইবে!—আমার মনে যখন শান্তি নাই, সুখ-শান্তির আশা নাই, তখন স্বর্গদ্বারে স্নান করিয়া আমার কি লাভ?”

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে যুবক নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গও তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। তাহার নয়ন মুদ্রিত—যেন সমাধিস্থ। সমুদ্র গর্জ্জনেও সে সমাধি ভঙ্গ হইল না। যুবক অন্যমনে ভাবিতেছিল—“এ আমি কি করিলাম! পিতা আমায় না দেখিয়া কি আর বাঁচিয়া থাকিবেন! এ মহাপাপ আমি কেন করিলাম? একটু সহ্যগুণ থাকিলে, পিতৃ-সেবা হইতে ত বঞ্চিত হইতাম না। পিতৃসেবা করিয়া পিতাকে ত সুখী করিতে পারিতাম। দুর্ব্বুদ্ধি বশে এ আমি কি করিলাম!”

ভাবিয়া ভাবিয়া যুবক ভাবনার কূল-কিনারা পাইল না। চিন্তার স্রোতে পড়িয়া সে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। তখন বেলা একটু বাড়িয়াছে।

অনেক লোকেই যুবককে সেই অবস্থায় দেখিয়া চলিয়া গেল। কেহই যুবকের সংবাদ লইল না। এ সংসারে দুঃখীর সংবাদ কয়জনই বা লইয়া থাকে? যিনি তাহা লইয়া থাকেন, তিনি দেবতা। কিন্তু সংসারে দেবতা কয়জন?

দণ্ড কমণ্ডলুধারী গৈরিকবস্ত্র পরিধৃত এক সন্ন্যাসী যুবকের নিকটে আসিয়া অতি ধীর, অতি শান্ত স্বরে ডাকিলেন—"বাবা!"

সচকিত যুবক চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে এক সন্ন্যাসী। সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

"নমঃ শিবায়" বলিয়া সন্ন্যাসী যুবককে বলিলেন—"তুমি—"

"আমি বিদেশী—নিরাশ্রয়।"

"তাহা বুঝিয়াছি। আমার সঙ্গে এস, আশ্রয় পাইবে।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত যুবক সন্ন্যাসীর অনুগমন করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই।

পাঠকেরা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই যুবকই শিশির-কুমার। সে বাটী ত্যাগ করার পর জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়াছে। ভ্রমণ করিতে করিতে শিশিরকুমার সমুদ্রতীরে আসিয়া পড়িয়াছে—তাহার পর মহাপুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ। বিপন্ন শিশির-কুমারকে মহাপুরুষ অযাচিত ভাবে আশ্রয় দান করিলেন। মহাপুরুষের ধর্ম্মই এই।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনশন ও অর্দ্ধাশনে কোনোমতে চারি দিবস অতিবাহিত করিয়া শিশিরকুমার মহাপুরুষের আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছে। অনাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আর সে রূপ নাই, সে মাধুর্য্য নাই, সে উৎসাহ নাই, সে চাঞ্চল্য নাই—সে এখন অতি দীন, অতি মলিন!

সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষের আশ্রম কতকটা তপোবনের মত—লোকালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া মহাপুরুষ শিশিরকুমারকে একখানা অজিনাসন দেখাইয়া দিলেন এবং কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ফলমূলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনেকগুলি শিষ্য ও শিষ্যা সেই আশ্রমে বাস করিত; তাহারা সাদর সম্ভাষণে শিশির-কুমারকে আপনাদের সঙ্গী করিয়া লইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহই শিশিরকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল না বা কেহ কাহারও পরিচয় দিল না।

আশ্রমে কতকগুলি মৃগশিশু খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা শিশিরকুমারকে দেখিয়া একটু যেন ভয় পাইল; কিন্তু অচিরেই তাহাদের সে ভয় দূর হইল। আশ্রমে কতকগুলি গাভী আছে, পক্ষী আছে, পারাবত আছে, পাঁচ সাতটা মার্জ্জার আছে, একটা কৃষ্ণ ও একটা লোহিত বর্ণের সর্প আছে। তাহারা একসঙ্গে আহার করে, খেলা করে ও নিদ্রা যায়—কেহ কাহারও হিংসা

করে না। তাহাদের মধ্যে কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিলে সে আহার-সুখ ত্যাগ করিয়াও মহাপুরুষের নিকট ছুটিয়া আসে। উচ্চ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় দু-পাঁচটা শাখা-মৃগও বাস করে। সময়ে সময়ে তাহারা নিম্নে অবতরণ করিয়া সেই খেলায় যোগ দেয়। চারি পাঁচটী শিবাও সে আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছে, দুই তিনটা কুকুরও তথায় আছে। তাহারা সকলেই অহিংস্র। এই ব্যাপার দেখিয়া শিশিরকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল।

আশ্রমবাসীরা আশ্রমের নানা স্থানে বসিয়া কেহ গল্প করিতেছে, কেহ স্তোত্র পাঠ করিতেছে, কেহ বা পশু পক্ষীদের আহার করাইতেছে, কেহ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছে, কেহবা তাহা শ্রবণ করিতেছে, কেহ খেলা করিতেছে, কেহ পূজা করিতেছে, কেহ ধ্যানে মগ্ন, আর কেহ কেহ বা সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট বটবৃক্ষ-তলে চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে কোন্ দিক দিয়া যে সে দিনটা কাটিয়া গেল, শিশিরকুমার তাহা জানিতে পারিল না। সন্ধ্যাসমাগমে আশ্রমবাসিগণ সকলে একত্রিত হইয়া মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে শিবস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল। শিশির-কুমারও তাহাতে যোগদান করিল। আনন্দধারায় শিশিরকুমারের হৃদয় পরিপ্লুত হইল।

সন্ধ্যা বন্দনাদির পর যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল, শিশিরকুমারও তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া—ভোজনাদির পর শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মহাপুরুষ ধীরে ধীরে আসিয়া শিশিরকুমারের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শশব্যস্ত শিশিরকুমার

আশ্রয়দাতাকে সম্মুখীন দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ মৃদু হাস্য করিয়া শিশিরকুমারকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। শিশিরকুমার সে আজ্ঞা পালন করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মহাপুরুষ পুনরায় তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন—শিশিরকুমার একটু দূরে বসিল।

মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন—"মানুষের মন বড়ই চঞ্চল। কখন যে কি প্রকারে, কি ভাবে, কি ঘটনায়, উত্তেজিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মানুষের এত মায়া, এত মোহ, তথাপি আবশ্যক হইলে তাহারা অতি প্রিয়জনকেও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ঘটনাচক্র এমনই রহস্যজনক।"

মহাপুরুষের কথা শ্রবণ করিয়া শিশিরকুমারের হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। প্রশান্ত সরোবরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, তাহা যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়, শিশিরকুমারের হৃদয়-সরোবরও মহাপুরুষের বাক্যরূপ লোষ্ট্রাঘাতে সেইরূপ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। শিশিরকুমার ভাবিতে লাগিল—"ইনি কি সর্ব্বজ্ঞ ?"

মহাপুরুষ পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"সংসার মায়ার। মায়া ত্যাগ করা কি সহজ ব্যাপার! জীব যতই মায়াপাশ হইতে তফাৎ হইবার চেষ্টা করে, ততই তাহাতে আকৃষ্ট হয়, কি বল বৎস ?"

শিশিরকুমার অনন্যমনে আপনার কথাই ভাবিতেছিল। মহাপুরুষের সম্বোধনে সে ভীত ও চকিত হইয়া পড়িল। "হাঁ",

"না" কিছুই বলিতে পারিল না—ভয়গ্রস্ত শিশুর মত সে কেবল মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া একটী হরিণশিশু ও একটী সর্প সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্প দেখিয়া শিশিরকুমার পিছাইয়া বসিতেছিল। মহাপুরুষ বলিলেন, "ভয় নাই, আশ্রমে থাকিয়া উহারা ক্রোধ হিংসা ভুলিয়াছে।"

শিশিরকুমার তথাপি যথেষ্ট সাহসের সহিত সর্পের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া মহাপুরুষ কৌতুকানুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে মৃদুহাস্য করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। হরিণ-শাবক ও সর্পটী তাহাদের প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া গেল।

শিশিরকুমার বসিয়া বসিয়া মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তির বিষয় ভাবিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তাহার বৃদ্ধ পিতার স্নেহের আহ্বান তাহার কর্ণে বাজিতেছিল। যুবক তখন আত্মহারা।

ভাবিতে ভাবিতে সে তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িল। তন্দ্রাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিল, নানা বিপদ জালে জড়িত হইয়া তাহার পিতৃদেব নিঃসহায় অবস্থায় একটী ক্ষুদ্র রুদ্ধ গৃহে পড়িয়া আছেন, আর 'বগীর' পিতা যেন তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নীলামের ডাকে সিকি মূল্যে খরিদ করিয়া লইতেছে। 'বগীও' তাহার পিতার সঙ্গে আছে—বিষয় হস্তগত করিয়া সে যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে! 'বগীর' পশু-প্রকৃতি পিতা 'বগীকে' যেন পরামর্শ দিতেছে—"তোর বুড়া শ্বশুরটার গলা টিপিয়া মারিয়া ফ্যাল্। আর পারিস্ ত শিশির-টাকেও একটু বিষ খাওয়াইয়া দে।"

ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া শিশিরকুমার "বাবা বাবা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যখন সে জাগ্রত হইল, তখন সে দেখিল, বৃষস্কন্ধ আজানুলম্বিতবাহু সমুন্নত গৌরবর্ণ মহাপুরুষ, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভয় দিতেছেন। শিশিরকুমার ছুটিয়া আসিয়া মহাপুরুষের বাহুদ্বয়ের মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিল।

সে মহাপুরুষ আর কেহই নহেন—শিশিরকুমারের আশ্রয়দাতা।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন দেখিয়া অবধি শিশিরকুমার পিতার জন্য নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে আর একস্থানে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না, কাহারও সহিত তাহার আর কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল লাগে না, তপোবনের সৌন্দর্য্য-সুধাও তাহাকে আর পরিতৃপ্ত করে না। সকল বিষয়েই সে উদাসীন, সকল বিষয়েই তাহার নৈরাশ্য। অথচ বাটী ফিরিয়া যাইতেও তাহার প্রবৃত্তি নাই। এরূপ স্থলে সে যে কি করিবে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না।

এইরূপে শিশিরকুমার মহাপুরুষের আশ্রমে দুই সপ্তাহ কাটাইল। পাঁচজনের সহিত কথাবার্ত্তায় দিনটা তাহার একপ্রকারে কাটিয়া যায়—কিন্তু রাত্রি আর কিছুতেই কাটে না। সে একাকী বসিয়া চিন্তা করে, পিতার জন্য ব্যাকুল হয়—নিদ্রাবস্থায় পিতাকে স্বপ্ন দেখে, আর তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করে। বাটী ফিরিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা—কিন্তু অভিমান তাহাকে ফিরিতে দিতেছে না। শিশিরকুমার মহা সমস্যায় পড়িল।

তপোবনের অন্যান্য সকলের নিকট এখন সে পরিচিত। কিন্তু কাহারও সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে সে বড় একটা আবদ্ধ নহে। সে নির্জ্জনে বসিয়া একা একাই ভাবে, একা একাই হা হুতাশ করে, একা একাই অশ্রুজল ফেলে। তাহার দুঃখের ভাবটা, তাহার

আশ্রয়দাতা ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে; কাহাকেও বুঝিতে দেওয়াও শিশিরকুমারের ইচ্ছা নহে।

মহাপুরুষ আজ তিনদিবস কাল আশ্রমে নাই। তিনি কোনও কার্য্যোপলক্ষে কোনও দূরদেশে গিয়াছেন। মহাপুরুষের অদর্শনে শিশিরকুমার অধিকতর কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

আশ্রমরক্ষার ভার মহাপুরুষ এক বিজ্ঞ শিষ্যের উপর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমের কার্য্য সুচারুভাবেই চলিতেছে।

শিষ্যের নাম শিবানন্দ। শিবানন্দ তাম্রবর্ণ অনতিদীর্ঘ পুরুষ। তাঁহার শরীরে তেজ প্রকাশমান, মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন—অথচ সরল, উদার। শিবানন্দ আসিয়া শিশিরকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আহারাদি বিষয়ে তোমার কোনও অসুবিধা হইতেছে না ত?"

"আজ্ঞে না" বলিয়া শিশিরকুমার শিবানন্দকে অভিবাদন করিল।

"কিন্তু তোমার শরীর বিশুষ্ক হইতেছে কেন?"

শিশিরকুমার তাহার কোনও উত্তর করিল না। যে স্থানে একটী হরিণশিশু তাহার মাতার অঙ্গলেহন করিতেছিল, শিশির-কুমার সেই দিকে তাকাইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শিবানন্দ বলিলেন—"এ আশ্রমে আসিলে কেহই নিরানন্দ থাকে না; তুমি নিরানন্দ কেন ভাই?"

"আজ্ঞে না" বলিয়া অপ্রতিভ শিশিরকুমার ভাবভঙ্গী দ্বারা আনন্দ প্রকাশের চেষ্টা করিল। শিশিরকুমারের সে অপ্রতিভাবস্থা

দেখিয়া শিবানন্দ তাহাকে আর কোনও কথা বলিলেন না। তিনি নিকটে থাকিলে পাছে শিশিরকুমার অধিকতর অপ্রতিভ হয়, এইজন্য শিবানন্দ সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"শ্যামলাকে পাঠাইয়া দিতেছি; সে তোমার কাছে বসিয়া গল্প-সল্প করিবে।"

শ্যামলা আশ্রমবাসিনী বালিকা। বয়স আট বৎসর মাত্র। সে যখন চারি বৎসরের শিশু, সেই সময়ে মহাপুরুষ তাহাকে বনমধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত সে এই আশ্রমেই আছে।

শ্যামলা ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া কুৎসিতা নহে। তাহার শরীরের গঠন ও মুখাবয়ব বড় সুন্দর। কেশগুচ্ছ কোঁকড়া কোঁকড়া—মাথার উপর যেন ঢেউ খেলাইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলে, ভক্তের চক্ষে তারা-মূর্ত্তি প্রতিভাত হয়। এতক্ষণ বলিতে ভুল হইয়াছে—মহাপুরুষ শক্তি মন্ত্রের উপাসক।

শ্যামলার সহিত শিশিরকুমারের এই কয়েক দিনের মধ্যে বেশ ভাব হইয়াছিল। শ্যামলা শিশিরকুমারকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শ্যামলা আসিয়া শিশিরকুমারকে বলিল—"দাদা তুমি ভারী দুষ্টু; রাত দিন ব'সে ব'সে কাঁদ, রাত দিন ব'সে ব'সে ভাব—কেন বল দেখি?"

"দূর পাগ্‌লী—কে বল্‌লে?"

"হুঁ, আমি শিবুদার কাছে শুনেছি।"

"তা' বেশ করেছিস্, এখন একটা গল্প বল্।"

"আমি ত গল্প জানি না—সে কথা ত তুমি জান। তবে গল্প বল্‌তে বলছ যে!"

"ভুল হয়ে গেছে—আচ্ছা শোলক্ বল্।"

"শোলক্, শুনবে—আচ্ছা বল্‌ছি শোন। নাঃ—তা'ও বল্‌ব না। তুমি ভারী দুষ্ট—দুষ্ট দাদাকে আমি কিছু বল্‌ব না।"

"না দিদি, আর আমি দুষ্টুমি কর্‌ব না, তুই তোর শোলক্ বল্—আমার ভারী মিষ্ট লাগে।"

"হুঁ, আচ্ছা দাদা, তোমার বাড়ী কোথায়, তুমি এখানে একলা কেমন ক'রে এলে?"

"তুই কেমন ক'রে এলি?"

"তা' জানি না—আমি যে ছোট। কিন্তু তুমি ত বড়। বল না দাদা, তোমার কথা বল না।"

শিশিরকুমার, বালিকার কথায় মহাসমস্যায় পড়িল।

শ্যামলা আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"হ্যাঁ দাদা, তোমার বাপ মা আছে! আমার কেউ নেই—আমি একা?"

শিশিরকুমার এবারও কথার কোন উত্তর করিল না; বালিকা আপনমনে বলিতে লাগিল—

"হুঁ—বুঝেছি, তোমারও কেউ নেই, তুমি আমারই মত। যা'র কেউ নেই, তা'রাইত ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পায়—পায় না দাদা?"

শিশিরকুমার এইবার কথা কহিল। বলিল—

"ঠাকুর কে শ্যামলা ?"

শ্যামলা শিশিরকুমারের কথায় আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—"ঠাকুর কে! ঠাকুর—ঠাকুর! ঠাকুর আবার কে গো!"

"তুই ঠাকুর দেখেছিস্ ?"

"হুঁ, সে দিনরাত আমার সঙ্গেই আছে—আমার বুকের মাঝ-খানেই আছে। এই দেখ না, নড়্‌ছে—দেখ না। দেখবে—ডাক্‌ব ? দে'খ্‌বে,—দে'খ্‌বে ?"

শ্যামলা আর সে শ্যামলা রহিল না। তাহার নেত্র যুগল দিব্য প্রভাময় হইয়া উঠিল, বদনমণ্ডল কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রতিভায় পরিপূর্ণ হইল। শ্যামলার শরীর হইতে কি যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি বাহির হইতে লাগিল।

বালিকা, মৃণাল-কোমল হস্ত দুইখানি আপনার বুকের উপর রাখিয়া—গান্ধার হইতে পঞ্চমে সুর তুলিয়া ডাকিল—

"মা—মা—মা!"

শিশিরকুমারের দেহ রোমাঞ্চিত হইল! সে অবাক্ হইয়া শ্যামলার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

শ্যামলা ডাকিতে লাগিল—

"মা—সাড়া দে মা। দাদা তোকে দেখ্‌তে চাচ্ছে। দেখা দে মা।"

শিশিরকুমার সাশ্চর্য্যে দেখিল, শ্যামলা তখন মাতৃমূর্ত্তি, শিশির-কুমার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ডাকিল—"মা—মা—মা।" শিশির-

কুমারের হৃদয়মন্দিরে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। মাতৃ-রূপালোকে তখন তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে মাতৃরূপিণী—শ্যামলার চরণ-পদ্ম মস্তকে ধারণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু শ্যামলা আর সে স্থানে নাই—শ্যামলা ক্ষণপ্রভার ন্যায় বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্যা হইয়াছে।

শিশিরকুমারও মা, মা রবে শ্যামলার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল। কিন্তু শ্যামলা তখন কোথায়? বহু অন্বেষণেও শ্যামলাকে তখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইল না। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা হইলে কি হয়—শ্যামলার কি একটা অলৌকিক শক্তি আছে। সে শক্তি জাগিয়া উঠিলে শ্যামলা আর শ্যামলা থাকে না। শ্যামলা চরিত্র অলৌকিক রহস্য পূর্ণ।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নবীনচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা সরসীর সহিত মাধবীর যথেষ্ট মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তাহার কারণ, সরসী মাধবীর অত্যাশ্চর্য্য গুণের কথাগুলি সকলের নিকট প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বলে, "মেনিমুখী মাধবীর কূট-বুদ্ধিতেই তাহার পিতৃবংশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, শিশিরকুমার গৃহত্যাগ করিয়াছে।" সরসী যখন এই সকল কথা বলে, তখন অনেকেই সে সকল কথার পোষকতা করে; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া মাধবী ও অশ্বিনীকুমারের কর্ণে তাহারা তুলিয়া দেয়। এই সকল কারণে সরসী, মধ্যম ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে সে ব্যাপারটা মনে মনে। কাহাকেও কোনো কথা স্পষ্ট করিয়া বলা মাধবী কিম্বা অশ্বিনীকুমারের স্বভাব নহে।

অশ্বিনীকুমার শিষ্ট, শান্ত ও শিক্ষিত। চক্রান্তকারিণী স্ত্রীর হস্তে পড়িয়াই তাহার স্বভাবের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পত্নীভাগ্য ভাল হইলে অশ্বিনীকুমার দেবতা হইতে পারিত। যাহা হউক, চক্রিণীর কুচক্রে পড়িয়াও অশ্বিনীকুমার স্বভাবগুণে একটু কোমল-স্বভাব। দয়া মায়া, স্নেহ মমতা যে সে একেবারেই বিস্মৃতি-সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না; তবে পত্নীর কঠোর শাসনে তাহা ফুটিতে পায় না। তথাপি সে উদ্ধত

ভাবাপন্ন নহে। পত্নীর ব্যবহারে অশ্বিনীকুমার আপনিই লজ্জিত ;—সে কাহাকে আর কি বলিবে !

কিন্তু মাধবী যে কাহাকেও কোন কথা প্রকাশ্যে বলে না তাহার কারণ অনেক। সে পিত্রালয় হইতে শিখিয়া আসিয়াছে যে যাহার অনিষ্ট করিতে হয়, তাহাকে সে বিষয় বুঝিবার অবসর দেওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। অন্তরের গরল অন্তরে রাখিয়া মুখে যে মধু বর্ষণ করিতে পারে, এ সংসারে তাহারই জয়লাভ,—ইহাই মাধবীর ধারণা। সেই ধারণাবশেই এই স্ত্রীলোক এরূপ মধুরভাষিণী এবং অন্যের উপর বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে বিরতা। সে যাহা চিন্তা করে, তাহা মনে মনেই রাখে, এবং সেই চিন্তা সুবিধা মত কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে।

মাধবীর কৌশলে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে শিশিরকুমার চপলার অলঙ্কারাদি চুরী করিয়া পলায়ন করিয়াছে। শিশিরকুমার এখন দেশে নাই ; সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে এখন শত্রুতা সাধন করিয়া মাধবীর আর লাভ কি ? দেবরের উপর অতীতের ক্রোধটা সুদে আসলে একত্রিত করিয়া মাধবী তাহা ননদিনীর উপর ফেলিল। মাধবীর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি নিষ্ফলা হইবার নহে।

সনৎকুমার থানায় যাইয়া অলঙ্কার চুরির অভিযোগ করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য চোর যে কে সে বিষয় সনৎকুমার অবগত ছিল না। সনৎকুমারকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে চপলার গহনার বাক্স চোরে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে—চোর ধরা আবশ্যক, নহিলে সংসার করা দায় হইবে। সেই জন্যই সে থানাদারের

 

শরণাপন্ন হইয়াছিল। নহিলে তাহা করিত কিনা সন্দেহ। চৌর্য্যাপরাধ অবশ্য কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে দেওয়া হয় নাই। তদন্তের ভার থানাদারের উপর। তদন্তে যেরূপ প্রকাশ পাইবে, সেইমতই কার্য্য হইবে।

তদন্তের ভার থানাদারের উপর দিয়া সনৎকুমার নিশ্চিন্ত মনে বাটী ফিরিয়া আসিয়াছে। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই থানার দারোগা বরকন্দাজ প্রভৃতি নবীনচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দারোগার আগমনে গ্রামস্থ লোক ভীতি-বিহ্বল হইয়া আপনাপন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত দুঃসাহসী, তাহারাই কেবল এক পা, দুই পা করিয়া অগ্রসর হইয়া থানাদারের সম্মুখভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বরকন্দাজের হুঙ্কারে এবং লম্বা লম্বা লাঠির বহর দেখিয়া কৌতূহলী আগন্তুক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। তবে তাহারা একবারেই পলায়ন করে নাই। বিতাড়িত হইয়া বীরপুরুষগণ একটু দূরে অপসৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু অবসর বুঝিয়া তাহারা আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছিল। যাহারা নিতান্ত কাপুরুষ, তাহারাই কেবল আপনাপন জানালা, গবাক্ষ প্রভৃতির ফাঁক দিয়া থানাদার ও বরকন্দাজদিগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছিল। কৌতূহলীদিগের পশ্চাদ্ভাগ হইতে যে দুই দশখানি ঘোম্‌টাবৃত মুখ দেখা না যাইতেছিল এমন কথাও শপথ করিয়া বলা যায় না। কারণ, গ্রামের মধ্যে থানাদারের শুভাগমন হইলে কোন্ রমনী তাহা দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে?

থানাদার আসিয়া তদন্ত করিল,—যাহা লিখিয়া লওয়া উচিত বিবেচনা করিল, তাহা লিখিয়া লইল। তৎপরে বাটী তল্লাস আরম্ভ হইল; কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। অপহৃত অলঙ্কারের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। তদন্ত শেষ করিয়া থানাদার যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন বাটীর একজন মধ্যবয়স্কা দাসী ক্রন্দনের সুরে বলিল—"ম'শায় আমরা গরীব লোক, গতর খাটা'তে পরের বাড়ী এসেছি, তাই আমাদের সিন্ধুক পেঁট্‌রা তছ্ নছ্ ক'রে থানাতল্লাসী কল্লেন; কিন্তু বাড়ীতে ত আরও অনেক লোক আছে—তা'রা পার পা'বে কেন?"

থানাদার সনৎকুমারের মুখের দিকে একবার চাহিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সনৎকুমার বাটীর অন্যান্য লোকের সিন্ধুক তোরঙ্গ তল্লাস করিবার আদেশ দিতে বাধ্য হইল; নতুবা তাহার নিস্তার কোথায়? সে তল্লাসের ফলে সরসীর বাক্স হইতে চপলার এক-জোড়া কর্ণ-ফুল বাহির হইল। তাহা দেখিয়া বাটীর লোকেরা ভয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায় সাদা হইয়া গেল। সে সংবাদ শ্রবণান্তর সরসী কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীতে বসিয়া পড়িল।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিনোদিনী, সরসীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল—"ছোট্ঠাকুরঝি, ওঠ,—চল বিছানায় গিয়ে শোবে।"

সরসী উঠিল না—বিনোদিনীর কথার কোন উত্তরও দিল না। সে কেবল অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিনোদিনীও আর সরসীকে কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেছিল না। বিনোদিনী ভাবিতেছিল—"আর কোনও কথা বলিলে যদি ঠাকুরঝি কাঁদিয়া ফেলে!" চক্ষের জলকে বিনোদিনী বড়ই ভয় করে।

সরসী যখন সেইরূপ অবস্থায় ভূমিতলে বসিয়া আছে, সেই সময়ে সনৎকুমার ও অশ্বিনীকুমার আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। বিনোদিনী ঘোম্‌টা টানিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সনৎকুমার সরসীকে কহিল,—"কিরে এ সব কি? তুই এমন ঢলান ঢলালি যে লোক-সমাজে আমাদের মুখ দেখান ভার হ'বে। চিরকালটা কি তোর এক রকমেই কাট্‌ল?"

সরসী মাথার কাপড় টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে সনৎ কুমারের কথার কোনও প্রতিবাদ করিল না; কেবল উদাস ভাবে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অশ্বিনীকুমার বিরক্তির সহিত বলিল—"কট্‌মটিয়ে দেখ্‌ছিস্ কি—গিল্‌বি নাকি? একে ত যে পাপ করেছিস্, সে পাপের আর

প্রায়শ্চিত্ত নাই। তা'র উপর আবার রাক্ষুসে-চাহনি! তোর লজ্জা করে না! তোর হায়া পিত্তি কিছু নাই!

এইবার সরসী কথা কহিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল—

"কিসের পাপ, কিসের লজ্জা, মেজ্‌দা'?"

অশ্বিনীকুমার বিস্ময় সূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"আ ম'ল, চুরি ক'রে আবার জোর!"

"চুরি করি নি, চুরি করা আমার—"

সনৎকুমার ধমক দিয়া কহিল—"থাম্ বেয়াদব—এখনই হাতে দড়ী দিয়ে থানায় টেনে নিয়ে যা'বে—তা' জানে না; আবার সাধু-গিরি ফলাচ্ছে। এখন বল্, আর আর গহনা সব কোথায় রেখেছিস্?"

ফুলিয়া ফুলিয়া সরসী বলিল—

"আমি নেই নি—আমি কিছু জানি নে।"

"তোর ন্যাকাপনা রাখ; অমন কান্না, অমন ফোঁপানি আমি ঢের জানি। তুই যদি না নিলি, না ছুঁলি, ত ফুল জোড়াটা তোর বাক্সের মধ্যে এল কেমন ক'রে?"

রোরুদ্যমানা সরসী উত্তর করিল—

"ভগবান জানেন!"

ব্যঙ্গ ও শ্লেষ সহকারে অশ্বিনীকুমার বলিল—

"ভগবান ত জানেনই—সেই কারণে ভগবান তোর জেল-খানার ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছেন। সেইখানে ভগবান দেখ্‌বি এখন।"

সরসী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল।

সনৎকুমার বলিল—

"দ্যাখ্, সরি, ন্যাকামী ছেড়ে দিয়ে সত্যি কথা গুলা আমায় বল্ দেখি। যদি বাঁচ্‌তে চাস্, যদি কুলে কলঙ্ক দিতে না চাস্, যদি মরণাপন্ন বাপ্‌কে একটু শান্তি দিতে তোর ইচ্ছা থাকে, তবে বল্ গহনা কি কর্‌লি? সকল কথা শুন্‌তে পেলে একটা উপায় করা যেতে পারে। নইলে তুই ত মারা যাবিই, আমাদেরও আর মুখ দেখা'বার উপায় থাক্‌বে না। বল্, সরি বল্, লক্ষ্মী বোন্‌টী, সব কথা বল্ দেখি। বাকী গহনাগুলা কোথায় রেখেছিস্?"

অশ্বিনী। সেগুলো ফিরিয়ে দে, পুলিসের হাতে পায়ে ধ'রে আমরা মিটিয়ে ফেলি।

সনৎ। কিরে বল না, চুপ্ ক'রে রইলি যে?

সরসীর আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। সে অজস্রধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অজিত আসিয়া সনৎকুমারকে সংবাদ দিল—থানাদার আর অপেক্ষা করিতে চাহিতেছে না; মাল এবং আসামী লইয়া তাহারা চলিয়া যাইতে চাহিতেছে।

অশ্বিনীকুমার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল—এই সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল! সরি সর্ব্বনাশ করলে! ও অজিত, তবে কি হ'বে রে—"

অজিতকুমার সরসীর মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"সরি, একি তোর কাজ ?"

অজিতকুমারের স্নেহ-সম্ভাষণে সরসী অধিকতর কাঁদিতে লাগিল। স্বভাবের নিয়মই এই—সহানুভূতি পাইলে মর্ম্মব্যথা আর চাপিয়া রাখা যায় না।

অজিত আবার বলিল—

"হাঁরে, তুই বৌএর গহনা নিয়েছিলি ?"

অশ্রুসিক্তা কম্পিত-কলেবরা সরসী অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিল—

"তোমার কি বিশ্বাস হয় ছোড়্দা ?"

"আরে তা'ত হয় না—কিন্তু তোর বাক্সের মধ্যে এল কেমন ক'রে ?"

নবীনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা মানসী আসিয়া বলিল—

"সেজ বৌ বল্‌ছে, ফুল জোড়াটা সেই বাক্সের মধ্যে রেখেছিল।"

অজিতকুমারের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিনোদিনীর নিকট ছুটিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অশ্বিনীকুমার মানসীর উদ্দেশে বলিল—

"মানু, তুই কখন এলি—ছেলেরা সব ভাল ত ?—তা'রা কোথা' ?"

"তা'রাও এসেছে"—বলিয়া মানসী, সরসীর চক্ষু মুছাইয়া দিল।

মানসীর শ্বশুরালয় নবীনচন্দ্রের বাটীর অনতিদূরেই। সে প্রায়ই পিত্রালয়ে আসিয়া থাকে। মানসীর স্বামীর দুই পয়সার সংস্থান আছে। তাহা ভিন্ন মানসী, তাহার পিতার নিকট হইতেও কিছু আদায় করিয়াছে। মানসীর অর্থ আছে বলিয়াই সে পিত্রালয়ে আদৃতা। সরসী অনাথা বিধবা—পরের গলগ্রহ। সুতরাং কোনও স্থানেই তাহার সম্মান নাই। সংসারের ব্যাপারই এই।

দ্রুতবেগে ফিরিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে অজিতকুমার বলিল—

"বড়্দা', বড়্দা', তোমাদের সংসার উচ্ছন্ন যা'ক্, চুলোয় যা'ক্; আমি আর তোমাদের সংসারের কেউ নাই। চল, থানাদারের কাছে চল, তা'র সাম্নে আমি বল্‌ছি যে গহনা আমিই চুরি করেছি। আমি বেঁচে থাক্‌তে বংশের অপমান হ'তে দেব না। চল, চল, দাঁড়িয়ে রইলে যে!"

সনৎকুমার ও অশ্বিনীকুমারের হস্ত ধরিয়া অজিতকুমার টানিয়া লইয়া চলিল।

তাহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মানসী কাতরভাবে বলিল—

"ছোড়্দা কর কি? বাবা মৃত্যু শয্যায়, শিশির নিরুদ্দেশ, আর তুমি কি সর্ব্বনাশ কর্‌তে যাচ্ছ? বড়্দা', মেজ্দা', তোমরা থানাতেই বা খবর দিতে গেলে কেন?"

অশ্বিনীকুমার ভীত ত্রস্ত ভাবে কহিল—"আরে আমি কি গিছিলেম্ ছাই—দাদাই ত এই কাণ্ড বাধালেন।

অপ্রতিভ সনৎকুমার বলিল—

"বটে! থানায় খবর দেবার পরামর্শ দিয়েছিল কে?"

উৎকণ্ঠিতা মানসী কহিল—

"তা' যেই দি'ক—যা' হ'বার হ'য়ে গেছে। এখন থানাদারকে কোনও উপায়ে ফিরিয়ে দাও।"

অশ্বিনীকুমার বলিল—

"তা' তা'রা শুন্‌বে কেন? এ চুরির মোকদ্দমা!

মানসী একটু বিরক্তভাবে বলিল—"ও কথা ব'ল না মেজ্‌দা'। চেষ্টায় কি না হয়? যা' কর্‌তে হয়, উনি ক'রে দেবেন এখন। থানাদারের সঙ্গে ওঁর আলাপ পরিচয় আছে।"

"উনি" "ওঁর"—অর্থে মানসীর স্বামী।

সনৎ। যা' কর্‌তে হয়, কর্ বোন! আমার ঘটে আর বুদ্ধি শুদ্ধি নাই! অশ্বিনী কিঁ বলিস্?

অশ্বিনী। আমি আর কি বল্‌ব—যা' ভাল হয়, তাই কর্।

মানসী। ছোড়্‌দা, তুমি কাঁপ্‌ছ কেন—স্থির হও! ছি ছোড়্‌দা, ঘরের কুচ্ছো কি বা'র কর্‌তে আছে?"

অজিত। না তা' কর্‌ব না—বলেই ত আপনি জেলে যেতে চাইছিলেম্। একটা ভয় শুধু সেজ বৌএর জন্যে। সে যে সংসারের কিছুই জানেনা। তা'কে কে দেখ্‌বে?

মানসী। কা'কেও কিছু কর্‌তে হবে না। তোমরা উত্তেজিত হ'য়ে বুদ্ধি শুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছ।

অজিত। হুঁ—

মানসী। তোমরা ঘরে ব'সে থাক—উনিই সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন। আয় সরি, তুই "সেজ"র কাছে বস্‌বি আয়।"

সরসীর হস্তখানি ধরিয়া মানসী তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অজিতকুমারও তাহাদের অনুসরণ করিল।

সনৎকুমার ও অশ্বিনীকুমার পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সনৎকুমার বলিল—

"আজ কালের ছেলে গুলো সব হ'ল কি? ওরা যে লঘু গুরু মেনে চলে না"

অশ্বিনীকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—

"ও সব স্ত্রৈণ, স্ত্রৈণ! ওদের কি আর মনুষ্যত্ব আছে!"

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্রের আর উঠিবার শক্তি নাই। তাঁহার ব্যাধিটা যে কি, তাহা কোনও চিকিৎসকেই ধরিতে পারিতেছে না—অথচ রোগীকে ঔষধ দিবারও বিরাম নাই। নবীনচন্দ্র কখনও ঔষধ সেবন করেন, কখনও বা তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন।

ইংরাজী চিকিৎসায় যখন রোগীর কোনও উপকারই হইল না—বরং উত্তরোত্তর রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন নবীনচন্দ্রের পুত্র, মিত্র ও আত্মীয়-স্বজনগণ পরামর্শ করিয়া আয়ুর্ব্বেদিক-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। বৈদ্য আসিল, নাড়ী টিপিল, মাথা নাড়িল, নিদানের শ্লোক আওড়াইল—কিন্তু তাহাতে রোগ নিরূপিত হইল না। নবীনচন্দ্রের রোগ দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।

নবীনচন্দ্র শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। শয্যাতেই তিনি মলমূত্র ত্যাগ করেন, শয্যায় শয়ন করিয়াই ঔষধ পথ্যাদি সেবন করেন। আহারে তাঁহার রুচি নাই। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তবে রোগীকে আহার করাইতে হয়। রোগী যে নিতান্ত ক্ষীণ কিম্বা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহার শরীর দেখিলে মনে হয় না। তবে রোগী স্বয়ং বলিয়া থাকেন, তিনি বড় দুর্ব্বল—চলচ্ছক্তিহীন।

নবীনচন্দ্রের রোগ এখন অন্যরূপ আকার ধারণ করিয়াছে।—আপাততঃ তিনি কটীদেশে আর বস্ত্র রাখিতে চাহেন না—তাহা

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, বিড়্ বিড়্ করিয়া আপন মনে কি বকিতে থাকেন, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। রোগী কখনও বেশ সহজ জ্ঞানে কথা কহেন, কখনও বা তাঁহার কথা-বার্ত্তার অর্থবোধ হয় না—তাহা এমনই অসংলগ্ন। এতদিনের পর সকলে স্থির করিল—ইহা বায়ুরোগ—নিদারুণ মর্ম্মবেদনা হইতেই এই রোগের উৎপত্তি এবং শিশিরকুমারের গৃহত্যাগই এই রোগের মূল কারণ।

নবীনচন্দ্র যে উন্মাদ হইবেন, তাহা নবীনচন্দ্রর আত্মীয় স্বজনেরা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। বৈদ্য চিকিৎসকগণ কেন যে তাহা এতদিন বুঝিতে পারে নাই—তাহাই আশ্চর্য্যের কথা। যাহা হউক এখন হইতে নির্দ্দিষ্ট রোগ মতই চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। চিকিৎসাও চলিতে লাগিল—কিন্তু কিছুতেই আর রোগীর রোগোপশম হয় না। নবীনচন্দ্রের পুত্রকন্যাগণ বুঝিল—পিতার ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য। পিতা যে আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না, তাহাও তাহারা অন্তরে অন্তরে বুঝিল। এখন সকলেরই প্রাণে অনুতাপ আসিয়াছে যে তাহাদেরই নিষ্ঠুর ব্যবহারে শিশিরকুমার গৃহত্যাগ করিয়াছে; আর সেই গৃহত্যাগই পিতার মৃত্যুর কারণ। কিন্তু অনুতাপে তখন আর ফল কি? দিন যে তখন অনেক অগ্রসর হইয়াছে!

নবীনচন্দ্রের সংসারে সকলেরই অল্পবিস্তর অনুতাপ আসিয়াছে। অনুতাপ নাই কেবল মাধবীর হৃদয়ে। সে অবশ্য নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গীতে শ্বশুরের জন্য অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করে। কিন্তু তাহার মুখের ভাব, আচার ব্যবহার প্রকাশ করিয়া দেয় যে সে যাহা

করিতেছে, তাহা স্বাভাবিক নহে—অস্বাভাবিক ; প্রাণের নহে—মুখের। মাধবীও বুঝিল, যে তাহার মুন্সীয়ানা আর লোক-সমাজে টিকিতেছে না—সেও "ফাঁপরে" পড়িয়া গেল। কিন্তু মাধবী হটিবার পাত্রী নহে। সে তাহার পিতা ও মাতার পরামর্শে শ্বশুরের অনেক সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার তাহাতে অবশ্য খুব সন্তুষ্ট হইল—কেননা মাধবীর নিকট যাহা কখনও সে প্রত্যাশা করে নাই, তাহাই মাধবী স্বেচ্ছায় করিতেছে। এরূপ স্থলে অশ্বিনীকুমার সন্তুষ্ট না হইয়া কি থাকিতে পারে ? অশ্বিনীকুমার ত মন্দ লোক নহে—তাহাকে মন্দ করিয়াছে, তাহার স্ত্রী। সেই স্ত্রীকে পিতার সেবা করিতে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

কিন্তু সে সেবা দেখিয়া সংসারের অন্যান্য সকলে বড় সন্তুষ্ট হইল না। মাধবীর সেবায় ঘটা দেখিয়া চপলা পর্য্যন্ত চমকিল। অজিতকুমার একদিন স্পষ্টই সনৎকুমারকে বলিল—"দাদা, মেজ বৌয়ের ব'ড়ের চাল বুঝেছ ?" সনৎকুমার বলিল—"ওটা ও'র চাল নয়, ও'র বাপের বাড়ীর।"

বিনোদিনী অতশত বুঝিল না—বুঝিবার তাহার ক্ষমতাও নাই। আপনার মন দিয়া সে পরের মন বুঝে—বিনোদিনী ভাবিল, "মেজদি' এখন বাবাকে খুব ভক্তি করে।" সেই আহ্লাদেই বিনোদিনী আট্‌খানা।

মানসী ও সরসী বহুপূর্ব্ব হইতেই মাধবীকে চিনিয়াছিল। তাহারা উভয়েই মাধবীর উদ্দেশে বাক্য-বাণ বর্ষণ করিত। মাধবী

মানসীর কিছুই করিতে পারিত না—তবে সরসীকে জ্বালাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিত; অনেক সময়ে কৃতকার্য্যও হইত।

নবীনচন্দ্রের সংসারে যখন এইরূপ অবস্থা, তখন চপলার অলঙ্কারাদি চুরি হইয়া গেল, থানাদার আসিল, তদারক হইল, এক আধখানা অপহৃত অলঙ্কার সরসীর বাক্স হইতে বাহির হইল। বহুচেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে সরসী অবশ্য থানাদারের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিল—কিন্তু হতভাগিনী, দুশ্চিন্তা ও অভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। দুশ্চিন্তায় সে একদিনেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাটীর সকলে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রবোধ সে মানিল না। শয্যায় শয়ন করিয়া সে কেবল কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইল। বিনোদিনী বালিকার ন্যায় ফোঁপাইতে লাগিল। চপলাও সহানুভূতিবশে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিল না কেবল মাধবী, সে আপনার গৃহে অর্গল বদ্ধ করিয়া মনের সুখে হাসিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার তখন সরসীকে প্রবোধ দিতেছে। ইহাও এক রহস্য!

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি গভীরা—জগৎ নিস্তব্ধ। নবীনচন্দ্রের গৃহেও তখন শান্তি বিরাজমানা। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখনও ঘুমায় নাই কেবল সরসী, বিনোদিনী ও মানসী। বিনোদিনী ও মানসী, সরসীকে লইয়া সরসীর গৃহে শয়ন করিয়া আছে। কিন্তু তাহারা সকলেই জাগ্রতা। সরসী না ঘুমাইলে, বিনোদিনী ও মানসী ঘুমাইতে পারিতেছে না। সরসীর মনটা আজ বড়ই খারাপ।

সরসীর খঞ্জ পুত্রটীও—সরসীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। অষ্টমবর্ষীয় বালক মাতাকে অবমানিতা দেখিয়া খুবই কাঁদিয়াছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বালক সে রাত্রিতে আহার পর্য্যন্ত করে নাই।

সরসীর চক্ষে এখন আর জলধারা নাই। সে এখন বেশ শান্ত। ধীরকণ্ঠে সরসী, বিনোদিনী ও মানসীকে বলিল—

"তোমরা ঘুমাও। মিছে রা'ত জেগে কষ্ট পাও কেন?"

মানসী কহিল—"তুই ঘুমো আগে।"

সরসী। "আমার ঘুম্ আস্‌ছে—তোমরা ঘুমাও।"

দীর্ঘকাল পরে সরসীকে সহজভাবে কথা কহিতে দেখিয়া বিনোদিনীর মনে আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে ভাবিল—"ছোট ঠাকুরঝির মনে আর দুঃখ নাই।" তাই সে আহ্লাদ সহকারে বলিল—

"ছোট্ ঠাকুরঝি, একটু দুধ এনে দেব, খা'বে ?"

সরসী কি ভাবিয়া বলিল,—"তা দেবে, দাও।"

বাটিতে দুগ্ধ ছিল, বিনোদিনী তাহা সরসীর হস্তে তুলিয়া দিল। সরসী এক নিশ্বাসে তাহা পান করিয়া শয্যায় শয়ন করিল এবং বিনোদিনী ও মানসীকেও শয়ন করিতে অনুরোধ করিল।

বিনোদিনী ও মানসী যখন দেখিল, সরসী দুগ্ধপান করিয়া সুস্থচিত্তে শয়ন করিয়াছে, তখন তাহাদের আর দুশ্চিন্তার কারণ রহিল না। তাহারাও নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিল এবং অবিলম্বেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সরসী কিন্তু ঘুমায় নাই। তাহার নিদ্রা—কপট নিদ্রা। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে চিন্তা করিতেছিল :—"যা' হ'বার তা'ই হ'বে। বাবাও যায় যায়! বাবা বর্ত্তমানে আমার এই দুর্দ্দশা, বাবা অবর্ত্তমানে না জানি আরও কি হ'বে! বাবার আগেই ত আমার যাওয়া ভাল! এক বন্ধন—অমূল্য! তা'র জন্যই আমার যা' ভাবনা। কিন্তু আমি গেলে কি দাদারা ঐ খোঁড়া ভাগ্নেটাকে দেখ্‌বে না। তা' দেখ্‌বে বৈ কি! আর কেউ না দেখে, ভগবান্ দেখবেন।"

"ওঃ—শেষে চোর হ'লাম্! ভগবান! ভগবান্! কি কর্‌লে! এমন কি মহাপাতক করেছি যে চোর নামটাও আমার রটে গেল! মাগো! আয় মা। বাবা! বাবা! বাবাগো! মা কোথায়? তিনিও স্বর্গে। বাবা! তিনি ত পাগল হয়েছেন। শিশির! তুই আজ এখানে থাক্‌লে কা'র সাধ্য আমায় অপমান করে! আঃ—

মা—মাগো! তিনি কোথায়! তিনি কোথায় গেলেন, তিনি আমায় সঙ্গে নিলেন না কেন! বাবা—বাবাগো! মা!”

গৃহমধ্যে অস্ফুষ্ট শব্দ হইতে লাগিল। তাহা সরসীর মর্ম্মবেদনার প্রতিধ্বনি। কিন্তু বেদনা-কাতরা সরসী তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল—সে শব্দ অন্য কাহারও পদ শব্দ। স্থির হইয়া সরসী আবার ভাবিতে লাগিল—আবার পতিপদ চিন্তা করিতে লাগিল।

গভীর চিন্তা-ফলে পতি-বেদনা-কাতরা পত্নীর মানস-পটে পতিমূর্ত্তি বিকশিত হইল। সরসী দেখিল—তাহার মৃতস্বামী যেন তাহাকে সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছেন। বিদ্যুৎ বেগে সরসী উঠিয়া দাঁড়াইল। সরসী একবার খঞ্জ পুত্রের দিকে চাহিল, একবার তাহাকে আলিঙ্গন করিল, একবার তাহাকে প্রাণ ভরিয়া চুম্বন করিল। তাহার পর সে অর্গলবদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিল। সরসীর ধ্যান, জ্ঞান তখন তাহার পতিপদ। মানস-নয়নে তখন সরসীর মৃত-পতি সরসীর অগ্রগামী, সরসী তাঁহার পশ্চাদ্‌গামিনী হইল।

সরসী যখন গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন বিনোদিনী ও মানসী ঘোর নিদ্রা-মগ্না। সরসীর খঞ্জ পুত্রটি কেবল একবার মুখ বিকৃত করিল, একবার অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল মাত্র। কিন্তু তাহা নিদ্রাঘোরে। সরসী নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সররী খিড়কীর দ্বার খুলিয়া বাটী সংলগ্ন বাপীতটে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রদেব পশ্চিমাকাশে তখন ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পাতার ফাঁক দিয়া চন্দ্রালোক অন্ধকারের স্তূপে পড়িয়া খদ্যোতের মত চিক্ চিক্ করিতেছে। সেই অন্ধকারে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সরসী দেখিল যে তাহার মৃতপতি বাপীজলে একবার ডুবিতেছেন, একবার ভাসিতেছেন। সরসী যাহা দেখিতেছিল, তাহা অবশ্য তাহার চক্ষের ভুল। কিন্তু ভুলই তখন তাহার চক্ষে সত্যে পরিণত হইল। সে একবার ডাকিল,—"মাগো!" তাহার পরেই ঝপাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। পুষ্করিণীর জল আন্দোলিত হইতে লাগিল। আর সেই "মাগো" শব্দটা শেষ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া—কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যোম তরঙ্গে মিলাইয়া গেল। সরসীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইল না। শোকে, দুঃখে, মর্ম্মবেদনায় অভাগিনী পাগলিনী হইয়াছিল—এইবার সে আত্মঘাতিনী হইল। তাহার আত্ম-হত্যার জন্য দায়ীত্ব গ্রহণ করিবে কে?

———o———

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাত হইতে না হইতেই নবীনচন্দ্রের বাটীতে তুমুল গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে। উদ্যান-রক্ষক নিধিরাম উড়িয়া নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া সকলকে বলিতেছে যে শেষ রজনীর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া একজন চোর মালপত্র চুরি করিয়া খিড়্‌কীর দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিতেছিল, নিধিরামের তাড়া খাইয়া চোরচন্দ্র পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। নিধিরাম যষ্টির সন্ধানে যখন তাহার কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল সেই অবসরে চোর প্রভু সন্তরণ করিয়া পলাইয়া যায়। তাহার কথা সকলেই বিশ্বাস করিল। কারণ সকলেই দেখিল, যে খিড়্‌কির দ্বার উন্মুক্ত। তখন কোন্ কোন্ দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, কোন্ গৃহ হইতেই বা দ্রব্যসম্ভার অপসারিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অনুসন্ধানের গোলযোগে বাটীর সকলে জাগ্রত হইল।

নিধিরাম মালী যে গল্প ফাঁদিয়াছিল, তাহার মূলে যে কোনও সত্য নাই, পাঠকবর্গ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। ব্যাপারটা এই—সরসী যখন পুষ্করিণীর জলে ঝম্পপ্রদান করে, তখন নিধিরাম উড়িয়া সবেমাত্র জাগ্রত হইয়াছে। নিধিরাম প্রত্যুষেই উঠিয়া থাকে—সেদিনও উঠিয়াছিল। জাগ্রত হইয়া যখন সে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে “মাগো” শব্দ শুনিল, তখন তাহার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। উড়িয়া তখন রাম নাম জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তাহার পর যখন জলে "ঝপাং" করিয়া শব্দ হইল, তখন উড়িয়ার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। শয্যাতেই সে পড়িয়া রহিল! তাহার উঠিবার আর তখন শক্তি কোথায়? এইরূপে কতক্ষণ যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহা নিধিরামের স্মরণ নাই। প্রভাতালোক যখন তাহার ভগ্ন কুটীরে প্রবেশ করিল, তখন নিধিরামের চৈতন্য হইল। কিন্তু তখনও সে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে সাহস করিল না। তখনও তাহার কর্ণে "মাগো" ও "ঝপাং" শব্দ বাজিতেছে। অপদেবতার ভয়ে নিধিরাম তখন জড় সড়।

প্রভাতালোক যখন বেশ সুস্পষ্ট হইল, তখন নিধিরাম কুটীরের বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া—সে পুষ্করিণীর কিনারায় উপস্থিত হইল।

তথায় আসিয়া ভয়ের কারণ সে কিছুই দেখিতে পাইল না। সরসী-সলিল তখন বেশ টল্ টল্ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায় ফুল ফুটিয়াছে, বিহগপুঞ্জ সুললিত তানে গান গায়িতেছে, পূর্ব্বগগন বেশ রক্তিমাভ হইয়াছে। তখন আর নিধিরামের ভয় কি!

ইতস্ততঃ করিতে করিতে নিধিরাম দেখিতে পাইল—খড়কীর দ্বার অর্গল বদ্ধ নহে। তাহার বুকটা ঝনাৎ করিয়া উঠিল। প্রত্যূষে ত খিড়্কীর দ্বার উন্মুক্ত হইবার কোনও সম্ভবনা নাই—তবে এ দ্বার খুলিল কিরূপে!

উড়িয়া মালী খিড়কীর দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তখনও বাটীর কেহ জাগ্রত হয় নাই। নিধিরাম তখন

ভাবিয়া চিন্তিয়া চোরের গল্পটা ফাঁদিয়া ফেলিল। সে ভাবিল, গল্প করিয়া সে বাহাদুরী লইবে। উড়িয়া-বুদ্ধি কি না!

নিধিরামের কথামত বাটীতে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে সকলে সরসীর গৃহ সম্মুখে উপস্থিত হইল। মানসী, বিনোদিনি ও সরসীর খঞ্জ পুত্র তখনও পর্য্যন্ত সে গণ্ডগোলেও জাগিয়া উঠে নাই। অনেক রাত্রিতে তাহারা শয়ন করিয়াছে, সেই কারণেই তাহাদের এরূপ গাঢ় নিদ্রা।

গৃহদ্বারের সম্মুখে অনুসন্ধানকারীগণ ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে মানসী প্রভৃতি সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চীৎকার শ্রবণান্তর তাহাদের সকলেরই ভয় হইল। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। উঠিয়া দেখিল, সরসীর শয্যায় সরসী নাই—শয্যা শূন্য পড়িয়া আছে। সে ভয় পাইয়া বিজড়িত স্বরে ডাকিল—"ছোট্‌ঠাকুরঝি!"

সে স্বর শ্রবণ করিয়া মানসীও অতিশয় শঙ্কিতা হইল।

সরসীর খঞ্জ পুত্রটীও উঠিয়া ডাকিল—"মা!"

সরসীর আদৌ সাড়া পাওয়া গেল না—অথচ বাহিরে ভয়ঙ্কর গোলমাল। গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিতে যাইয়া মানসী দেখিল, তাহা অর্গল বদ্ধ নহে। মানসী চীৎকার করিয়া উঠিল। বালকও তাহার মাসী মাতার ক্রন্দনে যোগদান করিল। বিনোদিনী ভূমিতলে বসিয়া পড়িল।

অনুসন্ধানকারীর দল, মানসী, বিনোদিনী প্রভৃতির অবস্থা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল। তাহার পর যখন তাহারা সমস্ত

ব্যাপারটা শুনিল, তখন তাহারাও রোরুদ্যমানা মানসী, বিনোদিনী প্রভৃতির ক্রন্দনে যোগদান করিল। সকলেই বুঝিল, অভিমান ভরেই সরসী জলে ডুবিয়াছে। উড়িয়ামালী সরসীকেই বুঝি ভুলক্রমে চোর বলিয়া মনে করিয়াছিল।

তখন সকলেই পুষ্করিণীর দিকে ছুটিয়া গেল। সনৎকুমার তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। সেই কেবল ধীরে ধীরে তাহাদের অনুসরণ করিল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা জানালার খড়্‌খড়ি দিয়া পুষ্করিণীর দিকে চাহিয়া রহিল। পুষ্করিণী তখন তোলপাড় হইতেছে। অজিতকুমার ও অন্যান্য তিন চারিজন বলবান যুবক জলে ডুব্‌ দিয়া সরসীর দেহের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু সরসীকে পাওয়া গেল না। তখন পুষ্করিণীর চারিদিক হইতে চারিখানা জাল পড়িল। একখানা জালে অভাগিনী সরসীর মৃতদেহ উঠিল। তাহা দেখিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারিল না; সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সে আর্ত্তনাদ উন্মত্তপ্রায় নবীনচন্দ্রের কর্ণেও পৌঁছিল। বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের কান্না রে?"

একজন ভৃত্য বসিয়া কর্ত্তাকে পাখার বাতাস করিতেছিল। সে বলিল—"ছোট-পিসিমা, বড়মায়ের গয়ানা চু—চু—নিয়েছিলেন; তাই বড়বাবু, মেজবাবু তাঁ'কে বকেছিলেন। সেই জন্য তিনি জলে ডুবেছেন।"

ভৃত্য যে কথাগুলি বলিল, তাহা মাধবীরই শিক্ষা মত। মাধবী তখন শ্বশুরের গৃহে শয্যাদি উঠাইতেছিল। ভৃত্যের মুখে "চুরি" কথাটা আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। হাজার হউক সে ত পর!

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"হুঁ—সরি!—মরেছে! কে মার্‌লে?" ভৃত্য আর কথা কহিল না। নবীনচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া সে আর কোনও কথা কহিতে সাহস করিল না।

নবীনচন্দ্র বহুকালের পর শয্যায় উঠিয়া বসিলেন—দাঁড়াইতেও চেষ্টা করিলেন—কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না।—ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। বিপদের উপর বিপদ—নবীনচন্দ্র মূর্চ্ছাপন্ন। তখন অজিতকুমার সরসীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিল। সে আর পিতৃসন্নিধানে আসিতে পারিল না। বিনোদিনী তখন লজ্জা সরম ভুলিয়া গিয়া ছুটিয়া আসিয়া শ্বশুরের মাথাটী ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। সনৎকুমার ও অশ্বিনীকুমার পিতার মুখে চ'খে জল দিতে লাগিল, চপলা পাখার বাতাস করিতে লাগিল। মাধবী তখন শয্যা তুলিতেই ব্যস্ত। তাহার দ্বারা শ্বশুরের আর কোনও বিশেষ সেবা হইল না।

অল্পক্ষণ পরে নবীনচন্দ্রের চেতনা হইল। তিনি আবার উঠিতে চেষ্টা করিলেন। বিনোদিনী তাঁহাকে উঠিতে দিল না,—বলিল, "বাবা, শুয়ে থাকুন।"

নবীনচন্দ্র আশ্চর্য্যনেত্রে বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন,—"গোপাল! আয়, ব'স!"

বিনোদিনী বিন্দুমাত্র বিচলিতা না হইয়া বলিল,—বস্‌ছি—আপনি শুয়ে থাকুন।"

বৃদ্ধ আর কোনও আপত্তি না করিয়া বিনোদিনীর ক্রোড়েই

শয়ন করিয়া রহিলেন। ততক্ষণে পুলিস আসিয়া সরসীর মৃতদেহ লইয়া থানায় চলিয়া গেল।

সরসীর পুত্র বলিল—"সেজমামা, মা ?"

অজিতকুমার কিছু বলিতে পারিল না। সে আপনার হস্ত আপনি মোচ্‌ড়াইতে লাগিল।

অশ্বিনীকুমার তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"আয় অমূল, তোকে একটা ঘোড়া কিনে দেব এখন।"

খোঁড়া "অমূল" ঘোড়া চাহিল না—সে তাহার মাতার নিকট যাইতে চাহিল। চিতাগ্নিতে যখন সরসীর দেহ ভস্মীভূত হইল, তখন "অমূল" বলিল—"সেজমামা, মা কি আর আস্‌বে না ? মা কি ম'রে গেছে ?"

অজিতকুমার বলিল—"না, সে বেঁচে গেছে।"

অজিতকুমার যথার্থই বলিয়াছে। এ সংসারে কেহ বাঁচিয়াও মরিয়া থাকে ; কেহবা আবার মরিয়াই বাঁচিয়া যায়। সরসী মরিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহারা পরপীড়ক, পরের উপর যাহারা অত্যাচার করে, তাহারা মরিয়া যাইলে তাহাদের কি হয়—কে জানে!

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্র সেই যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই হইতে তিনি যেন স্বতন্ত্র লোক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সংসারের কাহাকেও তিনি আর চিনিতে পারেন না—কেহ ডাকিলেও তিনি তাহার প্রত্যুত্তর দেন না। এক চিনিয়াছেন "গোপাল"কে, ডাকিবার মধ্যে ডাকেন "গোপাল"কে, কথা কহেন—"গোপালের" সহিত, আনন্দালাপ করেন "গোপালের" সঙ্গে। তাঁহার এখন শয়নে "গোপাল", স্বপনে "গোপাল"। "গোপালই" এখন তাঁহার সহচর—"গোপালই" তাঁহার নিরানন্দে আনন্দ, অন্ধকারে আলোক, তৃষ্ণায় শীতল বারি, ক্ষুধায় অন্ন।

কিন্তু "গোপাল"টা যে কে, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারে নাই। এই কাল্পনিক "গোপাল" যে নবীনচন্দ্র কোথা হইতে পাইলেন, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না। ডাক্তার বৈদ্যেরা বলিল, ইহা বৃদ্ধের খেয়াল মাত্র। সকলে তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল।

বিনোদিনী এখন আর সে বিনোদিনী নাই। বিনোদিনী এখন "গোপাল"। বৃদ্ধ, বিনোদিনীকে "গোপাল" বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন, বিনোদিনীও বৃদ্ধের আহ্বানে "গোপালের" মত উত্তর দেয়।

বিনোদিনী এখন আর শ্বশুরের কাছ ছাড়া হয় না। সে নিয়তই শ্বশুরের সেবা করে—আর "গোপাল" সাজিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করে। বিনোদিনী তাহাতে কোনও লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে

না। সে বলে—"বাবা যদি আমাকে গোপাল মনে ক'রে ভুলে থাকেন; তিনি প্রাণে প্রাণেও যদি বেঁচে থাকেন, তা' হ'লে তাঁ'র কাছে আমার গোপাল হ'তে দোষ কি?" বিনোদিনীর অলৌকিক সরলতায় সকলেই মুগ্ধ—কেবল মাধবী তাহা সহ্য করিতে পারে না। সে বলে—"সেজ বৌয়ের ও সবই ন্যাকামী।"

যাহা হউক মাধবীর তীব্র আলোচনায় বিনোদিনীর বিশেষ কোনও ক্ষতি হইল না। সে প্রাণপণে শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিল।

"গোপাল" প্রাপ্তি অবধি বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র "মেজবৌ"কে আর তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দেন না। মাধবী যদি তাঁহার গৃহে কথনও কোনো কার্য্যের অছিলায় প্রবেশ করে, বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র তাহা হইলে চীৎকার করিতে থাকেন। সেই জন্য মাধবী আর বড় শ্বশুরের গৃহে প্রবেশ করে না। সে মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল ও বিনোদিনীর উপর প্রতিহিংসা লইবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল।

সরসীর মৃত্যুর পর হইতে চপলা আর সে চপলা নাই। সে সদাই বিষণ্ণা—কাহারও সহিত সে আর অধিক কথা কহে না—গৃহকর্ম্ম লইয়া সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মাধবীর সহিত বাক্যালাপ সে প্রায় এক প্রকার বন্ধই করিয়া দিয়াছে। অনুতাপের জ্বালায় চপলা নিতান্তই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

সরসীর মৃত্যুতে সনৎকুমারও বিলক্ষণ কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সনৎকুমারের ধারণা, সেই সরসীর অকাল মৃত্যুর কারণ। অলঙ্কারের ব্যাপার লইয়া সনৎকুমার যদি থানাদারকে বাটীর মধ্যে আনাইয়া থানাতল্লাস না করিত, তাহা হইলে ত সরসী আত্মহত্যা

করিত না। এইরূপ নানা দুশ্চিন্তায় সনৎকুমার অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার উপর চপলার মুখ ভার দেখিয়া বেচারা অধিকতর দমিয়া গেল।

মানসী তাহার শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে। মানসীর স্বামী, সরসীর দাহকার্য্যান্তে শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রবলজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং মানসী আর পিত্রালয়ে বসিয়া থাকে কেমন করিয়া? তবে মধ্যে মধ্যে পিতাকে দেখিতে সে পিত্রালয়ে আসিয়া থাকে। তাহার পিত্রালয় ত তাহার শ্বশুরালয়ের নিকটেই। মানসীর স্বামীর রোগ সঙ্কটাপন্ন। সে কারণে মানসী বড়ই ব্যাকুলা।

অশ্বিনীকুমার মাধবীকে লইয়া বিশেষ ফাঁপরে পড়িয়াছে। মাধবী যখন সংসারের সকলের পরিত্যক্তা হইল, তখন সে হতাশ হইয়া অনুগত স্বামীর উপরেই "ভর" করিল। অশ্বিনীকুমারকে এখন কথায় কথায় মাধবীর নিকটে কথা শুনিতে হয়। মাধবী এখন অগ্নিমুখী, মাধবী এখন "মরিয়া" হইয়া উঠিয়াছে।

অজিতকুমার সংসার দেখে, পিতৃসেবা করে, আর মধ্যে মধ্যে বিনোদিনীর আশায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। অজিতকুমার আপাততঃ বিনোদিনীর আর বড় একটা সাক্ষাৎ পায় না। বিনোদিনী এখন শ্বশুর মহাশয়ের "গোপাল"। সে কি এখন আর সহজে অজিতকুমারের এক আধটা ফাঁকা আহ্বানে সাড়া দেয়। শ্বশুরের জীবন রক্ষার জন্য বিনোদিনী সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছে। পতিপ্রাণা বিনোদিনী মনে মনে বুঝিতে পারে, তাহার অদর্শনে পতিদেবতা কত ব্যথিত হ'ন। কিন্তু বিনোদিনী কি করিবে, শ্বশুর যে একদণ্ড "গোপাল" ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

# বিংশ পরিচ্ছেদ

মহাপুরুষ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া শ্যামলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর দাদা কোথায় ?"

শ্যামলা। কোন্ দাদা ?

মহাপুরুষ। বটে! শিশির—শিশির, তোর শিশির দাদা!

শ্যামলা। তা'ই বলুন—নইলে দাদা ত অনেক আছেন। শিশির দাদা 'আসনে' আছেন।

মহাপুরুষ। আচ্ছা তবে থাক্। হ্যাঁরে শ্যামলী, তুই বেটী কি সকলকে পাগল কর্তেই আশ্রমে এসেছিলি ?

শ্যামলা। কেন বাবা!

মহাপুরুষ। আবার কেন বাবা! আমায় পাগল করেছিস্, তা' কর—পাগলামীর ভার আমি বহন কর্তে পারি। কিন্তু তুই যে যা'কে তা'কে তোর ওই রূপ দেখা'য়ে পাগল করে দিবি—সেটা ত ভাল কথা নয়। তুই শিশিরকে কেন তোর সে মূর্ত্তিতে দেখা দিলি মা! সে সংসারী, অভিমান ভরে দুই দিনের জন্য আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তুই কেন তা'কে পাগল্ করে দিলি মা!

শ্যামলা। কই বাবা, আমি ত কিছু জানি না।

মহাপুরুষ। বটে! বেটী সয়তানী! আমাকেও ফাঁকি!

শ্যামলা। বাবা, তুমি কোথা গিছ্লে—এতদিন কোথা' ছিলে বাবা!

মহাপুরুষ। আমি অনেক সময়ই এমন অনুপস্থিত থাকি শ্যামলা! কখনও ত সে কথা জিজ্ঞাসা করিস্ নাই; আজ তবে কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্।

শ্যামলা। না, তা'ই কর্‌ছি। হ্যাঁ বাবা, তবে একটু খেলিগে?

মহাপুরুষের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বালিকা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিল। শিবানন্দ তাহাকে পথে পাকড়াও করিয়াছিলেন; কিন্তু অঙ্গুলী সঙ্কেতে সে মহাপুরুষকে দেখাইয়া দিয়া বিদ্যুতের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল। শিবানন্দ তাড়াতাড়ি মহাপুরুষের সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন।

মহাপুরুষ "নমঃ শিবায়" বলিয়া শিবানন্দকে আশ্রমের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবানন্দ আশ্রমের কুশল সমাচার জ্ঞাপন করিয়া মহাপুরুষের দ্বিতীয় আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষ আর কোনও কথা কহিলেন না। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে ধীরভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। একটী হরিণ শাবক উর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল। তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইয়া মহাপুরুষ বলিলেন—"এখন যা', একটু ব্যস্ত আছি।" হরিণ শাবক ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মহাপুরুষ শিবানন্দের উদ্দেশে বলিলেন,—"শিবু কিছু কর্‌তে পার্‌লাম না। আমি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হতভাগিনী জলমগ্ন হ'য়ে আত্মঘাতিনী হয়েছে।"

মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন;—

"আর উপায় নাই—বৃদ্ধকে বাঁচা'বার আর উপায় নাই। তা'কে বাঁচা'তে পার্‌লে একটা গোটা সংসার রক্ষা হ'তে পার্‌ত—শিশিরের মুখে সকল কথা শুনে ছুটে গিছ্‌লাম। কিন্তু তা' আর হ'ল না। পুত্রকন্যা শোকে বৃদ্ধ একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। তা'র জীবনীশক্তি ফুরা'য়ে এসেছে।

শিবানন্দ এইবার কথা কহিলেন। বলিলেন—"প্রভু ত তা'র ব্যবস্থা কর্‌তে পারেন। যোগবলে কিই বা অসম্ভব?"

মহাপুরুষ। সত্য—কিন্তু তা'তে স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। স্বভাবের উপর অস্বাভাবিক ক্রিয়া কিছুতেই বাঞ্ছিত নহে। ভগবৎ ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মফলই প্রবল।

ইতিমধ্যে শ্যামলা, শিশিরের হস্তধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহাপুরুষ সে সম্বন্ধে আর কোনও কথাবার্ত্তা কহিলেন না।

শিশিরকুমার মহাপুরুষকে প্রণাম করিল। মহাপুরুষ শিশিরকুমারকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। শিশিরের শরীরে যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

মহাপুরুষ শিশিরকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন দীক্ষা গ্রহণে আনন্দ পাইতেছ?"

শিশিরকুমার বিনীত ভাবে বলিল, "আপনার চরণ প্রসাদে বেশ আছি।"

শ্যামলা হাসিতে হাসিতে বলিল—"কেন লোকালয়ে কি 'বেশ' ছিলে না দাদা?"

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শিশিরকুমারের হৃদয়ে অতীতের সকল স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। স্মৃতির দংশন জ্বালায় শিশিরকুমার অস্থির হইয়া পড়িল।

শ্যামলা পুনরায় বলিল—ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্য। আমি তা' ঠেকে শিখেছি দাদা। তোমার ভয় কি?

বালিকার কথায় শিশিরকুমার চমৎকৃত হইল—মহাপুরুষের কপালে চিন্তার রেখা পড়িল।

শ্যামলা, শিশিরকুমারকে টানিতে টানিতে সমুদ্রতীরে লইয়া চলিল। মহাপুরুষ ও শিবানন্দ গভীর কথোপকথনে ব্যাপৃত হইলেন। সে কথোপকথন অবশ্য শিশিরকুমারের সম্বন্ধেই।

---

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

শিশিরকুমার শ্যামলাকে কিছুতেই বুঝিতে পারে না—বুঝিবার অনেক চেষ্টা করে—কিন্তু সে চেষ্টায় কোনও ফল হয় না। শ্যামলা যে কি তাহা শ্যামলাও স্বয়ং জ্ঞাত নহে—অথবা সেইরূপই তাহার ভাণ। শ্যামলার অনন্তমূর্ত্তি। কখনও সে বালিকা, কখনও সে প্রৌঢ়া, কখনও রমণী—জননী, কখনও ভৈরবী, রণমূর্ত্তিধারিণী। শ্যামলা, মহাপুরুষের পালিতা কন্যা, কিন্তু মহাপুরুষও যে শ্যামলাকে একটা অলৌকিক পদার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহার পরিচয়ও আমরা ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছি। শ্যামলা ও শ্যামলার প্রকৃতি অবোধ্য। মহাপুরুষই তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না—শিশিরকুমার বুঝিবে কিরূপে?

শ্যামলার মুষ্টিতে বদ্ধ হইয়া—শিশিরকুমার সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইল। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে—সূর্য্যদেবের তেমন আর প্রখরতা নাই। সমুদ্রতীরে তখন প্রবল বায়ু বহিতেছে—সে বায়ুর তাড়নায় তটভূমির বালুকারাশি ঘনাকারে উড়িতেছে, ছুটিতেছে—আবার মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে পড়িতেছে। বায়ু বিতাড়িত বালুকণা সমুদ্রতীরে ভ্রাম্যমান পথিকগণের নগ্ন শরীরের উপর তীরবেগে আপতিত হইয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিতেছে—যে মহতের আশ্রয় লাভ ঘটিলে ক্ষুদ্রও অঘটন ঘটাইতে পারে। কিন্তু প্রবাদ আছে—দীপ্ত সূর্য্য সহ্য হয়, তপ্তবালু চেয়ে। এক্ষেত্রেও

তাহাই। সমুদ্রতীরে এখন সুর্য্যদীপ্তি তেমন নাই—কিন্তু বালুকা-প্রান্তরে নিদাঘের তাপ অসহ্য। শিশিরকুমারের তাহাতে কষ্ট হইতেছে, কিন্তু শ্যামলার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।

ব্যাত্যা বিতাড়িত জলধির তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া শিশিরকুমার বলিল—

"শ্যামলা, সমুদ্র এখন কি ভীষণ! মহান্ যদি ভীষণ হয়, তা' হ'লে কি ভয়ঙ্করই দেখায়।"

শ্যামলা সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে আপন মনে সমুদ্রই দেখিতে লাগিল। সমুদ্রের বর্ণ তখন আর নীলাভ নাই—ধূসর হইয়াছে। সমুদ্রের বিস্ফূর্জ্জথু তখন ভীষণ, সমুদ্রের নৃত্য তখন তাণ্ডব,—সিন্ধু তখন উন্মত্ত।

শিশিরকুমার আবার ডাকিল—"শ্যামলা!"

শ্যামলার কোন সাড়াশব্দ নাই।

তৃতীয় বারের আহ্বানে শ্যামলা উত্তর দিল—"কি দাদা?"

"চল্, আশ্রমে ফিরে যাই, সমুদ্র আর আমার ভাল লাগ্‌ছে না। সমুদ্রের হু হু শব্দ শুনে আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে।"

"আশ্রমে ফিরে যা'বে তা' যাও। আমি এখন যা'ব না।"

"তুই এখানে কি কর্‌বি? চল্ আশ্রমে গিয়ে আমায় শ্লোক শুনাবি।"

"হুঁ—হুঁ!"

"হুঁ হুঁ ক'রে বসে রইলি কেন?"

শ্যামলা উঠিয়া দাঁড়াইল—উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিশিরকুমারের

দিকে একবার কটাক্ষ করিল। সে কটাক্ষে শিশিরকুমারের দারুণ ভয় হইল। শিশির ডাকিল—

"শ্যামলা!"

বীণা-ঝঙ্কৃত স্বরে শ্যামলা বলিল—"কি দাদা?"

অভয়প্রাপ্ত শিশিরকুমার কোমলভাবে বলিল—"চল্ না দিদি, আশ্রমে ফিরে যাই।

"কেন দাদা?"

"কেন, আর কি ব'ন—চল্না।"

"হুঁ! আচ্ছা দাদা, তুমি ঐ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পার?"

"আমিত অকুল সমুদ্রেই ঝাঁপ দিয়েছি দিদি—আর নূতন ক'রে ঝাঁপ দেব কি?"

"তা'ত দিয়েছ—সকলেই দিয়ে থাকে। তুমি ঐ পাগল-সিন্ধুর বুকে ঝাঁপ দিতে পার? পার না—আমি পারি। পাগল আমি বড় ভালবাসি। পাগল না থাক্‌লে জগৎ চলে না—কেমন না দাদা?"

শ্যামলার কথা শিশিরকুমার আদৌ বুঝিতে পারিল না। সে অদ্ভুত বালিকার মুখে অদ্ভুত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্যামলা গায়িতে লাগিল—

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমি—যা'র প্রেমে পাগলিনী
সে কি আমায় দেখা দেবে।
সেধে সেধে ডাক্‌ছি তা'রে
সে কি আমায় ডেকে নেবে॥

পাগ্‌লী আমি, সে যে পাগল
পীযূষ ফেলে খায় সে গরল,
ডাক্‌লে তা'রে রইতে নারে
যে চাহে সে দেখা পা'বে।
পতি হয়ে পত্নীর পায়ে
ক্ষ্যাপা মাথা লুটাইবে ॥

গীত সমাপ্ত করিয়া শ্যামলা, শিশরকুমারকে বলিল—

"দাদা, দেখ্‌ছ দেখ্‌ছ ?"

শিশিরকুমার সাশ্চর্য্যে কহিল—"কি ! কি !"

নয়ন বিস্ফারিত করিয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে শ্যামলা দেখাইল—"ঐ যে ! ঐ যে !"

শ্যামলা আর কিছু বলিল না—ঝম্প প্রদান করিয়া সিন্ধূর্ম্মিতে মিশাইয়া গেল। ভীতি-বিহ্বল শিশিরকুমার শ্যামলার অলৌকিক কৌতুক দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সমুদ্রতরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল—

"আয় শ্যামলা ফিরে আয়। তোর পায়ে পড়ি দিদি, ফিরে আয়।"

শ্যামলা ফিরিল না। উত্তাল তরঙ্গমালার উপর নৃত্য করিতে করিতে শ্যামলা সাঁতার দিয়া চলিল ! শ্যামলা একবার তরঙ্গশিরে ভাসিয়া উঠিতেছে—একবার অদৃশ্য হইতেছে। কৃষ্ণ বিন্দুবৎ

শ্যামলাকে তরঙ্গের উপর ডুবিতে ভাসিতে দেখিয়া শিশিরকুমার কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে আশ্রমের দিকে ছুটিয়া চলিল—মহাপুরুষকে শ্যামলার বিষয় বলিতে।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শিশিরকুমার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইয়া মহাপুরুষকে সকল কথা জ্ঞাপন করিল। তাহা শ্রবণানন্তর মহাপুরুষ কিন্তু উদ্বেগের ভাব কিছুই দেখাইলেন না—বরং হাস্য করিলেন। দারুণ বিপদের সময় মহাপুরুষের সে অবহেলার ভাব দেখিয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইল—তবে সে ভাব প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না।

শিশিরকুমার ব্যস্ততার সহিত কহিল—

"শ্যামলার যে বড় বিপদ প্রভু।"

"হুঁ, তা'ত দেখিতেছি—কিন্তু আমি কি করতে পারি। সে স্বেচ্ছায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, আমি তা'কে বাঁচাই' কেমন ক'রে শিশিরকুমার!"

"তবে কি সে ডুবিয়া মরিবে?"

"পাগল!—"

শিশিরকুমার বুঝিল, "পাগলী" না বলিয়া মহাপুরুষ, শ্যামলাকে "পাগল" বলিতেছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে—মহাপুরুষ, শিশিরকুমারকেই পাগল বলিতেছেন। শিশিরকুমার তাহা বুঝিল না। বাক্যব্যয় না করিয়া শিশিরকুমার আবার সিন্ধুতীরে ছুটিল। শ্যামলার জন্য শিশিরের প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে শিশিরকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চলিলেন। শিবানন্দও আশ্রমে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—তিনিও মহাপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

যখন শিশিরকুমার সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইল, তখন শ্যামলাকে আর দেখা যাইতেছিল না। শিশিরকুমারের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল—চক্ষে সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

মহাপুরুষ, শিবানন্দ সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শিশিরকুমার বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তিনি শিবানন্দকে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিলেন—

"শিবানন্দ, ভক্ত-সাধক কেমন, তাহা বুঝিতেছ কি?"

শিবানন্দ ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন যে তিনি সমস্ত কথাই বুঝিয়াছেন।

মহাপুরুষ শিশিরের অঙ্গস্পর্শ করিয়া ডাকিলেন—"শিশির!"

শিশিরকুমার তড়িতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মহাপুরুষ, অঙ্গুলী সঙ্কেতে সাগরোর্ম্মি দেখাইয়া শিশিরকুমারকে কহিলেন—

"শিশির, দেখিতে পাইতেছ?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে শিশির কহিল—

"কি—কি—কি!"

"কি ভাসিয়া আসিতেছে!"

"কই——কই?"

"ঐ যে দূরে—অতি দূরে!"

শিশিরকুমার কিছুই দেখিতে পাইল না—স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহাপুরুষ কহিলেন—

"আইস——দেখিবে।"

শিশিরকুমার মহাপুরুষের অনুগামী হইল। শিবানন্দ মহাপুরুষের সঙ্কেতে আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

বালুকাময় বেলাভূমির উপর দিয়া প্রায় অর্দ্ধ পোয়া পথ চলিয়া আসিয়া মহাপুরুষ শিশিরকুমারকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন দেখিতে পাইতেছ?"

"আজ্ঞা হাঁ—একটা নরমুণ্ড।"

"ঐ শ্যামলা।"

শ্বাসরুদ্ধ করিয়া শিশিরকুমার শ্যামলার শবদেহের তীরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সেই ভাসমান পদার্থ তট-ভূমির অতি সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। শ্যামলা মৃতা নহে—জীবিতা। শিশিরকুমারের হৃদয়ের গুরুভার নামিয়া গেল। আবেগ ভরে শিশিরকুমার ডাকিল—

"শ্যামলা!"

বালুকাময় বেলাভূমির উপরে উঠিতে উঠিতে শ্যামলা উত্তর করিল—

"কি দাদা?"

শিশির। আর তোর সঙ্গে কোথাও যা'ব না; তুই মানুষ খুন কর্'তে পারিস্।

শ্যামলা। কেন দাদা?

শিশির। সে কথায় আর কাজ নাই, এখন আশ্রমে ফিরে চল্।

শ্যামলা। যাচ্ছি। হাঁ দাদা, তুমি ভেবেছিলে, শ্যামলা ডুবে

 

মরেছে—না দাদা? তা' মরণ যে হয় না দাদা—আমার মরণ হ'তেই পারে না। আমার বাপও নেই, মা'ও নেই—আমার জন্যে কাঁদার লোক কেউ নেই—মরণ হ'বে কেন দাদা!

শিশিরকুমার কোনও কথা কহিল না—কেবল শ্যামলার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্যামলা বলিতে লাগিল—"দাদা, তোমার জন্যে বেশ একটা মজার জিনিস এনেছি—এই দেখ।"

"দেখ" বলিয়াই শ্যামলা একটী সুন্দর কৌটা শিশিরকুমারের হস্তে অর্পণ করিল। কৌটাটী বন্ধ। শিশিরকুমার তাহা তাড়াতাড়ি খুলিতে যাইতেছিল। মহাপুরুষ তাহা কৌশলে শিশিরকুমারের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন। শিশিরকুমার অবাক হইয়া মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শ্যামলা হো—হো করিয়া হাসিয়া তীরবেগে আশ্রমাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

মহাপুরুষ বলিলেন—"ও কৌটা তোমারই রহিল। তবে উহা এখন আমার নিকটেই থাকুক।"

অতি দীনভাবে শিশির কহিল—"আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

মহাপুরুষ ধীরপদবিক্ষেপে আশ্রমের দিকে চলিলেন—শিশির-কুমার তাঁহার অনুসরণ করিল।

তখন সূর্য্যকিরণ অস্তমিত—কিন্তু দিনের আলোকও একেবারে নিবিয়া যায় নাই। সাগরোর্ম্মি তখন তালবৃক্ষ প্রমাণ—সাগরের গর্জ্জন তখন ভীতিপ্রদ!

শিশিরকুমার ভাবিতে লাগিল—অষ্টমবর্ষীয়া শ্যামলা কেমন

করিয়া ঐ ভীম তরঙ্গ মথিত করিয়া কূলে আসিল ; আর সাগর বক্ষে সে ঝাঁপাইয়াই বা পড়িয়াছিল কেন? কৌটার কথা ভাবিতেও শিশিরকুমার বিরত হইল না। ভাবিতে ভাবিতে শিশিরকুমার ভাবনার সমুদ্রে পড়িয়া গেল। সে সমুদ্রেরও কূল কিনারা নাই। চিন্তা-সমুদ্রে পড়িয়া শিশিরকুমার ভাসিয়া চলিল। সমুদ্র-তরঙ্গ তখন তাহাকে কখনও ডুবাইল, কখনও উঠাইল। কে জানে—শ্যামলার মত সে আবার কূল পাইবে কিনা।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরসীর মৃত্যুর পর হইতে নবীনচন্দ্রের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। "গোপাল", "গোপাল" করিয়া বৃদ্ধ সারা হইয়াছেন। "গোপাল" ভিন্ন, বৃদ্ধ, মুহূর্ত্ত মাত্রও থাকিতে পারেন না।

চিকিৎসকগণ স্থির করিলেন, বৃদ্ধকে স্থানান্তরিত করা একান্ত উচিত। বায়ু পরিবর্ত্তনে রোগীর রোগোপশম হইতে পারে বলিয়া অন্যান্য সকলেও স্থির করিল। কিন্তু সেরূপ অবস্থায় রোগীকে স্থানান্তরিত করা যায় কেমন করিয়া—সেই ভাবনাতে নবীনচন্দ্রের আত্মীয়স্বজনগণ অস্থির হইয়া পড়িল।

এই সময়ে নবীনচন্দ্রের বাটীতে একদিন এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল। তাঁহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনা দেখিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইল, সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন। বিশেষ তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের হৃদয় স্বতঃই ভক্তি-রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। তিনিও আদেশ করিলেন—বৃদ্ধকে, কোনও একটা তীর্থস্থানেই লইয়া যাওয়া উচিত। তীর্থস্থানে বৃদ্ধের রোগোপশম না হউক, পরলোকের কিছু কার্য্য হইতে পারে। চিকিৎসকগণের পরামর্শে বৃদ্ধকে পুরী-সমুদ্রতীরে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইল। নবীনচন্দ্রের পুত্রপরিজনগণ সপরিবারে পুরী যাইতেই মনস্থ করিল। তাহার আয়োজনও চলিতে লাগিল।

যে সন্ন্যাসী নবীনচন্দ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন, তিনি আর

কেহ নহেন—স্বয়ং “মহাপুরুষ।” শিশিরকুমারের মুখে সকল কথা শ্রবণান্তর তিনি বিল্বগ্রামে আসিয়াছিলেন। বিল্বগ্রামে যখন তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সরসীর মৃতদেহের সৎকার করিয়া অজিতকুমার প্রভৃতি গৃহে ফিরিতেছে। মহাপুরুষ আর নবীনচন্দ্রের গৃহে যাইলেন না। স্থানান্তরে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরে সুবিধামত নবীনচন্দ্রের গৃহে অতিথি হইয়া পৌরজনকে বলিলেন, বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রকে কোনও এক তীর্থস্থানে লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। কথায় কথায় তিনি পুরীক্ষেত্রেরই নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। চিকিৎসকগণও সমুদ্রতীরের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া—মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। নবীনচন্দ্রের পৌরজনেরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও আর “সন্ন্যাসীর” দর্শন পাইল না।

ইতিমধ্যে আর এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। চপলার যে অলঙ্কারগুলি অপহৃত হইয়াছিল, পুলীসের চেষ্টা ও সন্ধানের ফলে তাহা গ্রামান্তরে এক পোদ্দারের দোকানে পাওয়া গিয়াছে। পুলীস, আসামী ও অলঙ্কারগুলি লইয়া নবীনচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইল। আসামী আর কেহ নহে—মাধবীর ভ্রাতা। অশ্বিনীকুমার ঘৃণায় ও লজ্জায় মরিয়া গেল।

মাধবী কিন্তু দমিবার পাত্রী নহে। সে বলিল—“হতভাগা ছোঁড়াকে যখনই, আমি ছোট্‌ঠাকুরঝির সঙ্গে দেখেছি, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। যা’ক্—এখন জেলে যা’ক্। অমন ভাই থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। বংশের কুলাঙ্গার!”

মাধবীর ভ্রাতা জীবনচন্দ্রের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। সে মদ্যপ—মদ্যপেরা সচরাচর যেরূপ চরিত্রের হইয়া থাকে, জীবনচন্দ্রও তাহাই। জীবনচন্দ্র মূর্খ—কিন্তু তাহার ভগিনীস্নেহ অত্যন্ত অধিক। জীবনচন্দ্র ভগিনীকে বিশেষ ভালবাসে। সে তাহার পিতা মাতাকে আদৌ গ্রাহ্য করে না—কিন্তু ভগিনীর কথায় সে মরিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ভগিনী মাধবীলতাও ভ্রাতাকে যথেষ্ট স্নেহ করে—এমন কি তাহার মদ্যপানের ব্যয় পর্য্যন্ত সে বহন করিয়া থাকে।

জীবনচন্দ্র তাহার পিতামাতার সহিত বিল্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী বদনগঞ্জে বাস করে। সেই গ্রামের এক পোদ্দারের দোকানে অলঙ্কারগুলি সে বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। পোদ্দার সন্দেহ বশতঃ পুলীসে সংবাদ দেয়। পুলীস আসিয়া তাহাকে ধৃত করিলে সে বলে,—অলঙ্কারগুলি, বিল্বগ্রামের নবীনচন্দ্রের পরিবারের কোনও এক স্ত্রীলোকের। সে এই অলঙ্কারগুলি তাহাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছে। পুলীস, আসামীকে লইয়া নবীনচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া তদারক আরম্ভ করিল। অজিতকুমার দেখিল—মেজ্‌দাদার শ্বশুরবংশে একটা কলঙ্ক-কালিমা পড়ে। সনৎকুমার প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া সে পুলীসের সমক্ষে আসিয়া বলিল—

"হাঁ, গহনা আমাদেরই বটে। গহনাগুলি জীবনচন্দ্রকে বিক্রয় করিতেই দেওয়া হইয়াছিল। অতএব পুলীস তাহাকে নিগ্রহ করে কেন?"

সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া পুলীস, জীবনচন্দ্রকে ছাড়িয়া

দিতে বাধ্য হইল। জীবনচন্দ্র নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপনগ্রামে চলিয়া গেল। কেহ তাহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না—জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকও বোধ করিল না।

বিনা দোষে সরসীর অকাল মৃত্যুর জন্য এখন সনৎকুমার, চপলা প্রভৃতি সকলেই অধিকতর অনুতপ্ত হইল। অশ্বিনীকুমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—"স্ত্রীর আর মুখ দর্শনও করিব না। আমিও শিশিরকুমারের মত গৃহত্যাগ করিব।"

অজিতকুমার যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যূষেই তাহারা ৺পুরী যাত্রা করিবে। বৃথা সময় নষ্ট করিলে রোগীর শরীর আরও খারাপ হইয়া পড়িবে।

## চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

যাত্রার সময় উপস্থিত হইল—মোটমাট গো-যানে উঠিল—পুরস্ত্রীগণ অশ্বযানে চড়িল। কেবল কর্ত্তা, গাড়ীতে উঠিলেই গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নবীনচন্দ্রের পুত্রগণ উদ্বিগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—কর্ত্তা, দ্বিতল হইতে কিছুতেই নামিতেছেন না। তিনি অর্দ্ধ হিন্দি, অর্দ্ধ বাংলায় বলিতেছেন—

"হামি যা'বে না বাবা।"

পিতার কথা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ প্রমাদ গণিল। হুগলি হইতে কলিকাতায় পৌছাইয়া তবে তাহাদিগকে পুরী যাত্রা করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিতে না পারিলে মধ্যপথে বড় বিপদেই পড়িতে হইবে। "হামি যা'বে না বাবা"—শুনিয়া পুত্রগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমারকে বলিল—"কি হ'বে অশ্বিনী—যাওয়া স্থগিত ক'রব না কি? বাবা যে রকম বেঁকে বসেছেন, তা'তে ত দেখ্‌ছি—আজ আর যাওয়া ঘটে না।"

অশ্বিনী। তা'কি হয় দাদা! সব ঠিক্‌ঠাক্, জিনিস পত্র গাড়ীতে উঠেছে!

সনৎ। আরে তা'ত বুঝ্‌ছি—কিন্তু যাওয়া হয় কেমন ক'রে?

কেমন করিয়া পিতাকে দ্বিতলের গৃহ হইতে নামাইতে পারা যায়, পুত্রগণ তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। অন্যান্য আত্মীয়-

স্বজনও সে পরামর্শে যোগদান করিল। কিন্তু কেহই কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিল না। মানসী, গাড়ীর ভিতর হইতে অজিতকুমারকে ডাকাইয়া বলিল—"ছোড়্দা, একবার "সেজ"কে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেখ না।"

সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্য সকলেও সে কথার সমর্থন করিল। বিনোদিনী গাড়ীর ভিতর হইতে নামিয়া শ্বশুরকে আনিতে গেল। চপলাও বিনোদিনীর সঙ্গে চলিল। মাধবী তাহা দেখিয়া মনে মনে হিংসানলে জ্বলিয়া গেল। বিনোদিনী ও চপলাকে কর্ত্তার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ভৃত্য, কর্ত্তার শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনোদিনী শ্বশুরকে ডাকিল—"বাবা।"

নবীনচন্দ্র তাহাতে কোনও উত্তর দিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া শয্যাতেই পড়িয়া রহিলেন। বিনোদিনী পুনরায় একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "বাবা।"

নবীনচন্দ্র চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া বলিলেন—"কেরে গোপাল, আয় বাবা আয়। কিছু খাবি ?"

"হাঁ বাবা খা'ব। বাজার থেকে আপনি খাবার কিনে দেবেন চলুন।"

"বা-জা-র! সে কোথা'? আচ্ছা চল্।" "আচ্ছা চল্" বলিয়াই নবীনচন্দ্র শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। বিনোদিনী, চপলাকে ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত মাত্রেই চপলা, সনৎকুমার ও অজিত-কুমারকে গৃহের মধ্যে পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী শ্বশুরকে আবার বলিল—

"চল বাবা।"

"কোথায়?"

"বাজারে।"

"হুঁ, বাজারে! আচ্ছা চল্।"

পুত্রগণকে দেখিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "এরা কে—এরা, এরা? হুঁ, হুঁ বাজারের চৌকিদার! উঁহুঁ—উঁহুঁ ডাকাত! না গোপাল?"

বিনোদিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—

"চলুন্ না বাবা, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

বিনোদিনীর পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে নবীনচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—"আহা—বাছারে—ক্ষিদে—ক্ষিদে? হুঁ হুঁ—ডাকাতে খা'বে—মার্‌বে, কেড়ে নেবে—পালা'বে—হুঁ হুঁ!

"চলুন্ বাবা?"

"যা'বি, যা'বি, হুঁ—আচ্ছা—।"

নবীনচন্দ্র একটু একটু করিয়া উঠিতে লাগিলেন, সনৎকুমার প্রভৃতি পিতাকে ধরিয়া তুলিল। নবীনচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চলিতে লাগিলেন। বিনোদিনী অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

বাটীর ফটকের নিকট আসিয়া নবীনচন্দ্র বহু গো-যান ও অশ্ব-যান দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

"হুঁ—হুঁ—গাড়ী গাড়ী!"

"গাড়ীতে উঠুন।"

"হামি যা'বে না বাপ্। হুঁ—হুঁ—!"

"আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে বাবা!"

"কে রে গোপাল ? আয়—আয় !"

"এই যে আমি আপনার সঙ্গে আছি। আসুন—আসুন—উঠুন।"

"উঠি—উঠি। হুঁ—গোপাল !"

"কি বাবা ?"

এই সময়ের মধ্যে ধরাধরি করিয়া সকলে নবীনচন্দ্রকে গাড়ীর মধ্যে উঠাইয়া দিল। নবীনচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া—ডাকিলেন—

"গোপাল ?"

"কি বাবা ?"

"আয় বস্—কিছু খা'বি ?"

'হাঁ, তাইত বাজারে যাচ্ছি।"

নবীনচন্দ্র দুই একবার "হুঁ—হুঁ" করিয়া অবশেষে স্থির হইয়া বসিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বিনোদিনী শ্বশুরের গাড়ীতেই রহিল—না থাকিলে আর উপায় নাই।

বিনোদিনীর সাহায্যে নবীনচন্দ্রকে ট্রেণে উঠান হইল। তৎপরে যথাস্থানে গাড়ী বদল করিয়া পুরীর গাড়ীতে সকলে উঠিল। নবীনচন্দ্র গাড়ীতে আসিতে আসিতে বেশ একটু আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে আলোক-মালা দেখিয়া বিনোদিনীকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"গোপাল—এটা কাদের নরক বাবা—এযে দেখছি, খুব গুল্‌জার !

বিনোদিনী শ্বশুরের মস্তকে হাত বুলাইয়ে দিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেণ ছাড়িল—নির্দ্দিষ্ট সময়েই নবীনচন্দ্রের পরিবার পুরী পৌঁছিল। বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র পথে আর বিশেষ কোনও গোলযোগ করেন নাই।

---

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামলা হাসিয়া হাসিয়া শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল—"শিবু-দাদা, তুমি শিশিরদাদাকে বেশী ভালবাস, না আমাকে বেশী ভালবাস?"

"তুই বল্ দেখি শ্যামলা, আমি কা'রে বেশী ভালবাসি?"

"বেশী—বেশী! আচ্ছা বল্‌ছি দাঁড়াও; না—বল্‌ব না।"

"দুষ্ট মেয়ে—যাঃ, তোর কথা শুন্‌তে চাই না। আমি গুরু-দেবের কাছে চল্লেম, তোর সব দুষ্টামীর কথা আমি তাঁ'র কাছে ব'লে দিচ্ছি—দাঁড়া ত!"

"আচ্ছা তা' ব'ল। বাবা কোথায়?"

"শিশিরের সঙ্গে কথা বল্‌ছেন।"

"তুমি আজ সেখানে যা'বে না!"

"কোথায়?"

"যেখানে রোজ সন্ধ্যার সময় যাও।"

"যা'ব—তুই আমার সঙ্গে যা'বি?"

"নাঃ—তারা কেমন লোক!"

"কা'রা কেমন লোক—শ্যামলা!"—বলিয়া শিশিরকুমার সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শিশিরকুমারকে দেখিয়া শ্যামলা হাসিতে লাগিল। শিবানন্দ ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

শিশির। কা'দের কথা বল্‌ছিলি শ্যামলা?

শ্যামলা। সে—সে তা'রা। দাদা, তুমি আজ এত শুকিয়ে গেছ কেন?

শিশির। মনটা বড়ই খারাপ হয়েছে দিদি। বাড়ীর জন্য—বাবার জন্য প্রাণটা আজ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে।

শ্যামলা। এই বুঝি, তোমার সন্ন্যাস!

শিশির। বাবাকে একবার দেখ্‌তে পেলে আমি আমার মন স্থির কর্‌তে পারি। আমি যে বাবাকে না ব'লে চলে এসেছি শ্যামলা!

শ্যামলা। তা'ত অনেকবারই বলেছ। আর সে ত অনেক দিনের কথা। আজ হঠাৎ তুমি এমন হ'লে কেন?

শিশির। তা' জানি না—কিন্তু আজ যেন মনটা কেমন হ'য়ে গিয়েছে; সেটা বেশ বু'ঝতে পার'ছি।

শ্যামলা একটী ছোট "হুঁ" বলিয়া শূন্যপানে চাহিয়া রহিল। তখন সে বড়ই গম্ভীরা, তখন যেন সে কোনও গভীর তত্ত্ব-কথা ভাবিতেছে। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া তাহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে শিশিরকুমারের সাহস হইল না।

শ্যামলা-চরিত্রের এইটুকুই বিশেষত্ব। সে যখন বালিকার ন্যায় কথা বলে, বালিকার ন্যায় চঞ্চল স্বভাবাপন্না হয়, তখন সে এক প্রকার; কিন্তু যখন সে গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন সে আর এক প্রকার। শিশিরকুমার শ্যামলার সে মূর্ত্তি অনেকবার দেখিয়াছে। তাই সে শ্যামলাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল

না। শিশিরকুমার অনিমেষলোচনে শ্যামলার ভাব-ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার বাতাস তখন সবে মাত্র বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; পূর্ণিমা তিথির পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না তখনও পরিস্ফুট হয় নাই; বিহগকুলের কল-কাকলী তখনও নীরব হয় নাই; দিবা ও নিশির সেই অপূর্ব্ব সন্ধিকালে শ্যামলা মুক্ত গগনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল—"মা।"

সে 'মা' রবে শিশিরকুমারের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যোড় করে শিশিরকুমারও ডাকিল—"মা।"

শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরে শ্যামলার সমাধি ভঙ্গ হইল। শিশিরের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলিল—"দাদা, সংসারটা ভোজবাজী। হাঃ—হাঃ—হাঃ—শুন্‌বে শুন্‌বে? তবে শোন।

শ্যামলা, ইমন রাগিণীতে "কল্যাণ" মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল,—

এ সংসার যে ভোজের বাজী,
মিছে আমার আমার করা!
বদ্ধ সবাই হৃদ্দ হ'য়ে
যায়'যে চ'লে ছেড়ে ধরা।
সবাই হেথা' থাকে প'ড়ে,
প্রাণ-পাখী যায় কেবল উড়ে—
সবাই তখন শব হ'য়ে যায়
ধরা তখন দুঃখ ভরা;

আবার হাসে, আবার কাঁদে
ধরাই যে গো এমনি ধারা॥

সে গান শুনিয়া শিশিরকুমারের চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।

শ্যামলা কহিল—"দাদা কাঁদ্‌ছ—কাঁদ, কাঁদ—আবার হাস্‌বে। কাঁদ্‌লেই হাস্‌তে হয়, হাস্‌লেই কাঁ'দ্‌তে হয়।"

শ্যামলার কথাগুলি অসংলগ্ন, কিন্তু ভাব পরিপূর্ণ। শিশিরকুমার শ্যামলাকে সকল সময়ে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু তাহার কথা শিশিরকুমারের বিশেষ ভাল লাগে। শ্যামলার কার্য্যকলাপও অলৌকিক। মহাপুরুষও যে শ্যামলাকে কি একটা অভিনব ভাবের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সে কথাও শিশিরকুমার অনবগত নহে। এই পাঁচ রকমে শিশিরকুমার মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছে, শ্যামলা সাধারণ বালিকা নহে—শ্যামলা দেবী-ভাবে পরিপূর্ণা। শ্যামলা যাহা করে, তাহা বালিকার ভাণ মাত্র। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই শিশিরকুমার শ্যামলাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু শ্যামলা, শিশিরকুমারকে তাহা করিতে দেয় না। সে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া শিশিরকুমারের সমস্ত মনের ভাবটা ওলট পালট্ করিয়া দেয়।

শিশিরকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"শ্যামলা, বাবাকে কি একবার দে'খতে পা'ব না?"

শ্যামলা মৃদুমধুর হাসিয়া বলিল—"কি জানি। আমি নিজে-কেই নিজে জানি না। তা'—হাঁ, পা'বে বৈ কি; হয়ত না পেতেও

পার। না—না পা'বে বৈকি; ব্যাকুল হয়েছ, পা'বে না—পা'বে, পা'বে।"

কথা শেষ করিতে না করিতেই শ্যামলা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। শ্যামলার ধারাই এরূপ। সে কখন যে কি করে, কখন যে কি বলে, তাহা সাধারণ লোকে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে যাহা হউক, শিশিরকুমারও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। বৃক্ষান্তরাল হইতে মহাপুরুষ গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন,—"শ্যামলা, মা!"

"কি বাবা" বলিয়া উত্তর দিয়া শ্যামলা মহাপুরুষের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মহাপুরুষ, শ্যামলাকে ক্রোড়ে পাইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—শ্যামলা ত বলিয়াছে,—"বাবার সঙ্গে দেখা হ'বে। কিন্তু কবে?"

---

# ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

৺ পুরীধামে আসিয়া অবধি নবীনচন্দ্র যেন একটু আরোগ্য-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। সকলেই বলিতে লাগিল, স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য বোধ হয় এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা, নবীনচন্দ্রের আবাস স্থান। তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে। উষায় ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে সমুদ্রতীরে বায়ু সেবন করাইতে লইয়া যাওয়া হয়। আহারাদির ব্যবস্থাও বৃদ্ধের মনোমত হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থায় বৃদ্ধ যেন একটু প্রফুল্লতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বভাব এখন আর তেমন নাই! তবে 'গোপাল'কে" তিনি ভুলিতে পারেন নাই। বিনোদিনীর কিন্তু এখন "গোপাল" সাজিতে লজ্জা করে। তবে শ্বশুরের জন্য বিনোদিনীকে সবই করিতে হয়।

মানসী একদিন বিনোদিনীকে রহস্য করিয়া বলিল—"সেজ, তোর ঢং কত!"

বিনো। কেন দিদিমণি?

মানসী। তুই গোপাল হ'লি কেমন ক'রে বল্ দেখি?

"মিছে নয়"—বলিয়া মাধবী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মাধবী বলিতে লাগিল—"কর্ত্তার ও আর আর পুরুষদের সাম্‌নে তোর অমনতর বেহায়াগিরি কর্‌তে লজ্জা করে না সেজ বৌ?"

বিনো। কেন দিদি ?

মাধবী। আবার কেন দিদি ? মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষের মত থাকাই ভাল। অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তা'তে লোকে নিন্দে করে।

মানসী। কিসের নিন্দে মেজ বৌদি' ? "সেজ" যদি না থাকৃত, তা'হ'লে বাবার পরমায়ু ত এতদিন ফুরিয়ে যেত। বাবা যা' ভালবাসেন—

মাধবী। রেখে দাও তোমার "ভালবাসেন।" ঘরের বৌ পুরুষ সেজে ঢং ক'রে বেড়ায়, আবার বলা হচ্ছে "ভালবাসেন"। তুমিই ত এই বল্‌ছিলে—"সেজ তোর ঢং কত ?" আবার আমাকে দেখে মেজাজ্ বদ্‌লে গেল কেন ?

মানসী। আমি বল্‌ছিলাম, ঠাট্টা ক'রে,—তুমি বল্‌ছ হিংসা ক'রে। এই তফাৎ।

মাধবী। কি—আমি হিংসা করি ?

মানসী। চিরকাল। তোমার হিংসার বিষেই যে সংসারটা উচ্ছন্নে গেল, তা'কি আর জান না ?

মাধবী। দেখ, তুমি মুখ সাম্‌লে কথা ব'ল।

মানসী। অনেক সাম্‌লেছি, অনেক সয়েছি। আর সইতে পারি না বলেই আজ এত গুলো কথা ক'য়ে ফেল্লেম—নইলে চুপ্ ছিলেম্, চুপই থাকৃতেম।

বিনো। তুমি রাগ কর্‌ছ, কেন ঠাকুর-ঝি ? মেজ্‌দি' ত আমাকে কোনও কড়া কথা বলেন নি। তা'তে আর দোষ কি ?

বাবা সেরে উঠুন, আমি লক্ষ গণ্ডা কথা শু'নব, আর হা'স্‌ব। মেজ্‌দি', তুমি রাগ ক'র না মেজ্‌দি'। আমি যে বাবার মেয়ে।

মাধবী। আচ্ছা বাপু, আমার ঘাট হয়েছে। আমি না জেনে না শুনে একটা কথা ক'য়ে ফেলেছি, তা'র কি আর মাপ্‌ নেই ঠাকুরঝি?

মানসী। না বৌদি' মাপ্‌ কিসের? নানা যন্ত্রণায় মনেরও ঠিক নেই। কি বল্‌তে আমি কি ব'লে ফেলেছি; তুমিও কিছু মনে ক'র না।

"না—না—কিছু না" বলিয়া মাধবী আপনার দন্তপংক্তির মধ্যে জিহ্বাগ্রভাগ নিষ্পেষিত করিতে করিতে চলিয়া গেল। মানসী তাহা লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু বিনোদিনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সে শিহরিয়া উঠিল। বিনোদিনীর হৃদয়ে অন্ধকারের ছায়া পড়িল। কিন্তু সে তাহা মানসীর নিকট উল্লেখ করিল না।

এমন সময়ে মঠ হইতে স্বামী শিবানন্দ "কর্ত্তার" খোঁজ খবর লইতে আসিলেন। নবীনচন্দ্রের পরিবারবর্গের সকলেই অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া শিবানন্দস্বামীকে আতিথ্য গ্রহণ করাইতে যত্নবান হইল। সেই গোলযোগের মধ্যে মানসী ও বিনোদিনী, মাধবীর সকল কথা, সকল ব্যঙ্গোক্তি ভুলিয়া গেল।

শিবানন্দস্বামী মহাপুরুষেরই প্রেরিত। তিনি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় আসিয়া নবীনচন্দ্রের সংবাদ লইয়া যান। তবে মহাপুরুষের আশ্রমে যে শিশিরকুমার আশ্রয় পাইয়াছে—সে কথা

নবীনচন্দ্র এবং তাঁহার পরিবারবর্গ জ্ঞাত নহেন, কিম্বা শিশির-কুমারও সে বিষয় অবগত নহে। মহাপুরুষের এমনই আদেশ।

শিবানন্দস্বামীকে পাদ্যর্ঘ্য দিয়া সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আজ আপনার তেমন প্রফুল্লতা নাই কেন?" শিবানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সন্ন্যাসীর আবার প্রফুল্লতাই কি, আর অপ্রফুল্লতাই বা কি! আমরা এক প্রকার তাহার অতীত।"

শিবানন্দস্বামীকে পুরস্ত্রীরা আসিয়া প্রণাম করিল। শিবানন্দ "স্বস্তি" উচ্চারণ করিলেন।

শিবানন্দ আসন গ্রহণ করিলে অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো! পিতার জীবনের আশা আছে ত?"

শিবানন্দ। প্রভুই ব'লতে পারেন। তবে দিন দিন তাঁ'র স্বাস্থ্যোন্নতি দেখে মনে হচ্ছে যে তাঁ'র জীবনের আশা ক্ষীণ নয়।

অজিত। কাল যে ঔষধ দিয়েছিলেন, বাবা তা'ত খান নি। সব ফেলে দিয়েছেন। বলেন, "আর ওষুধ খা'ব কেন। আমার কি হয়েছে।"

শিবা। যা'তে তিনি ভাল থাকেন, তা'ই তোমরা কর। ওষুধ যা' তিনি খেয়েছেন, তা'ই যথেষ্ট—আর হয়ত না খেলেও চলে।

মানসী, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার জন্য শিবানন্দকে কহিল—"ভাগ্যে এদেশে এসেছিলেম, তাই ত আপনার কৃপায় বাবার প্রাণ ফিরে পেলেম্।"

শিবানন্দ। আগে পাও, তা'র পর ব'ল মা।

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল। তৎপরে শিবানন্দস্বামী বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় শিবানন্দস্বামী মাধবীর উদ্দেশে বলিলেন—"কি গো, তুমি আজ কাল এত চুপ চাপ্ কেন?" মাধবী তাহার কোনও উত্তর দিল না—কেবল কি যেন একটা ইঙ্গিত করিল। শিবানন্দস্বামী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অন্যান্য সকলে সে হাসির অর্থ বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মাধবী তাহা বুঝিল।

অন্য কোনও চতুর লোক সে স্থানে উপস্থিত থাকিলে সে মাধবীরও নিন্দা করিত, আর শিবানন্দস্বামীরও নিন্দা করিত। সন্ন্যাসী ও কুলবধূর মধ্যে এরূপ ইঙ্গিত ঈসারা শোভন হয় কি?

# সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্রের পরিবারবর্গ পুরীধামে আসা অবধিই শিবানন্দস্বামী যে মহাপুরুষের আদেশে সে বাটীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নবীনচন্দ্রের পরিজনবর্গ সকলেই শিবানন্দস্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে —আর করাও উচিত। বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রের জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী কত মহামূল্য সময়ই নষ্ট করিতেছেন ও কত পরিশ্রমই না স্বীকার করিতেছেন। নবীনচন্দ্রের পরিজনবর্গ যে শিবানন্দস্বামীর প্রতি এরূপ ভক্তিমান, তাহা কতকটা কৃতজ্ঞতা সূত্রেও বটে আর কতকটা সন্ন্যাসী বলিয়াও বটে। কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রতি সেই ভক্তি ও সেই কৃতজ্ঞতা একজনের পক্ষে কালস্বরূপ হইল। সেই কথারই উল্লেখ করিতেছি।

শিবানন্দস্বামী বাল-যোগী নহেন। তিনি সংসার আশ্রমেই ছিলেন। সংসারে ব্যথা পাইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপুরুষের কৃপায় আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেও তিনি উন্নীত হইয়াছেন। শিবানন্দ, মহাপুরুষের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। মহাপুরুষের অনুপস্থিতে মঠের কার্য্যাদি শিবানন্দস্বামীই চালাইয়া থাকেন। শিবানন্দস্বামী এত উন্নত না হইলে কি তিনি মহাপুরুষের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইতে পারিতেন ?

সেই শিবানন্দস্বামীকে মাধবী হস্তগত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। আশা—তাঁহাকে হস্তগত করিয়া সে স্বকার্য্য উদ্ধার করিবে, নবীনচন্দ্রের সংসারের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। সে কথা, অবশ্য, পাপিয়সী, শিবানন্দস্বামীর সম্মুখে প্রকাশ করে নাই। তবে তাহার মনের ভাব এইরূপই।

শিবানন্দস্বামী প্রতিদিনই সে বাটীতে আসিয়া থাকেন, সকলের সহিত গল্প-স্বল্প করেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলিয়া যান। এই অবসরেই মাধবী, সন্ন্যাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়াছে। শিবানন্দস্বামী মধ্যে মধ্যে মাধবীর সহিত নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেই সুযোগে মাধবী তাহার মনের কথা সন্ন্যাসীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। শিবানন্দস্বামী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, এ রমণী পাপিয়সী, ইহার সংস্রবে না থাকাই উচিত। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভাবিলেন—আমরাও যদি ইহাকে পাপিয়সী বলিয়া পরিত্যাগ করি, তবে ইহার কি উপায় হইবে। তাহাপেক্ষা ইহাকে পাপপথে যাইতে না দিয়া পুণ্যপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা যাউক—হয়ত সুফলও ফলিতে পারে।”

সন্ন্যাসী সেই পথই সুপথ স্থির করিয়া মাধবীর সহিত দিন দিন ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু মাধবীর প্রকৃতি সেরূপ নহে—তাহার কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইল না। বরং সন্ন্যাসীর আশ্রয় লাভ করিয়া তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা, দ্বেষ-হিংসা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিবানন্দস্বামীও বিপদে পড়িলেন। তিনি তখন মাধবীকে পরিত্যাগ করিতেও পারেন না—কারণ

মাধবীর করুণ দৃষ্টি ও রমণী-সুলভ কোমলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার একটু দয়াও হইয়াছে; মাধবীর প্রতি তাঁহার একটু মায়াও পড়িয়াছে। অথচ তাঁহার দ্বারা যে মাধবীর কোনও উপকার হইতেছে না, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছেন। বুঝিতে পারিয়াও সে কথা প্রকাশ্যে তিনি বলিতে পারিতেছেন না। একটু স্নেহ, একটু মায়া আসিলে মানব মাত্রেই একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যথেষ্ট শক্তিমান পুরুষ না হইলে সে মায়া কিম্বা চক্ষু লজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শিবানন্দস্বামী মহাপুরুষের মত শক্তিমান পুরুষ নহেন। তিনি মাধবীর মায়ায় পড়িয়া সংসারীর মত অনেক কথাই অপ্রকাশ রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাধবী যে সে কথা না বুঝিতে পারিল, এমন নহে। তাহা বুঝিতে পারিয়াই সে সন্ন্যাসীর উপর আদর আবদার বাড়াইবার সুবর্ণ-সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না। অবশেষে এমন হইয়া পড়িল যে শিবানন্দকে অনেক সময়ে মাধবীর কথাতেই সম্মত হইতে হইত। তবে তাহাতে কাহারও অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়েও তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকিত।

মাধবীর চাল চলন দেখিয়া অশ্বিনীকুমারের মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের বড়ই কোমল প্রাণ এবং পত্নীকে সে বিলক্ষণ ভয়ও করিয়া থাকে। সহসা কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সে সাহস করিল না। বাটীর অন্যান্য লোকে মাধবীর চরিত্রে যদিও সন্দিহান হইল, কিন্তু শিবানন্দস্বামী তাহার কতকটা পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া তাহারাও কোনও কথা

কহিতে সাহস করিল না। কারণ, শিবানন্দস্বামী যে দেবচরিত্র লোক সে বিষয়ে আর কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং মাধবীর মনোবৃত্তিগুলি স্বচ্ছন্দজাতা বিষ-বল্লবীর মত দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল।

মানসী ও বিনোদিনীর উপরেই মাধবীর ক্রোধ ও হিংসার মাত্রাটা কিছু অধিক। চপলার উপরেও সে সন্তুষ্টা নহে। শ্বশুরকে সে কোনও কালেই গ্রাহ্য করে নাই, আজও করে না। সনৎকুমারকেও সে বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কারণ, তাহার ধারণা—"বড়ঠাকুর কাপুরুষ।" কাপুরুষকে কে আবার ভক্তি শ্রদ্ধা করে! কেবল মাত্র অজিতকুমারকে মাধবী অল্পমাত্রায় ভয় করিয়া থাকে। কারণ অজিতকুমার ভয়ানক ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি। তাহার রাগ হইলে সে আর কাহাকেও আত্মীয়তার গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে চাহে না। এইরূপ অবস্থায় মাধবী-সর্পিণী ফণা ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অজিতকুমার তাহার পক্ষে নিতান্তই "হেঁতাল" বলিয়া সে, সে বিষয়ে সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। মাধবীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য শিবানন্দস্বামী বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু "স্বভাবো এবাত্র তথাতিরিচ্যতে।" মাধবীর স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না—বরং সে দিন দিন ভয়ঙ্করী হইতে লাগিল।

# অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

নবীনচন্দ্র ডাকিলেন—"গোপাল!"

বিনোদিনী উত্তর দিল—"কি বাবা!"

বৃদ্ধ, বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। সে মুখ দেখিয়া দেখিয়া তিনি যেন কি ভাবিতেছেন, কি একটা হারাণ স্মৃতি বিস্মৃতি-সাগর হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু তাহা করিতে পারিতেছেন না; সব যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, কপালে চিন্তারেখা পড়িল, নয়ন বিস্ফারিত হইল। তাঁহার স্মৃতি আর যেন কিছুতেই জাগরিত হইতেছে না। ভাবিয়া ভাবিয়া নবীনচন্দ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার ক্লান্ত চক্ষু শ্রান্তিবশে মুদ্রিত হইল। তখনও তাঁহার বদনমণ্ডলে চিন্তা-রেখা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বিনোদিনী বসিয়া বসিয়া পিতৃপ্রতীম নবীনচন্দ্রকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

অজিতকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পিতা নিদ্রিত—বিনোদিনী তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। অজিতকুমার ইঙ্গিতে বিনোদিনীকে বাহিরে উঠিয়া আসিতে বলিল। বিনোদনী ইঙ্গিতেই স্বামীকে বুঝাইয়া দিল যে পিতৃদেব নিদ্রিত নহেন, জাগ্রতাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি শয়ন করিয়া আছেন।

সময়টা তখন সন্ধ্যা—বরং বলা যায়, সন্ধ্যা সবে মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রদীপের অস্পষ্টালোকে অজিতকুমার জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, একটা অস্পষ্ট ছায়া বাটীর পশ্চাৎদিকের প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অজিতকুমার চমকিত হইল। কিন্তু

সে পরক্ষণেই ভাবিল, বাটীরই কোনও লোক বোধ হয় কোনও কার্য্যসূত্রে প্রাঙ্গণে যাতায়াত করিতেছে এবং অন্ধকারে তাহাকে ছায়ার মতই দেখাইতেছে! পরে ছায়া আর দেখিতে পাওয়া গেল না। অজিতকুমার সে বিষয় লইয়া আর আন্দোলনও করিল না।

নবীনচন্দ্র পুনরায় ডাকিলেন,—"গোপাল।"

বিনোদিনী সে ডাকের আর উত্তর দিল না—বসিয়া বাতাসই করিতে লাগিল। অজিতকুমার উত্তর দিল—"বাবা ডাক্‌ছেন?"

নবীন। দূর, তোকে কেন, গোপালকে—তুইত—তুইত—হ্যাঁ তুইত—দূর ছাই—তুইত—

অজিত। আমি অজিত।

নবীনচন্দ্র অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে বলিলেন,—হাঁ ঠিক বলেছিস্—তুই অজিত। আর কে কে ছিলরে!

অজিত। কেন সবাই ত আপনার কাছে আছে। বড়দা', মেজদা, মানু, বোয়েরা সবাই ত আপনার কাছেই আছে।

নবীন। হাঁ আছে। আছে ত কি হ'ল!

অজিত। না কিছু হয় নাই। সবাই আছে, তাই বলছি!

নবীন। হাঁ, বল্‌ছি, বল্‌ছি। সে কোথায় রে! সেই সে—সে? সেই যে রে—সেই—সেই? বুঝ্‌তে পারিস্ না, সেই যে রে ভারী দুষ্টু, ভারী অভিমানী, ভারী রাগী—বুঝ্‌তে পারিস্? বল্ না, বল্‌নারে সে কোথায়? আবার চুপ্ ক'রে থাকে! বল্ না রে ছোঁড়া, সে কেন আসে না।

অজিতকুমার বুঝিল, পিতৃদেব শিশিরকুমারের কথাই তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অজিতকুমারের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। বিনোদিনীও অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"বুঝ্‌লি কে? বল্ দেখি সে কোথায়? এত ডাকি, সে আসে না কেন? আর মেয়েটাই বা কোথায় গেল? তা'কেও কি ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গেল না মেরে ফেলেছে রে?"

অজিতকুমার গদ গদকণ্ঠে ডাকিল—"মানু।"

নবীনবচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন—"হাঁ মানু, মানু। সে ত এক জন, আর একজন? বুঝ্‌লি না—আর একজন! আচ্ছা সে থাক্। গোপাল!" বিনোদিনী অতি ধীর, অতি মধুর, অতি বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল—"কি বাবা।"

চকিত নবীনচন্দ্র ত্রাস্তভাবে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—এঁ্যা, তুমি ত গোপাল নও। গোপাল, গোপালকে ডাক্‌ছি—গোপালের মাথায় কি কাপড় থাকে! না—যাঃ—তুই গোপাল ন'স্। সব রাক্ষসী, পেত্নী, ডাইনি! সংসারটাকে খেলে, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে; যাঃ—যাঃ—পালা!

কথা শেষ হইতে না হইতে নবীনচন্দ্র বালিসের উপর মুখ লুকাইয়া শয়ন করিয়া পড়িলেন। পিতার ভাবান্তর দেখিয়া অজিতকুমার ভীত হইয়া পড়িল; বিনোদিনী অধিকতর ভীতা হইল। বিনোদিনী যে শ্বশুরের নিকট তিরস্কৃতা হইয়াছে, তাহার জন্য সে ক্ষুণ্ণা নহে। শ্বশুরের রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে ভীতা হইল। অজিতকুমার ছুটিয়া যাইয়া বাটীর অন্যান্য সকলকে সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলিল। পরিজনবর্গ সকলেই বৃদ্ধের

রোগশয্যা পার্শ্বে সমবেত হইল। বিনোদিনী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

নবীনচন্দ্র তখনও সেইভাবে উপাধানে মুখ লুকাইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। অজিতকুমার পিতার গাত্রস্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—"বাবা।"

নবীনচন্দ্র ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"কি!"

অজিত। আজ ত বেড়া'তে যান্ নি। চলুন না একটু ছাদে গিয়ে বস্‌বেন।

নবীন। নাঃ—গোপালটাও ঘোম্‌টাউলী হ'য়ে গেল রে! আর তবে কা'কে বিশ্বাস কর্‌ব—তা' ব'ল্। আচ্ছা তা'কে একবার ডাক্ দেখি—সে যদি কোনও উপায় কর্‌তে পারে?

অশ্বিনী। কা'কে ডাক্‌ব বাবা?

অজিত। মেজ্‌দা', চুপ্ কর।

নবীন। কেন চুপ্ কর্‌বে! তোর ভয়ে? ওরে—ওরে—ওরে—ওরে—আমি বল্‌ছি? তুই ডাক্। নইলে খুন ক'রে ফেলব, জলে ডুবিয়ে মার্‌ব।

সনৎ। অজিত!

নবীন। অজিত! কেন অজিতকে?

মানসী। বাবা, অমন করছেন কে'ন; একটু চুপ্ করে শুন্ না।

নবীন। তুই কেরে? আমার মা—আয় বস্! এদের কাছে থাকিস্ নি। এরা তা'কে তাড়িয়ে দিয়েছে, না খেতে দিয়ে গলা টিপে একটাকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। বুঝ্‌লি, আমার টাকা

ফুরিয়েছে ব'লে, এরা সব আমার কাছে ঘেঁসে না! বুঝেছিস্—টাকা—টাকা! এই হাতে কত টাকা এসেছে,—কত টাকা গেছে—বুঝেছিস্, ময়লার মত—বুঝেছিস্—বুঝেছিস্? হুঁ! আচ্ছা সে আসুক্, তা'রপর বুঝ্‌ব, তা'রপর সব ব্যবস্থা কর্‌ব—হুঁ!

সনৎ। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব বাবা?

নবীন। কিছু না, কিছু না! ডাক্—ডাক্—ওরে—ওরে!

অশ্বিনী। অজিত, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ওষুধটা একবার দে না। সেজ বৌমা গেল কোথা'—একবার ডাক্ না।

নবীন। ডাক্‌বি, আচ্ছা ডাক্ না। ডাক্—ডাক্।

অশ্বিনী। অজিত ব'সে ব'সে ভাব্‌ছিস্ কি! শিশি থেকে ওষুধটা ঢাল না।

সুপ্ত ব্যাঘ্র পত্রের মর্ম্মর শব্দে জাগরিত হইয়া যেমন লাফাইয়া উঠে, শিশি হইতে ঔষধ ঢালার কথা শুনিয়া নবীনচন্দ্রও সেইরূপ লাফাইয়া উঠিলেন। কেহ আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। "শিশির," "শিশির" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তিনি একেবারে বহির্ব্বাটীতে অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় ছুটিয়া আসিলেন। বাটীতে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কর্ত্তা আজ আর "গোপালের" কথারও বাধ্য নহেন। "গোপালও"—তাঁহার সম্মুখে আসিতে আর স্বীকার করিল না।

---

## ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সকলে মিলিয়া নবীনচন্দ্রকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু বৃদ্ধ কাহারও কোনও কথাই শুনিতে চাহিলেন না। শিশিরের নামোচ্চারিত হওয়া অবধি তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বস্মৃতির যাতনায় তিনি অস্থির হইয়াছেন। বৃদ্ধের মূর্ত্তি তখন ভয়ঙ্কর; তাহা দেখিয়া সকলেরই ভয় হইল।

বহু কষ্টে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বহির্ব্বাটীর একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে উপবিষ্ট করাইয়া সকলেই শিবানন্দস্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার আসিতে কেন যে আজ এত বিলম্ব হইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। অন্য দিবস এতক্ষণ তিনি আশ্রমে ফিরিয়া যান। কিন্তু আজ তাঁহার এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত দর্শন নাই। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল।

নবীনচন্দ্রের পরিজনবর্গ সকলেই উৎকণ্ঠিতচিত্তে সে গৃহে বসিয়া আছে। নবীনচন্দ্রের চক্ষে তখন অবিশ্রান্ত জলধারা বহিতেছে। তিনি হা হুতাশ করিতেছেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। নবীনচন্দ্রের চক্ষে এতদিন কেহ জল দেখে নাই—আজ তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, তাঁহার জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহার নিকট শিশির ও সরসীর সম্বন্ধে কোনও কথা গোপন করা নিতান্তই কঠিন কার্য্য। সনৎকুমার ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। চপলার তাড়-নাতেই যে শিশিকুমার গৃহত্যাগ করিয়াছে—সে কথার উত্তর

সনৎকুমার পিতার নিকট কি দিবে! অশ্বিনীকুমার লজ্জায় ও শঙ্কায় জড় সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পত্নীর গুণ ত এখন কাহারও অবিদিত নাই। অজিতকুমারই কেবল সাহসে নির্ভর করিয়া পিতৃদেবকে নানা কথা বুঝাইয়া বলিতে লাগিল— কিন্তু শুনে কে?

শিশির কুমারের গৃহত্যাগ, সরসীর মৃত্যু ও নবীনচন্দ্র শয্যাশায়ী হওয়া অবধি নবীনচন্দ্রের সংসারে যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সনৎকুমার ও চপলার এখন আর তেমন উদ্দাম ভাব নাই। আপন দোষ বুঝিতে পারিয়া, পিতার রোগাবস্থা চক্ষে দেখিয়া তাহারা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে এবং তাহাদের স্বভাবেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অশ্বিনী-কুমার চিরকালই কোমল ও শান্ত প্রকৃতির লোক; কিন্তু মাধবীর অন্তর্মুখী প্ররোচনায় সে নিতান্তই বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অবস্থা অনেকটা মারীচের মত—রাম মারিলেও মারিবে, রাবণ মারিলেও মারিবে। সেইজন্য সে এক প্রকার উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। অজিতকুমারের কথা স্বতন্ত্র—সে চিরকালই সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, আজও তাহাই। তবে সে পিতার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, সেই জন্যই এখনও পর্য্যন্ত নানা কষ্ট, নানা ব্যথা, নানা যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সে পিতৃসেবায় প্রাণ মন কায় ঢালিয়া সেই অশান্তিময় সংসারে পড়িয়া রহিয়াছে। বিনোদিনীর ত কথাই নাই। সে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাহার ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যেই অজিতকুমার অনেকটা অনুপ্রাণিত।

মাধবী, সর্পিনী—তাহার জন্যই নবীনচন্দ্রের সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইতে বসিয়াছে। সকলেই সে কথা বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু কেহই তাহার প্রতীকার করিতে পারিতেছে না;—কারণ বাটীর কর্ত্তা, বাটীর সর্ব্বস্ব যে তখন মৃত্যুমুখে। অনুতপ্ত সন্তানগণ সকলেই তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষায় অতিমাত্র ব্যস্ত। কে আর তখন মাধবীর শাস্তির বিধান করে। মাধবী প্রকাশ্যভাবে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই, সেইজন্য প্রকাশ্য ভাবেও কেহ তাহার দণ্ড বিধান করিবার পক্ষপাতী নহে। সরসীর মৃত্যুর পর তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পোঁট্‌লা পোঁট্‌লি লইয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে। মাধবী বলে—শ্বশুরের এমন অসুখের সময় কেমন করিয়া সে পিত্রালয়ে থাকে।

সংসারে যখন এইরূপ অবস্থা, তখন নবীনচন্দ্রের জ্ঞান পুনরুদ্দীপিত হইল। কাজেই অনুতপ্ত সন্তানাদির একটু ভয় ও লজ্জার কারণ হইবে বৈকি! কিন্তু মাধবীর মনের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত হইল। শ্বশুরের আরোগ্য লাভের সমাচার পাইয়া তাহার জিঘাংসা প্রবৃত্তি অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এখন তাহার সংসারের সকলের উপরেই ক্রোধ ও হিংসার মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। তবে বিনোদিনীর উপরেই কিছু বেশী, কারণ সকলেই বিনোদিনীর সুখ্যাতি করে, বিনোদিনীকে দেবী বলে। পিশাচী আবার—কবে কোন্ কালে দেবীর পক্ষপাতিনী হয়! পিশাচিনী, তাহাকে প্রাণে মারিবার সঙ্কল্প করিল। কুপ্রবৃত্তির এমনই বিষ, এমনই জ্বালা বটে।

রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শিবানন্দস্বামী আর সেদিন আসিলেন না। নবীনচন্দ্র ডাকিলেন—"মানসী"। মানসী উত্তর দিল—"কেন বাবা ?"

নবীনচন্দ্র। অমূল কোথা' ; তা'কে ডাক।

অমূলকে তখন ডাকা হইল। অমূল, মৃতা সরসীর খঞ্জ পুত্র—তাহা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। অমূলকে ডাকা হইল বটে, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া গেল না। সকলে প্রথমে মনে করিল যে বালক নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই কথাই নবীন-চন্দ্রকে বলা হইল। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—"সে ঘুমিয়ে থাকে, তা'কে তোল্। আমি তা'কে দেখ্‌তে চাই। অনেকদিন তা'কে দেখি নি।"

কাজে কাজেই 'অমূলকে' ডাকিতে যাওয়া হইল। অশ্বিনী-কুমারই তাহাকে ডাকিতে গেল। অছিনীকুমার 'অমূল'কে ডাকিতে যাইয়া দেখে, শয্যায় পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিতেছে। 'অমূল' বাক্-শক্তি হীন। তাহার মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতেছে, বদনমণ্ডলে কালিমা পড়িয়া গিয়াছে ; বালকের মূর্ত্তি তখন ভয়ঙ্কর। অশ্বিনী-কুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অল্পক্ষণ তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ছুটিয়া আসিয়া যে গৃহে নবীনচন্দ্র অধিষ্ঠান করিতে-ছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উত্তেজিত স্বরে ডাকিল—"দাদা"।

সে আহ্বান শুনিয়া গৃহস্থিত সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। সনৎকুমার বাহিরে আসিলে, অশ্বিনীকুমার সমস্ত কথা তাহাকে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। তাহা শুনিয়া সনৎকুমার চীৎকার

করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে বাটীতে আর একটা নূতন গোল-যোগের সৃষ্টি হইল। বাটীর রমণীগণও ক্রন্দন করিয়া উঠিল। মাধবীও সে ক্রন্দনে যোগদান করিল।

অল্পকাল মধ্যেই প্রচারিত হইল, "অমূল" বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে! বিষপানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পানীয় জলের সহিত কে তীব্র বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল, সেই জল পানেই অভাগিনী সরসীর একমাত্র খঞ্জ পুত্র লোকান্তরিত হইল। তবে সে কথা আর বাহিরে প্রকাশ করা হইল না। তাহাতে বিপদও অনেক, আর কুল-কলঙ্কেরও ভয় আছে।

রাত্রির মধ্যেই মৃত দেহের সৎকার করিতে হইবে—নহিলে প্রভাতে একটা দারুণ গোলযোগ ঘটিতে পারে—এই ভাবিয়া রাত্রি কালেই শবদাহের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু সে কার্য্যের জন্য লোকজনই বা পাওয়া যায় কোথায়! আর কাহাকেই বা বিশ্বাস করিয়া সে কার্য্যে প্রেরণ করা যায়। অগত্যা সনৎকুমার অশ্বিনীকুমার ও বাটীর অন্যান্য দুই একজন লোক মিলিয়া মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল। আর ঝটকা-বিধ্বস্ত মূলোৎ-পাটিত বৃক্ষের মত শোক-সন্তপ্ত পিতৃদেবকে লইয়া অজিতকুমার সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া রহিল!

এ দিকে আর এক বিপদ! বিনোদিনী হঠাৎ অচৈতন্যা হইয়া পড়িয়াছে। মানসী' চপলা ও মাধবী তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। বাটী নিস্তব্ধ, নীরব—যেন জনহীন। ডাকিয়াও কাহারও আর সাড়া পাওয়া যায় না।

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। চন্দ্রকিরণস্নাত সমুদ্র-তরঙ্গ ফুলিয়া ফুলিয়া সমুদ্র বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে এবং সেই নৃত্য ও উল্লম্ফনের ঘাত প্রতিঘাতে জলধি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। সিন্ধূর্ম্মির তখন নৃত্যেরও বিরাম নাই, যুদ্ধেরও বিশ্রাম নাই, আর কল্লোল গর্জ্জনেও ক্লান্তি নাই। সে গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি বায়ু বিতাড়িত হইয়া দিক্ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সলিলসিক্ত সমুদ্রবায়ু তখন রঙ্গভঙ্গে সমুদ্র-তরঙ্গের যুদ্ধবার্ত্তা চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিতেছে।

সিক্ত বালুকাময় বেলাভূমে বসিয়া মহাপুরুষ প্রকৃতির দৃশ্য দেখিতেছিলেন ও হাসিয়া হাসিয়া শিশিরকুমারকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে সংসার-সমুদ্রেও এইরূপ তরঙ্গ-ভঙ্গ আছে, কল্লোলগর্জ্জন আছে। সে সমুদ্রে পড়িয়া যে আপনাকে রক্ষা করিয়া সচ্চিদানন্দে প্রাণ মন অর্পণ করিতে পারে, কিম্বা সচ্চিদানন্দের উপর সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তরঙ্গের মাথায় মাথায় ভাসিতে পারে, সেই সংসার-সমরে বিজয়ী হয়। সমুদ্র তখন তাহার পক্ষে গোষ্পদ, সংসার তখন তাহার পদানত, চিত্তবৃত্তি তখন তাহার আয়ত্তাধীন, বিশ্বপ্রেমে তখন সে আপনহারা; তখন সে নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, নিরিন্দ্রিয়, ঈশ্বর তুল্য। সংসারে অবশ্য সকলেই কর্ম্ম লইয়া আসিয়া থাকে, কর্ম্ম করিয়াও

থাকে—কিন্তু কর্ম্মবীর হয় কয়জন? কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্ম খণ্ডন হইয়া যায়—কর্ম্ম খণ্ডন হইলেই জীব মুক্ত। মুক্ত জীবের আবার প্রবৃত্তি কোথায়! তখন জীব, ঈশ্বর; মহেশ্বরের অঙ্গে বিলীন হইতে চেষ্টা পায়—হইয়াও থাকে।

শ্যামলা মহাপুরুষের উপদেশ-বাণী শুনিয়া হাসিতে হাসিতে গায়িতে লাগিল—

কে যা'বে সমরে,
প্রেমবশে অনুরাগ ভরে॥

বেহাগ রাগিণীতেই শ্যামলা গীত আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সে রাগিণী তাহার তেমন ভাল লাগিল না। শ্যামলা তখন মূলতান আলাপ করিতে লাগিল। মহাপুরুষ, স্থির দৃষ্টিতে শ্যামলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি তখন তন্ময়। শ্যামলা, মহাপুরুষের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়াই গায়িতে লাগিল—

ভক্তি-মন্ত্রে হ'বে রণে আগুয়ান,
হিংসা, দ্বেষ ভুলে কেবা মতিমান,
ত্যজিয়া কৃপাণ রণ অবসান কে করে॥
প্রবৃত্তি নিচয় সে বিষম অরি,
মোহিত মানবে দেয় মত্ত করি,'
মায়াতীত যেই, রণজয়ী সেই,
সে যে অপরূপ শক্তি ধরে।
তা'রে জিনিতে পারে কে সমরে॥

গীতান্তে শ্যামলা হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাতে মহাপুরুষের সমাধি ভঙ্গ হইয়া গেল। মহাপুরুষ আদ্রকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন—মা—মা—মা। শিশিরকুমারও ডাকিতে লাগিল মা—মা—মা। শ্যামলাও সঙ্গীতের সুরে ডাকিতে লাগিল—মা—মা—মা।

সে 'মা' রব তখন সমুদ্র গর্জ্জনকে পরাজিত করিয়া দিক দিগন্ত মুখরিত করিয়া ভাব-সমুদ্রে বিলীন হইল। মহাপুরুষের মুখে দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। শ্যামলা যে বালিকা—সেই বালিকা; শিশিরকুমার বিস্ময়াভিভূত!

এমন সময়ে দূরান্তরে ক্ষীণ মিলিত কণ্ঠে শব্দ উঠিল—"বল হরি, হরি বোল।" এ গভীর নিশীথে "হরিবোল" শুনিয়া শিশির-কুমার চমকিত হইল, মহাপুরুষের মুখ গম্ভীর হইল, বালিকা শ্যামলা বালিকা-সুলভ হাসি হাসিতে লাগিল।

মহাপুরুষ উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমার ও শ্যামলাও উঠিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ শ্মশানাভিমুখে চলিতে লাগিলেন, শিশির-কুমার ও শ্যামলা ছায়ার মত তাঁহার অনুসরণ করিল।

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অজিতকুমার বিষম বিপদেই পড়িয়াছে। অমূলের শবদেহ বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া অবধি, রোগে শোকে উত্যক্ত উত্তেজিত পিতাকে লইয়া অজিতকুমার সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই বসিয়া আছে। পিতা আপন মনে কত কি বলিতেছেন, কত বিভীষিকা দেখিতেছেন, কত জ্বালা যন্ত্রণা নিরাশার কথা কহিতেছেন। অজিতকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিল—জ্ঞানাপেক্ষা বুঝিবা পিতার অজ্ঞনতাই ছিল ভাল। তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসা অবধি তিনি দারুণ যন্ত্রণাই পাইতেছেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা বাহ্যাবয়বে যেরূপ ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অতি বড় নির্দ্দয় নিষ্ঠুরেও দেখিতে পারে না। অজিতকুমার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল—হে ভগবান, আবার না হয় কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞানান্ধকারে মর্ম্মপীড়িত পিতাকে সংরক্ষিত কর, পিতা সুস্থ হউন।

ওদিকে বিনোদিনীর অবস্থাও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিমা-প্রতিম সৌন্দর্য্যলতা ভূমিতে পড়িয়া বিলুণ্ঠিতা হইতেছে। শোকে তাপে, যাতনায় অত্যাচারে সে মূর্চ্ছিতা, তাহারও তেমন সেবা শুশ্রূষা হইতেছে না। অজিতকুমার, পিতাকে একাকী রাখিয়া বৈদ্য চিকিৎসকের চেষ্টায় বহির্গতও হইতে পারিতেছে না। আর চিকিৎসকই বা তেমন স্থানে, তত রাত্রে পাওয়া যায় কোথায়!

চিকিৎসক আনিতে হইলে অজিতকুমারকে অন্ততঃ দুই ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইতে হইবে। সহর ভিন্ন ত চিকিৎসকের সন্ধান মিলিবে না। অজিতকুমার বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেল।

মানসী সভয়ে দেখিল বিনোদিনীর মুখ হইতে ফেণময় লালা নিঃসৃত হইতেছে। 'অমূলের' মুখ হইতেও এইরূপ লালা বহির্গত হইয়াছিল। তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। সে কথা মানসী ও চপলার মনে উদিত হওয়া মাত্রই তাহারা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। মাধবী তাহাদের বুঝাইতে লাগিল—"ভয় নাই, এখনই ভাল হইয়া যাইবে।" সে ক্রন্দন শুনিয়া অজিতকুমারের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে প্রকোষ্ঠ-দ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মানু, কি হয়েছে রে।"

মানসী ব্যাকুলভাবে বলিল—"সেজদা' একবার উপরে এস।"

অজিত। আমি যাই কেমন ক'রে, বাবা যে একলা।

সে কথা নবীনচন্দ্রের কর্ণে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আবার কি? এবার কা'র পালা? চল্ চল্ দেখি।"

নবীনচন্দ্র দ্রুত গতিতে প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলেন, অজিত ভাবিল—"বাবা আবার একটা কাণ্ড না বাধান।" সে তাড়াতাড়ি পিতাকে ধরিতে গেল। কিন্তু বৃদ্ধের শরীরে তখন মত্ত হস্তীর বল আসিয়াছে। নবীনচন্দ্র অজিতকুমারের হস্ত ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন।

শ্বশুরকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চপলা ও মাধবী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মানসী পিতার নিকটে যাইয়া

কাতরভাবে বলিল—"বাবা, আপনি কেন, আপনার যে কষ্ট হ'বে।"

নবীনচন্দ্র উদাস ভাবে কহিলেন, "হুঁ হ'বে। এই যে জগদ্ধাত্রী মা আমার ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। ওরে ও ছোঁড়া, মুখে একটু জল দে না। ওরে অজিত—শুন্‌ছিস্‌?

বিনোদিনীর অবস্থা দেখিয়া অজিতকুমার মাথায় হস্ত দিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল। সে প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। নবীনচন্দ্র বেশ সহজ জ্ঞানে বলিতে লাগিলেন—"ভাব্‌ছিস্‌ কি, ডাক্‌ ভগবানকে ডাক্‌। গোপাল, গোপাল, কোথায় তুমি! একবার এস, আমার মাকে ভাল ক'রে দাও। গোপাল—গোপাল।"

পিতার সেই কথায় অজিতকুমারের ছিন্ন হৃদয়-তন্ত্রী আবার যেন নব সুরে, নব ভাবে বাজিয়া উঠিল। অজিতকুমারও পিতার সহিত ডাকিতে লাগিল, "গোপাল! গোপাল! বিপদবারণ মধুসূদন! আমাদের যে বড় বিপদ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, গুরু—গুরু।"

"এই যে, এই যে, ভয় কি, ভয় কি" বলিয়া সন্ন্যাসী শিবানন্দ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। কেহ কোনও অশরীরী প্রাণী দেখিলে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, গৃহস্থিত সকলেই শিবানন্দস্বামীর আকস্মিক প্রবেশে সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল। কাহাকেও কোনও কথা কহিবার অবসর না দিয়া শিবানন্দস্বামী আপনার ভিক্ষাঝুলি হইতে কি একটা পত্রিকা বাহির করিয়া হস্তে মর্দ্দন করিয়া তাহারই রস রোগিণীর মুখে ঢালিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই রোগিণী উদ্গার তুলিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত বমন। শিবানন্দস্বামী ততক্ষণে

অন্য একটী পত্রিকা বাহির করিয়া হস্তে পেষণ করিয়া পুনরায় রস বাহির করিতে লাগিলেন। গৃহস্থিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিতে লাগিল। নবীনচন্দ্র, "গোপাল, গোপাল" করিতে করিতে গৃহের বাহির হইয়া আসিলেন। অজিতকুমারও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। শিবানন্দ রোগিণীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সে গৃহে তখন কি ভীষণ নীরবতা! সেই ভীষণ নীরবতার মাঝখানে বিনোদিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল— "মা"। শিবানন্দস্বামী কহিলেন—"আর ভয় নাই। এই ঔষধ আর এক ঘণ্টা পরে সেবন করাইও; রোগিণী সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইবে। সে কথা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল। শিবানন্দস্বামী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় ডাকিলেন—"মাধবী!"

ধীরে ধীরে মাধবী শিবানন্দস্বামীর নিকটে আসিল। শিবানন্দস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্য বল্, কখন কোন্ অবসরে তুই আমার ভিক্ষাঝুলি হ'তে এ তীব্র বিষ বাহির ক'রে লয়েছিস্? তোকে আমি কন্যার মত ভালবেসে ফেলেছিলাম, অধঃপতিত জেনে আমার দয়া হয়েছিল। তুই কেন আমার সর্ব্বনাশ করলি, কেন আমায় মহা পাপপঙ্কে নিমগ্ন করলি?

মাধবী বাতাহতপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল। অন্যান্য সকলে শিবানন্দস্বামীর কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। শিবানন্দের আত্মগ্লানি শ্রবণ করিয়া অজিতকুমারের সহিত নবীনচন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শিবানন্দস্বামী বলিতে লাগিলেন—"আমি কি ক'রে আর মহা-

পুরুষের নিকট মুখ দেখা'ব। যে তীব্র বিষে সেই খঞ্জ বালকটীর মৃত্যু হয়েছে, আর একজন মৃত্যুমুখ হ'তে বেঁচে গেল, সে বিষ অন্য এক রোগীর প্রাণ বাঁচা'বার জন্যই মহাপুরুষ আমায় দিয়েছিলেন। সেই বিষ আমার ভিক্ষা-ঝুলিতে ছিল, তা' তুই জান্‌তিস্। আজ সন্ধ্যাকালে আমি তোদের বাটী এসেছিলাম, তুই তা' কেমন ক'রে চুরি কর্‌লি ? অজিতকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনাকেই বাটীর পশ্চাতে দেখেছিলেম ?"

"তা হ'বে'। এই হতভাগিনী আমায় বল্‌লে বাটীতে কেহ নাই, সকলেই সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গেছে। তা'ই শুনে আমি ফিরে গেলাম। স্থানান্তরে অন্য একটী রোগী ছিল—সেখানে যেতে হ'ল। তা'রই ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য এই তীব্র বিষের আবশ্যকতা ছিল। ভা'বলেম, তা'র ব্যবস্থা করে দিয়ে অচিরে এইখানে ফিরে আস্‌ব ; কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, আমার ভিক্ষা-ঝুলিতে সে বিষ নাই। মনে দারুণ সন্দেহ হ'ল।"

"আপনি ভিক্ষা-ঝুলি কোথায় রেখেছিলেন ?"

নবীনচন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিলেন - চুলোয়—সাপের বাসায়—এই কথা বলিয়াই তিনি দ্রুত পদবিক্ষেপে সিঁড়িতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ও অজিতকুমার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিলেন। মাধবী ছুটিয়া যাইয়া এক ঘটী বিষমিশ্রিত জল পান করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু মানসী ও চপলার জন্য তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহারা জলের ঘটী কাড়িয়া লইল—জল ফেলিয়া দিল।

যখন সকলে দেখিল, মাধবী প্রবল বিক্রমে আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছে, তখন শিবানন্দস্বামীকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি বহির্ব্বাটী হইতে ভিতর বাটীতে আসিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেন—পিশাচিনীকে বন্ধন করিয়া রাখ। পাপের মাত্রা সে আর না বৃদ্ধি করে। তাঁহার আদেশ পালন করা হইল।

শিবানন্দস্বামী অজিতকুমারের নিকট বলিতে লাগিলেন—তিনি সে রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার ভিক্ষা-ঝুলিতে বিষ নাই। তখনই তাঁহার সন্দেহ হইল যে মাধবীই সে বিষ অপহরণ করিয়াছে। কারণ, ভিক্ষা-ঝুলিতে যে বিষের মোড়ক ছিল এবং থাকে, তাহা মাধবী জানিত। যখন তিনি নবীনচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়া ঝুলিটি একটী কীলকে ঝুলাইয়া রাখিয়া হস্ত পদাদি ধৌত করিতে গিয়াছিলেন, সেই অবসরেই বোধ হয় তাহা মাধবী কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। তাহার পর যখন তিনি শ্রবণ করিলেন যে বাটীতে কেহ নাই, তখন স্থানান্তরে রোগী দেখিতে যাইবার জন্য অগত্যা তিনি বাধ্য হইলেন। তথায় রোগীর অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নবীনচন্দ্রের বাটীতে আসিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একটী দীনা স্ত্রীলোক আসিয়া কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে বলিল, তাহার স্বামী মৃতপ্রায়; একবার তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে হইবে। অগত্যা শিবানন্দস্বামীকে তথায় যাইতে হইল। সেইজন্যই তাঁহার ফিরিতে এতটা বিলম্ব হইয়াছে। নতুবা বহুপূর্ব্বেই তিনি নবীনচন্দ্রের বাটীতে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন।”

যখন নবীনচন্দ্রের বাটীর সম্মুখে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভৃত্য যখন সেই খঞ্জ পুত্রটীর মৃত্যু সংবাদ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিল, তখন শিবানন্দস্বামীর আর বুঝিতে বাকী রহিল না, যে অপহৃত বিষে কি দুর্ঘটনাই না ঘটিয়া গিয়াছে। পিশাচিনী মাধবী যে এত শীঘ্র সে বিষ অন্যের উপর প্রয়োগ করিবে, তাহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

বিনোদিনী ধীরে ধীরে সুস্থ হইল। তবে সে বড় দুর্ব্বল। মানসী ও চপলা প্রাণপণে তাহার সেবা করিতে লাগিল। মাধবী বন্ধনাবস্থায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সকলের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। অভাগিনীর মনের অবস্থা তখন কিরূপ, তাহা পাঠক অনুমান করিয়া লউন।

## দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শবদেহ শ্মশান-ভূমিতে রক্ষা করিয়া বাহকেরা চিতা প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হইল। কাষ্ঠাদি সংগ্রহানন্তর চিতা প্রস্তুত করিয়া বাহকবৃন্দ আর্দ্রনয়নে চিতার উপর বিগতপ্রাণ 'অমূল'কে অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে শয়ান করাইল। ব্যবস্থা হইল, সনৎ-কুমারই 'অমূলের' মুখাগ্নি কার্য্য করিবে।

কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা হইতে লাগিল। ভিজা কাষ্ঠ সহজে প্রজ্জ্বলিত করা যায় না। দুই তিন জনে বিশেষভাবে সে কার্য্যে ব্রতী হইল। এমন সময়ে মহাপুরুষ শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সনৎকুমার প্রভৃতি সকলেই দারুণ ভয় পাইল। তাহা বুঝিতে পারিয়া মহাপুরুষ তাহাদের অভয় প্রদান করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—

"চিতা প্রজ্জ্বলিত করিবার আবশ্যক নাই। উহাকে নামাও।" শবদেহ চিতার উপর হইতে নামাইয়া ভূ-শয্যায় রক্ষা করা হইল। মহাপুরুষ মৃতদেহস্পর্শ করিলেন। মৃত 'অমূল' যেন নড়িয়া উঠিল। সকলে বিস্মিত নেত্রে অলৌকিক পুরুষের অলৌকিক কার্য্য দেখিতে লাগিল।

শ্যামলা ও শিশিরকুমার পিছাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এতক্ষণে আসিয়া মহাপুরুষের সহিত মিলিত হইল। শিশিরকুমার

অস্পষ্টালোকে দেখিতে পাইল, তাহার "বড়্দা" ও "মেজ্দা" শ্মশান-ভূমিতে মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে মৃতদেহ—দেহটা 'অমূলের'—হাঁ—"অমূলেরই" ত বটে! শিশিরকুমারের মস্তক ঘুরিয়া গেল। সে চক্ষু মুদ্রিত করিল, চক্ষু ভাল করিয়া রগড়াইতে লাগিল। ক্ষীণালোকে কিন্তু সনৎকুমার প্রভৃতি তাহাকে চিনিতে পারে নাই। আর শিশিরকুমার কিম্বা শ্যামলার প্রতিও তাহাদের তেমন লক্ষ্য ছিল না। অলৌকিক পুরুষের কার্য্যাবলীর প্রতিই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

শিশিরকুমার একবার দেখিল, দুইবার দেখিল, তিনবার দেখিল। তখন তাহার আর সন্দেহের কারণ রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, "দাদারা এখানে কেমন করিয়া আসিল!" সে ভাবনার গতি বিদ্যুল্লতার মত মুহূর্ত্ত মধ্যেই শিশিরকুমারের হৃদয়াকাশে ধাবিত হইল। বাটীর কথা সে ভাবিতে লাগিল, পিতার কথা ভাবিয়া সে শিহরিত হইল। ইরম্মদ গতিতে ছুটিয়া আসিয়া সে সনৎকুমারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল,—"দাদা!"

বিস্মিত সনৎকুমার সে আহ্বানে চমকিত হইল। অশ্বিনীকুমার কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে বসিয়া পড়িল। সকলে দেখিল, তাহাদের শিশিরকুমার তাহাদেরই সম্মুখে। সকলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। চক্ষে চক্ষে মিলিত হইতেই সকলের চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মহাপুরুষ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"চুপ"।

মহাপুরুষের আদেশ মাত্রেই সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শ্যামলা কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। হাসিটা তাহার স্বভাব।

ক্রিয়া বলেই হউক, মন্ত্র বলেই হউক, আর যোগ বলেই হউক, তথাকথিত মৃত 'অমূল' চক্ষুরুন্মিলীত করিল। সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মহাপুরুষ তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। "অমূল"কে দেখিয়া শিশিরকুমারের প্রাণের ভিতর যে কি করিতে লাগিল, তাহা বলা বড় কঠিন। কিন্তু মহাপুরুষের নিষেধ, কেহ কোনও কথা না কহে। সুতরাং শিশিরকুমারকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। মহাপুরুষ অমূলের গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সে মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া বলিল—"বাড়ী"। মহাপুরুষ বলিলেন—"হাঁ বাড়ী যা'বে। এই ত সকলে তোমার কাছেই রয়েছেন, ভয় কি? কিছু খা'বে?"

অমূল বলিল—"হাঁ, ক্ষিদে।" মহাপুরুষ শ্যামলাকে কি ইঙ্গিত করিলেন। শ্যামলা মহাপুরুষের গাত্রবস্ত্রের ভিতর হইতে কি একটা অদ্ভুত ফল বাহির করিয়া দিল। তাহা ভক্ষণান্তর 'অমূল' আরামের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আঃ"। এইবার 'অমূল' উঠিয়া বসিল। শিশিরকুমার ডাকিল, 'অমূল'!

'অমূল' সাশ্চর্য্যে কহিল—"এঁা, ছোট মামা! তুমি কোথা' বেড়া'তে গিছ্‌লে? মা'ও বেড়া'তে গেছে, মা আবার তোমার মত ফিরে আস্‌বে?" শ্যামলা তাহা শুনিয়া করতালি দিয়া জংলা সুরে গায়িতে লাগিল—

সে আসে ভবে পুন চলে যায়।
যাওয়া পুন ফিরে আসা সে যে এক দায়!
কে জানে বা সে কি চায়;

কোথা' আসে কোথা' যায়,
কর্ম্মভার শিরে তা'র ছুটে সে বেড়ায়—
থাকে থাকে ফিরে আসে—পুন সে পলায়।

গীত সমাপ্ত হইলে শ্যামলা গম্ভীরভাবে শিশিরকুমারকে কহিল —"দাদা, তুমি তবে বাড়ী যাও,—আমিও যাই"।

শিশিরকুমার কোনও কথা কহিল না। সনৎকুমার ও অশ্বিনী-কুমার ভাবিতে লাগিল—"এ মেয়ে কে!"

মহাপুরুষ শ্যামলাকে কহিলেন—"শ্যামলা, তুই তোর দাদার সঙ্গে যা'বি?"

শ্যামলা। না।

শিশির। কেন, শ্যামলা?

মহাপুরুষ। চল্ একবার দেখেই আসি। বুড়োর সাধ কেন আর অপূর্ণ থাকে?

শ্যামলা আর কোনও কথা না কহিয়া আগে ভাগে চলিতে লাগিল। সকলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। "অমূল" কেবল শিশির কুমারের ক্রোড়ে উঠিয়া তাহার 'ছোটমামাকে' নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অন্য সকলে নীরব। মহাপুরুষ একবার মাত্র বলিয়াছিলেন—"বিষে মৃত্যু হইলে তাড়াতাড়ি মৃতের সংকার করিতে নাই।"

## ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সনৎকুমার প্রভৃতি যখন মহাপুরুষের সঙ্গে বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন উষার বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। শিবানন্দস্বামী তখনও পর্য্যন্ত সে বাটী পরিত্যাগ করেন নাই। নবীনচন্দ্রের বাটীতে সে রাত্রে তেমন বিপদ, তাহা দেখিয়া কেমন করিয়াই বা তিনি আশ্রমে ফিরিয়া যান! কাজেকাজেই তাঁহাকে সেই বাটীতেই সে রাত্রি যাপন করিতে হইল।

বাটীর অন্যান্য সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র শিবানন্দস্বামীই জাগ্রত আছেন। তিনি সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী, নিদ্রাহারের উপর তাঁহার যথেষ্ট সংযমাধিকার আছে। শিবানন্দস্বামী আসিয়া অর্গলবদ্ধ দ্বার অর্গল হীন করিয়া দিলেন। দ্বারোদ্ঘাটিত হইতেই শিবানন্দস্বামী দেখিলেন, সম্মুখে মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মহাপুরুষ বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—

"শিবানন্দ!"

শিবানন্দ নেত্র আনত করিয়া মহাপুরুষের সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাপুরুষের মুখের আকৃতি তখন আর তেমন মধুর ও কোমল নহে। তাঁহার সেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কেহ কখনও পূর্ব্বে দেখে নাই। শিবানন্দ, মহাপুরুষের প্রকৃতির কথা অবগত ছিলেন।

সে মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার পিছাইয়া দাঁড়াইল। অন্যান্য সকলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল। শ্যামলা কিন্তু তখনও হাসিতেছে।

মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন—"তোমার পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করিব, শিবানন্দ ?"

শিহরিত শিবানন্দ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"আমার কি অপরাধ প্রভো ?"

মহাপুরুষ। তোমার অপরাধ তুমিই জ্ঞাত আছ। অপাত্রে তোমার মায়া পড়িয়াছিল। সেই মায়ায় তুমিও ভ্রষ্ট, আর একটা সংসারও নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। যে স্ত্রীলোকের মোহিনী শক্তিতে বশীভূত হয়, সন্ন্যাসে তাহার অধিকার নাই।

শিবানন্দ। মাধবী আমার কন্যা স্থানীয়া।

সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমার, শিশিরকুমার প্রভৃতি এতক্ষণ কেবল বিস্ময়াবিষ্টই ছিল। মাধবীর নামোচ্চারিত হইবামাত্র তাহারা সর্পাঘাতের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন—

"তাহাও জ্ঞাত আছি। তুমি তাহাকে কন্যা স্থানীয়া মনে করিতে বলিয়াই না সে তোমার ভিক্ষা-ঝুলি হইতে তীব্র বিষ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। অধিক বাক্যব্যয় করা আমার স্বভাব নহে—তাহা ত জ্ঞাত আছ। যাও, তোমার যে স্থানে ইচ্ছা চলিয়া যাও। তুমি আর আশ্রম কলুষিত করিতে আশ্রমে যাইও না। সে স্থানে তোমার আর স্থান নাই।"

মহাপুরুষ, শিবানন্দকে আর কোনও কথা বলিলেন না। তিনি বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শিবানন্দ বাটীর বহির্দ্দেশেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর নয়নে তখন অশ্রুধারা—দেখিবার জিনিষ বটে!

সনৎকুমার 'অমূলকে' লইয়া উপরে উঠিয়া গেল, অশ্বিনীকুমার হস্তে কপোল রাখিয়া নীচেই বসিয়া রহিল। শিশিরকুমার মহাপুরুষের সঙ্গে বাটীর প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অজিতকুমার অর্দ্ধ নিদ্রাবস্থায় পিতার পার্শ্বে ভূমি-শয্যাতেই পড়িয়াছিল। বহির্দ্দেশে কোলাহল শুনিয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া যখন সে শিশিরকুমারকে দেখিতে পাইল, সে ছুটিয়া আসিয়া শিশিরকুমারের গলা জড়াইয়া ধরিল। বাটীতে একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। "অমূলকে" দেখিয়া মাধবী ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"ভূত, ভূত!" তাহার মুখে আর কোনও কথা নাই। তাহার শরীরের কম্পন ও পাণ্ডুর মুখ দেখিয়া সকলে মনে করিল যে মাধবীর শরীরে আর বিন্দুমাত্র রক্ত নাই। চপলা, বিনোদিনী ও মানসী প্রভৃতি 'অমূলকে' লইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল। তাহার পর যখন তাহারা শুনিল যে শিশিরকুমার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

মহাপুরুষ, সনৎকুমারকে ডাকিয়া কহিলেন—"আর কেন, তবে আমি যাই।"

সনৎ। সে কি প্রভো, যদি দয়া ক'রে এ বাটী পবিত্র করলেন,

তবে এর মধ্যেই যাবেন কেন? শ্যামলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দাদা কি বল?" শিশিরকুমার ছল ছল দৃষ্টিতে শ্যামলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে আর কোনও কথা কহিতে প্যারিল না।

মাধবীর বন্ধন তখন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে যথায় ইচ্ছা তথায় যাইতে পারিত বটে, কিন্তু সেই স্থানেই সে বসিয়া রহিল। উঠিবার আর তাহার শক্তি নাই। শিশিরকুমার তাহার সম্মুখে যাইয়া ডাকিল—"বগী"। সে কণ্ঠস্বর, সে আহ্বান শুনিয়া মাধবী চমকিয়া উঠিল। মাধবী দেখিল, তাহার সম্মুখে শিশিরকুমার। পার্শ্বেই একটা পিত্তলের বাটি পড়িয়াছিল। কুড়াইয়া লইয়া মাধবী তাহা শিশিরকুমারকে ছুঁড়িয়া মারিল। বাটিটা শিশিরকুমারের কপালে লাগিতেই রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। মাধবী হাঃ—হাঃ—হাঃ,—করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পরেই সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। মাধবী তখন ঘোর উন্মাদিনী। পলকে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

রক্তধারা মুছিতে মুছিতে শিশিরকুমার ধীরে ধীরে চপলা, মানসী, বিনোদিনী প্রভৃতির নিকট উপস্থিত হইল। তখন তাহারা 'অমূলকে' লইয়া আদর করিতেছে। শিশিরকুমারকে দেখিয়া মানসী কাঁদিয়া ফেলিল, বিনোদিনী ও চপলা কাতর নয়নে, করুণ কণ্ঠে শিশিরকুমারের সম্বর্দ্ধনা করিল। শিশিরকুমার বলিল, "একটু জল দাও, বগী বাটি ছুঁড়ে মেরে আমার মাথা কেটে দিয়েছে।" সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি শিশিরকুমারের মস্তকে "জলপটি" বাঁধিয়া দিল।

মহাপুরুষ ও শ্যামলা, সনৎকুমারের সাধ্য সাধনায় প্রাঙ্গণ হইতে

দ্বিতলে উঠিয়া আসিয়াছেন। তখনও নবীনচন্দ্র জাগরিত হন নাই। ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। শিবানন্দস্বামী বাটীর বহির্দ্দেশে বৃক্ষতলেই দাঁড়াইয়া আছেন।

চপলা প্রভৃতিকে দেখিয়া শ্যামলা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। শ্যামলার সেরূপ হাস্য ও ব্যবহারে বিনোদিনী প্রভৃতি যেন অতিশয় সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। শ্যামলা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল—"এরা সব সংসারী! কিন্তু সংসারের খবরদারী কেইবা করে! কি বল দাদা, এঁ্যা! হ্যাঁ দাদা সংসারে ফিরতে না ফিরতেই রক্তপাত! কি বল দাদা, এঁ্যা!"

শিশিরকুমার কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেল। মহাপুরুষ গম্ভীরভাবে সনৎকুমারকে বলিলেন—"দেখত গা, ও কোথা' গেল। বুড়োর নিকট ও এখন না যায়।"

শিশিরকুমার তখন নীচে নামিয়া আসিয়াছে। নবীনচন্দ্র তখন সবেমাত্র জাগরিত হইয়া চীৎকার করিয়া অজিতকুমারকে ডাকিতেছেন। কিন্তু অজিতকুমার তখন গৃহে নাই। শিবানন্দস্বামীকে শান্ত করিবার জন্য অজিতকুমার বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। শিশিরকুমার পিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। দ্রুতবেগে পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

শিশিরকুমার গৃহে প্রবেশ করিতেই নবীনচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিলেন; তাহার পরেই ছুটিয়া আসিয়া শিশিরকুমারকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"গোপাল

—হা—রা !" শিশিরকুমার পিতার পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছিল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বৃথা। পিতা তাহাকে দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছেন। তাহার আর নড়িবার চড়িবার উপায় নাই। অথচ পিতা কোনও কথা কহিতেছেন না, তাঁহার শরীর যেন হিম-শীতল। শিশিরকুমার ডাকিল—"বাবা"! সে আহ্বানের প্রত্যুত্তর নাই। শিশিরকুমার আবার ডাকিল "বাবা"!

সে বারেও কোনও উত্তর নাই। শিশিরকুমারের স্কন্ধে নবীন-চন্দ্রের মস্তক; আর শিশিরকুমারের শরীর নবীনচন্দ্রের বাহুদ্বারা বেষ্টিত। শিশিরকুমার, ভার অনুভব করিতে লাগিল। সে আবার ডাকিল—"বাবা"! কোনও উত্তরই নাই। সনৎকুমার গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতা ও শিশিরের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকার শুনিয়া সকলে সে গৃহে উপস্থিত হইল।

মহাপুরুষ বলিলেন—"সব শেষ। প্রবল আনন্দবেগেই বৃদ্ধের জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে। হারানিধি কোলে পাইয়া বৃদ্ধ বড় শান্তিতেই ভবধাম ছাড়িয়াছেন। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! মা—মা—মা! তারা ব্রহ্মময়ী!"

শ্যামলাও মা—মা করিয়া উঠিল। শিশিরকুমারও মা নামে স্থির থাকিতে পারিল না। মহাপুরুষ ও শ্যামলা ব্যতীত সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। অজিতকুমার ও অশ্বিনীকুমার ধূলায় পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সনৎকুমারেরও পুত্র কন্যাগণ 'দাদা

দাদা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, সনৎকুমার ও মানসী ভূমিতে মাথা কুটিতে লাগিল, বিনোদিনী "বাবাগো, বাবাগো" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন কেহ বা কাহাকে দেখে, কেহ বা কাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করে! সেই সময়ে মাধবী একবার মাত্র সে গৃহে উঁকি মারিয়া হোঃ—হোঃ—করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অট্টহাসি শুনিয়া শ্যামলা পাগলিনীকে ধরিতে ছুটিল। কিন্তু পাগলিনী ছুটিয়া পলাইল।

মহাপুরুষ বলিলেন—"কাঁদিয়া আর লাভ নাই। কাল পূর্ণ হইলে সংসারে আর কে থাকিতে চাহে, আর কেহ বা রাখিতে পারে? বৃদ্ধের অকাল মরণ ত হয় নাই, তোমাদের দুঃখ কিসের? এখন পুত্রের কার্য্য করিতে প্রস্তুত হও।" শিশিরকুমার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"প্রভো! এই দেখা'তে কি আমায় বাড়ী আন্‌লেন?"

শ্যামলা, দ্রবময় সঙ্গীতের সুরে শিশিরকুমারের উদ্দেশে বলিল—"ছি—দাদা, অধীর হ'তে আছে কি?"

মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধের বড় ইচ্ছা ছিল, শিশিরকে একবার কোলে করেন—সে সাধ তাঁ'র পূর্ণ হয়েছে। "গোপাল" চেয়েছিলেন, শিশিররূপী গোপালের কোলে তিনি স্বর্গলাভ করেছেন। "গোপালের" লোভে জগন্নাথ ক্ষেত্রে এসে তিনি জগন্নাথ দেখ্‌তে চান্ নাই—দেখ্‌তেও পান নাই। "গোপাল" চেয়েছিলেন, গোপাল পেয়েছেন। তিনি এখন মুক্ত পুরুষ, তাঁ'র জন্য কি আবার কাঁদ্‌তে হয়, তাঁ'কে কি আবার

পাছু ডাক্‌তে হয়? পাছু ডাক্‌লে যে তাঁ'র যাত্রা-পথে বিঘ্ন ঘট্‌বে!"

মহাপুরুষের সহানুভূতি ও মধুর কথায় সকলে কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন চলিতে লাগিল। তখনও শিশিরকুমার সেই ভাবে পিতার আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ রহিয়াছে।

বহু চেষ্টায়, বহু পরিশ্রমে মৃতের আলিঙ্গন-পাশ হইতে শিশির-কুমারকে মুক্ত করা হইল! পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতিতে বেষ্টিত হইয়া নবীনচন্দ্র "চারিজনের স্কন্ধে" চড়িয়া মহাতীর্থ স্থান শ্মশান-ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন। মহাপুরুষ, শবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্মশানে আসিলেন। শ্যামলা টৌড়ী ভৈরবীতে মা'র নাম গায়িতে গায়িতে অবশেষে গায়িল—

ওই যায়—ওই যায়—,
(তবু) পথ না ফুরায়;
আঁধার তাহাতে হায়
আলো কে দেখায়!
মা যদি না দয়া করে,
মা যদি না আলো ধরে,
ধরিবে কেন বা পরে
পরের কি দায়!
মা ব'লে ডাকিলে পরে
মা এসে দাঁড়ায়!

শ্মশান-ভূমিতে পূর্ব্ব রাত্রির চিতা সজ্জিতই ছিল—সেই চিতাই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বিস্তারিত করিয়া দিয়া শবদেহ চিতার উপরে শয়িত করা হইল। মহাপুরুষের নির্দ্দেশ মত সনৎকুমার পিতার মুখাগ্নি করিয়া চিতা প্রজ্জলিত করিয়া দিল। চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

তিন ঘণ্টা পরে নবীনচন্দ্রের চিতাগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হইল, তখন নবীনচন্দ্রের একখানি অস্থিও তথায় অন্বেষণ করিয়া পাওয়া গেল না। মহাপুরুষ, মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া চিতাভস্মে শান্তি-বারি নিক্ষেপ করিলেন। চিতাভস্ম হইতে একটা অলৌকিক দীপ্তি যেন শূন্য মার্গে উঠিয়া গেল। সকলে দেখিল, দীপ্তিমণ্ডিত হইয়া নবীনচন্দ্র যেন ধীরে ধীরে মহাব্যোমে বিলীন হইলেন।

---

# উপসংহার।

সাগরকূলেই নবীনচন্দ্রের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপন হইল। মহাপুরুষই পণ্ডিতমণ্ডলী ডাকাইয়া শ্রাদ্ধাদির বিধান করিয়া দিলেন।

শ্রাদ্ধকাল পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমার বাটীতেই অবস্থান করিয়াছিল। শ্রাদ্ধের পর আর তাহাকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

শিশিরকুমারও আর বাটীতে ফিরিল না। মহাপুরুষের আশ্রমেই সে রহিয়া গেল। চপলা, বিনোদিনী, মানসী, সনৎকুমার, অজিৎকুমার প্রভৃতি সকলেই তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিল, কিন্তু কিছুতেই সে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে চাহিল না। সে বলিল, "সংসার—সাগর। সে সাগরে সন্তরণ করিবার আমার শক্তি নাই। মহাপুরুষের পদাশ্রয়েই আমি জীবন অতিবাহিত করিব।"

শ্যামলা একদিন যে কৌটাটী সাগর-জল হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল, সেই কৌটাটী মহাপুরুষ চপলার হস্তে দিয়া বলিলেন—"ইহা তোমারই প্রাপ্য, তুমিই লইও।" কৌটাটী খোলা হইলে দেখা গেল, তাহার ভিতর একছড়া মুক্তার মালা ও একখানি পত্র রহিয়াছে। পত্রে লেখা আছে—

মাধু,

মালা বিক্রয় করিতে যাইয়া দেখিলাম, তাহাতে গোল অনেক। ভয়ে মালা বিক্রয় করিতে পারিলাম না। ফিরাইয়া দিলাম। তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই করিও। যাহার দ্রব্য তাহার বাক্সের ভিতর কৌশলে রাখিয়া দিতে পার, ভালই, নতুবা ইহা নষ্ট করিয়া ফেলিও।

তোমার

পিতা।

মহাপুরুষ বিনোদিনীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"মা, তুমি সংসারে রত্নগর্ভা হইও। ইহার অধিক আর কিছু আমি বলিতে জানি না।"

* * * *

শ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া মানসীর স্বামী পুরীধামে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়াই তিনি শ্বশুরের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারেন নাই। সে জন্য তাঁহার ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

মাধবী এখন ভিখারিণী—পাগলিনী। সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, রাস্তার অন্ন কুড়াইয়া খায়—কিন্তু কেহ ডাকিয়া তাহাকে অন্ন দিলে সে তাহা খাইতে চাহে না। "বিষ বিষ" বলিয়া চীৎকার করিয়া অন্ন ফেলিয়া সে পলাইয়া যায়। অজিতকুমার তাহাকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

একদিন সনৎকুমার পথে যাইতে যাইতে দেখিল, পথের ধারে অভাগিনী মাধবী শয়ন করিয়া আছে—তাহার শরীর হইতে শত-ধারে রক্তধারা বহির্গত হইতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, কতকগুলি দুষ্ট "লুনিয়া" বালক তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ। সেই দিন সনৎকুমার ও অজিতকুমার জোর করিয়া পাগলিনীকে বাটীতে আনিল এবং তাহাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। গৃহাভ্যন্তরে সে কখনও বিকট চীৎকার করিত, কখনও হাসিত, কখনও কাঁদিত, কখনও বা নৃত্য করিত, আর কখনও কখনও অনির্দ্দিষ্ট লোকের উদ্দেশ্যে গালি পাড়িত।

* * * *

মহাপুরুষ, শিবানন্দকে অবশেষে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাহা শ্যামলার অনুরোধে। শ্যামলা, বহু চেষ্টায় অশ্বিনীকুমারের অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছিল। সে একটী মন্দিরে সেবকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। সনৎকুমার তাহার অনুসন্ধান পাইয়া অজিতকুমারকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু অশ্বিনীকুমার কিছুতেই আর গৃহবাসী হইতে চাহিল না। সে বলিল—ইহাই আমার উপযুক্ত কর্ম্ম। এই কর্ম্ম জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত করিয়াই আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

মানসীর স্বামী সনৎকুমার প্রভৃতিকে বলিল—"আর এখানে থাকিয়া লাভ কি? চল বাড়ী ফিরিয়া যাই।" সকলেরই সে কথা মনোমত হইল। পুরী ত্যাগ করিয়া সকলে বাটী অভিমুখে রওনা হইল। মহাপুরুষ, শ্যামলা, শিশিরকুমার ও অশ্বিনীকুমার আসিয়া

তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। পাগলিনীকে গাড়ীতে আরোহণ করাইতে সকলকেই বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া সে আর বিশেষ কোনও গোলমাল করে নাই।

*　　*　　*　　*

কিছুকাল পরে অশ্বিনী ও শিশিরকুমারও বাটীতে ফিরিয়া আসিল। তাহা অবশ্য মহাপুরুষের আদেশে। বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষ বিশ্ব-সেবায়, বিপিনে নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্যামলার সন্ধান আর কেহই করিতে পারিল না। অনেকে বলিল, জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করিতে যাইয়া শ্যামলা দারুব্রহ্মের অঙ্গে বিলীনা হইয়াছে। সে কথা শুনিয়া মহাপুরুষ কহিলেন—"হ'বে, প্রকৃতি পুরুষের লীলা বুঝা ভার। কিন্তু বিশ্বসেবাই আমার ধর্ম্ম হ'ক। সেই ধর্ম্মই আমার প্রাণ।" তিনি বিশ্বসেবাই করিতে লাগিলেন এবং তাহা করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার ও শিশিরকুমারকে আবার সংসারে পাঠাইয়া দিলেন।

*　　*　　*　　*

নবীনচন্দ্রের সংসারে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন একান্নবর্ত্তী আদর্শ পরিবার এখনকার কালে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে শিশিরকুমার দার পরিগ্রহ করে নাই। সে বলে——সমস্ত সংসার তাহার আপনার। দাম্পত্যপ্রেম বিশ্বপ্রেমের প্রথম অবস্থা মাত্র। যে বিশ্বপ্রেমে ডুবিয়াছে, দাম্পত্য-প্রেমে তাহার আর মন উঠিবে কেন? কিন্তু কেহ কেহ

বলেন—দাম্পত্য-প্রেমের অধিকারী না হইলে মানুষ বিশ্বপ্রেমিক হইতে পারে না। কে জানে—কোন্ মতটা ঠিক্। তবে মহাজন যে পথে চলিতে আমাদের আদেশ করেন, সেই পথই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। সে পথে চলিলে মানুষের বিপদে পতিত হইবার আর আশঙ্কাই নাই। হায়! মানব তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না কেন? ভুলের সংসারে ইহাও কি একটা ভুল!—অথবা ইঁহা—নিয়তি!

——*——